প্রকাশক—
শ্রী জৈন শ্বেতাম্বর তেরাপন্থী মহাসভা
৩নং পর্তুগীজ চার্চ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

এই পুস্তক মুদ্রণের ব্যয়ভার
শ্রীপুনমচাঁদজী গুজবাণী বহন করিয়াছেন

মুদ্রাকর—
শ্রীপবেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
মডার্ণ আর্ট প্রেস
৬ন বেণ্টিক ষ্ট্রীট
কলিকাতা

পূজ্যপাদ পণ্ডিতপ্রবর

শ্রীসুখলালজী সংঘবীর

পাদপদ্মে—

প্রকাশকের নিবেদন।

এক সময় যে বাংলা দেশে জৈনধর্ম বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছিল, আজ সেই বাংলাদেশ জৈনধর্মের পরিচয়ও জানে না। বাংলাদেশবাসী যাহাতে জৈন ধর্মের মূল গ্রন্থসমূহের পরিচয় লাভ করিতে পারে এইজন্য আচারাঙ্গসূত্র নামক প্রথম জৈন আগমগ্রন্থের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করা হইতেছে। আচার বা নিয়মের মধ্যেই জৈনধর্মের সমস্ত রহস্য। যে ব্যক্তি জৈন সাধুর আচার যথাযথ ভাবে বুঝিতে পারে, মাত্র সেই জৈনধর্মকেও বুঝিতে সমর্থ হয়। বলা হইয়াছে— আগমের অর্থাৎ জৈনধর্মের প্রধান শাস্ত্রগুলির সার আচার, আচারের সার বিবরণ, বিবরণের সার যথাযথভাবে তাহার প্রতিপাদন, প্রতিপাদনের সার চারিত্র অর্থাৎ সেই আচারের পালন, চারিত্রের সার নির্বাণ এবং নির্বাণের সার অবাধিত সুখ।

আশা করি, বাংগালী পাঠকগণ এই অনুবাদ পড়িয়া অহিংসাবাদী জৈনধর্ম সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারিবেন।

এই সূত্রের অনুবাদ শ্রীহীরাকুমারী ব্যাকরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ করিয়াছেন। জৈনদর্শনের ন্যায় অন্যান্য দর্শন শাস্ত্রেও ইহার জ্ঞান সুগভীর। অনুবাদ সরল ও প্রাঞ্জল হইয়াছে। দীর্ঘকাল নিরন্তর পরিশ্রম করিয়া তিনি এই অনুবাদ করিয়াছেন। মহাসভা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে। সিরসানিবাসী ধর্মপ্রাণ পুনমচাঁদ গুজরাণী মহাশয় এই পুস্তক প্রকাশের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। ধর্মপ্রচারের প্রত্যেক কার্যে তিনি সর্বদাই সাহায্য করিয়া থাকেন। মহাসভা তাঁহার প্রতিও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছে।

সাম্বৎরী
সম্বৎ ২০০৯

শ্রীচন্দ রামপুরিয়া
কার্যাধ্যক্ষ শ্রী জৈন শ্বেতাম্বর তেরাপন্থী মহাসভা

সূচী

ভূমিকা	/০
প্রথম অধ্যায়	১—১২
দ্বিতীয় অধ্যায়	১৩—২২
তৃতীয় অধ্যায়	২৩—২৭
চতুর্থ অধ্যায়	২৮—৩২
পঞ্চম অধ্যায়	৩৩—৪১
ষষ্ঠ অধ্যায়	৪২—৪৯
অষ্টম অধ্যায়	৫০—৬৩
নবম অধ্যায়	৬৪—৭১

ভূমিকা

ভারতের প্রাচীন ধর্মসাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহাকে ত্রিবেণী-সঙ্গম বলা যাইতে পারে। তিন সম্প্রদায়ের ত্রিবিধ সাহিত্যের মিলনে এই সুবিশাল ধর্মসাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতিকে জানিতে হইলে এই ত্রিবিধ সাহিত্যের অনুশীলন করিতে হইবে। এই ত্রিবেণীসঙ্গমের শাখা তিনটি বৈদিক, বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য নামে পরিচিত। বৈদিক ও বৌদ্ধ সাহিত্যে যেমন সেই সেই ধর্মাবলম্বীদের আচার অনুষ্ঠান ও আধ্যাত্মিক সাধনার বিষয় কথিত হইয়াছে সেইরূপ জৈন সাহিত্যেও সেই ধর্মাবলম্বীদের আচার অনুষ্ঠান ও আধ্যাত্মিক সাধনার কথা বর্ণিত হইয়াছে। বৈদিক সাহিত্যের মূল গ্রন্থ বেদ, উপনিষদ্ আদি, বৌদ্ধ সাহিত্যের মূল গ্রন্থ পালি ত্রিপিটক এবং জৈন সাহিত্যের মূল গ্রন্থ আগম বা শ্রুত নামে অভিহিত হয়। এই ধর্মশাস্ত্র ভাষাতত্ত্বের দৃষ্টিতেও অনুশীলনের যোগ্য। এই ত্রিবিধ ধর্মশাস্ত্রের মূল গ্রন্থগুলির ভাষাও ত্রিবিধ। বেদের ভাষা সংস্কৃত, পিটকের ভাষা পালি এবং আগমের ভাষা অর্ধমাগধী প্রাকৃত।

বেদ ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থে যদিও প্রবৃত্তি-প্রধান আচার অনুষ্ঠানের প্রাধান্য আছে, তথাপি উপনিষদ্ প্রভৃতিতে এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মশাস্ত্র নিবৃত্তিমার্গকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। মানসিক ও সাংসারিক বন্ধন হইতে নিবৃত্তি বা মুক্তি লাভের বিষয়ে ইহাদের মতের ঐক্য থাকিলেও মুক্তির সাধন সম্বন্ধে কিছু মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। উপনিষদ্ আদিতে জ্ঞানমার্গেরই প্রাধান্য। সত্যমিথ্যাবিবেক বা ব্রহ্মজ্ঞান হইলে মুক্তি হয় অন্য উপায়ে হয় না এই মত যাহারা স্বীকার করেন, তাঁহারা জ্ঞানমার্গী। বৌদ্ধ শাস্ত্রে ধ্যানকেই প্রধান স্থান দেওয়া হইয়াছে। ধ্যানের দ্বারাই বস্তুর ক্ষণিকত্ব, অনিত্যত্ব ও দুঃখময়ত্ব প্রতিভাত হইলে নির্বাণ লাভ হয়। শারীরিক কষ্টপ্রদ তপস্যাদির তাহাতে নিষেধই করা হইয়াছে। জৈনধর্ম শাস্ত্রে চারিত্র বা সংযমকেই প্রধান স্থান দেওয়া হইয়াছে।

জৈনধর্মশাস্ত্রে রাগদ্বেষকে সংসারের কারণ বলা হয়। রাগদ্বেষের বশীভূত হইয়াই প্রাণী মন দ্বারা অন্য প্রাণীর অশুভ চিন্তা করে বাক্য দ্বারা এবং

তবে প্রাকৃত ভাষাতত্ত্বের অনেক প্রশ্নই অমীমাংসিত থাকায় সকল স্থলে মূল প্রাকৃত শব্দের অর্থ টীকাকারগণও নির্ণয় করিতে পারেন নাই। অতএব যদি কোন কোন স্থলে মূলের ভাব প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া থাকি তবে পাঠকগণ তাহা মার্জনা করিবেন।

পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীসুখলালজী সংঘবীর প্রেরণা ও পথপ্রদর্শনের ফলেই আমি জৈনশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও মনন করিতে প্রবৃত্ত হই এবং তাহারই ফলস্বরূপ এই অনুবাদ করিতে সাহস করিয়াছি। পরিশেষে আমার সতীর্থ সুহৃদ্ ডক্টর নাথমল টাটিয়া ডি লিট্‌এর প্রতি আমার হার্দিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। তিনি সমস্ত বিষয়েই আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার সাহায্য ব্যতীত আমি এই অনুবাদ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতাম না। শ্রী জৈন শ্বেতাম্বর তেরাপন্থী মহাসভা এই প্রকাশভার গ্রহণ করার জন্য তাহার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

মহাবীর জন্মদিবস
চৈত্রী শুক্লা ত্রয়োদশী
বিক্রম সম্বৎ ২ ৯

হীরাকুমারী বোথরা

প্রথম অধ্যায়

শস্ত্রপরিজ্ঞা[1]

প্রথম উদ্দেশক

১। (সুধর্মস্বামী তাঁহার প্রধান শিষ্য জম্বুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন) হে আয়ুষ্মন্! আমি ভগবানকে এইরূপ বলিতে শুনিয়াছি—এই সংসারে অনেকের স্মরণ থাকে না যে—

২। পূর্ব দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, উর্ধ্ব, অধ, অন্যতর দিক্ (ঈশানাদি কোণ) বা অনুদিক সমূহের মধ্যে কোন্ দিক্ হইতে তাহারা আসিয়াছে। আবার ইহাও তাহারা জানে না যে—

৩। আমার (অর্থাৎ তাহাদের) আত্মা পুনর্জন্ম লাভ করিবে কি না? তাহারা পূর্বে (পূর্বজন্মে) কি ছিল? এখান হইতে মৃত্যুর পর পরজন্মেই বা কি হইবে?

৪। কেহ কেহ স্বাভাবিক জ্ঞানের দ্বারা, কেহ বা অপরের (তীর্থঙ্কর অথবা কেবলীর[2]) উপদেশ দ্বারা অথবা (তীর্থঙ্করাদি ব্যতিরিক্ত) অন্য কাহারও নিকট শুনিয়া—পূর্বাদি দিক্ অন্যতর দিক্ অথবা অনুদিক্ কোন্ দিক্ হইতে আসিয়াছে তাহা জানিতে পারে। কেহ কেহ বা—আমার আত্মা জন্মান্তর প্রাপ্ত হয়, যে এই সমস্ত দিকে বা অনুদিকে (যোনিসমূহে) ভ্রমণ করে সে আমিই—ইহা জানিতে পারে।

৫। (যে ইহা জানে) সে আত্মবাদী, লোকবাদী, কর্মবাদী এবং

---

১ কাম ক্রোধ আদি রিপুর বশবর্তী হইয়া এক জীব অপর জীবকে কষ্ট দেয়। এই কষ্ট দেওয়ার নানাবিধ সাধনকে শস্ত্র বলা হইয়াছে। শস্ত্র দ্বিবিধ দ্রব্যশস্ত্র ও ভাবশস্ত্র। নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র বিষদ্রব্য প্রভৃতি হিংসার সাধনকে শাস্ত্রে দ্রব্যশস্ত্র বলা হইয়াছে। হিংসার মূল কারণ ক্রোধাদিযুক্ত [illegible] ক্রিয়া ভাবশস্ত্র নামে অভিহিত হইয়াছে। পরিজ্ঞা বলিতে কোনও বস্তুর স্বরূপকে জানা ও সেই [illegible] অনুরূপ আচরণ করা বুঝায়। আলোচ্য শস্ত্রপরিজ্ঞা নামক অধ্যয়নটিতে হিংসার সাধন এই দ্বিবিধ শস্ত্রের স্বরূপকে জানিবার এবং তাহার বিবেকপূর্বক পরিত্যাগের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

২ তীর্থঙ্কর বলিতে তিনি সর্বজ্ঞত্ব লাভ করিয়া ধর্মের পুনরুদ্ধার বা স্থাপন করিতে সর্ব [illegible]

ক্রিয়াবাদী (বলিয়া কথিত হয়)।[১] আমি করিয়াছি, আমি করাইব এবং অন্য কেহ করিলে তাহাকে অনুমোদন করিব—এই সকল সাংসারিক প্রবৃত্তির পরিজ্ঞা (বিবেক) কর্তব্য।

৬। যে সকল পুরুষ অমুক দিক্ বা অনুদিকে বিচরণ করে অথবা সমস্ত দিক্ বা অনুদিক্ সমূহ স্বকৃত কর্মের[২] সহিত বিচরণ করে, নানাপ্রকার যোনিতে গমন করে, নানাপ্রকার স্পর্শ (শারীরিক ও মানসিক দুঃখ) অনুভব করে তাহারা অপরিজ্ঞাতকর্মা অর্থাৎ কি কি কারণে কর্মবন্ধন হয় তাহা জানে না।

৭। এই বিষয়ে ভগবান্ পরিজ্ঞার কথা (কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ পাপাচরণকে কর্মবন্ধনের হেতু এবং এই কর্মবন্ধনের হেতুকে পরিত্যাগ করা উচিত ইহা) বলিয়াছেন। (মনুষ্যগণ) ইহজীবনে প্রশংসা, সম্মান ও পূজা পাইবার জন্য জন্ম ও মৃত্যু হইতে নিস্তার লাভের আকাঙ্ক্ষায় অথবা দুঃখ দূর করিবার ইচ্ছায় (নানাবিধ পাপকার্য করিয়া থাকে)। নিখিল জগতের সমস্ত ক্রিয়াই পূর্বোক্ত ত্রিবিধ ক্রিয়ার মধ্যে সমাবিষ্ট হইয়া যায় ইহা জানিবে। এই জগতে যিনি পূর্বোক্ত কর্মবন্ধনের হেতুকে বিবেকপূর্বক জানেন এবং বিবেকপূর্বক পরিত্যাগ করেন তিনিই পরিজ্ঞাতকর্মা মুনি বলিয়া কথিত হন। (অর্থাৎ একমাত্র তিনিই কর্মবন্ধন হইতে মুক্তি পাইতে পারেন অন্য নহে)—ইহাই আমি বলিতেছি।

দ্বিতীয় উদ্দেশক

১। (হে জম্বু!) প্রাণিসমূহ অজ্ঞানবশত হীনতাময়, জড়তাময় ও দুঃখময় জীবন যাপন করে। এই সংসারে তাহারা স্বয়ং দুঃখ পাইতেছে এবং সংসারে যে বিভিন্ন প্রকারের বহু প্রাণী রহিয়াছে, বিষয়াত হইয়া তাহাদিগকেও দুঃখ দিতেছে।

---

১ নিত্যানিত্যস্বরূপ আত্মাকে যে স্বীকার করে তাহাকে আত্মবাদী জীব বহু এবং সে তাহারা সংসারে ভ্রমণ করে এই মতাবলম্বীকে লোকবাদী জীবসমূহকে জ্ঞানাবরণাদি কর্মের বশীভূত হইয়া সংসারে ভ্রমণ করিতে হয় এই মতাবলম্বীকে কর্মবাদী এবং কায়িক বাচিক ও মানসিক ক্রিয়া দ্বারা কর্মের বন্ধন হয় এই মতাবলম্বীকে ক্রিয়াবাদী বলা হয়।

২ জৈনদর্শনে কর্মশব্দের নিজস্ব একটি পারিভাষিক অর্থ আছে। কর্ম দুই প্রকার ভাবকর্ম ও দ্রব্যকর্ম। রাগ-দ্বেষ মূলক অধ্যবসায়াত্মক ভাবকর্ম বলা হয়। সেই ভাবকর্মের দ্বারা যে কায়িক বাচিক ও মানসিক ক্রিয়া হয় সেই ক্রিয়ার দ্বারা আকৃষ্ট একপ্রকার সূক্ষ্ম পৌদ্‌গলিক জড়পদার্থকে দ্রব্যকর্ম বলা হয়। জল ও দুগ্ধের ন্যায় এই দ্রব্যকর্ম আত্মার সঙ্গে মিলিত হইয়া যায় এবং যথাসময়ে শুভাশুভ ফল প্রদান করিয়া থাকে।

২। পৃথিবীজীব[1] বহু এবং নানাপ্রকারের। দেখ, যাহারা যথার্থ সংযমশীল (তাহারা পৃথিবীকায় জীবের হিংসা করে না)। আবার যাহারা নিজেকে যোগী সন্ন্যাসী নামে অভিহিত করিয়াও নানাপ্রকার শস্ত্রের দ্বারা (মৃত্তিকা-খননাদিরূপ কার্যের দ্বারা) পৃথিবীকায় জীবের হিংসা করে এবং তৎসহ পৃথিবীকায়ে আশ্রিত নানাপ্রকার অন্য জীবেরও হিংসা করিয়া থাকে (সেই অজ্ঞানী প্রাণিগণকেও দেখ)।

৩। ভগবান্ এই বিষয়ে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন—(মনুষ্যগণ) ইহজীবনে প্রশংসা সম্মান ও পূজা পাইবার জন্য, জন্ম ও মৃত্যু হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য অথবা দুঃখ দূর করিবার জন্য স্বয়ং পৃথিবীকায় জীবের হিংসা করে, অন্যের দ্বারা হিংসা করায় এবং যে হিংসা করে তাহাকে অনুমোদনও করিয়া থাকে।

৪। এই হিংসা তাহাদের পক্ষে অহিতের ও অবোধি বা অজ্ঞতার কারণ হইয়া থাকে। কেহ কেহ যথার্থ জ্ঞান লাভ করিয়া, কেহ কেহ বা ভগবান অথবা গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর উপদেশ শুনিয়া এই হিংসাকে কর্মবন্ধনের, মোহের, আয়ুক্ষয়ের এবং নরকের কারণ বলিয়া বুঝিতে পারে এবং সংসারের প্রতি আসক্ত ব্যক্তিরাই নানাপ্রকার কঠোর শস্ত্রের দ্বারা পৃথিবীকায় জীবের হিংসা করে এবং তৎসহ অন্যান্য প্রাণীরও হিংসা করিয়া থাকে ইহাও অবগত হয়।

৫। (পৃথিবীকায়াদি জীবও কিরূপ বেদনা অনুভব করে) তাহা বলিতেছি—কোন অন্ধ (এবং মূক ও বধির) ব্যক্তিকে বিদ্ধ অথবা ছিন্ন করিলে, কিংবা তাহার চরণ, গুল্ফ, জঙ্ঘা, জানু উরু, কটি, নাভি, উদর পঞ্জর, পৃষ্ঠ বক্ষ,

---

১। জীব দুই প্রকার—মুক্ত এবং সংসারী। মুক্ত জীব ইন্দ্রিয় ও শরীরাদি রহিত। সংসারী জীবকে ইন্দ্রিয় অনুসারে পাঁচভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে যথা—একেন্দ্রিয় দ্বীন্দ্রিয় ত্রীন্দ্রিয় চতুরিন্দ্রিয় ও পঞ্চেন্দ্রিয়। একেন্দ্রিয় জীবের কেবলমাত্র স্পর্শেন্দ্রিয় আছে। দ্বীন্দ্রিয় জীবের স্পর্শ ও রসনা এই দুইটি ত্রীন্দ্রিয় জীবের স্পর্শ রসনা ও ঘ্রাণ এই তিনটি চতুরিন্দ্রিয় জীবের স্পর্শ রসনা ঘ্রাণ ও চক্ষু এই চারিটি এবং পঞ্চেন্দ্রিয় জীবের স্পর্শ রসনা ঘ্রাণ চক্ষু ও কর্ণ এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় স্বীকার করা হইয়াছে। একেন্দ্রিয় জীবকে স্থাবর ও দ্বীন্দ্রিয়াদি চতুর্বিধ জীবকে ত্রস নামে অভিহিত করা হয়। একেন্দ্রিয় বা স্থাবর জীব পঞ্চবিধ—পৃথিবীকায় অপকায় তেজস্কায় বায়ুকায় এবং বনস্পতিকায়। কায় অর্থ শরীর। যে একেন্দ্রিয় জীবের শরীর পৃথিবী অর্থাৎ মৃত্তিকাদি নির্মিত তাহাকে পৃথিবীকায় জীব বলা হয়। জলীয় শরীর বিশিষ্ট জীবকে অপকায় অগ্নিময় শরীর বিশিষ্ট জীবকে তেজস্কায় এবং বায়বীয় শরীর বিশিষ্ট জীবকে বায়ুকায় বলা হয়। যাবতীয় উদ্ভিদ্ জগৎ বনস্পতিকায়ের অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবী বলিতে কাঠিন্যাদি গুণযুক্ত পদার্থ বিশেষ বুঝিতে হইবে। যথা মৃত্তিকা পাষাণ ও নানাবিধ খনিজ পদার্থ। সজীব অবস্থায় ঐগুলিকে পৃথিবীকায় জীব বলা হয়। ঐরূপ সজীব জল শিশির শিলা প্রভৃতিকে অপকায় জীব উল্কা অগ্নি প্রভৃতিকে তেজস্কায় জীব সজীব বায়ুকে বায়ুকায় জীব এবং সজীব বনস্পতিকে বনস্পতিকায় জীব বলা হইয়াছে। একেন্দ্রিয় জীব সূক্ষ্ম ও স্থূল উভয় প্রকার। সূক্ষ্মশরীরবিশিষ্ট একেন্দ্রিয় জীব আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। স্থূলশরীর বিশিষ্ট একেন্দ্রিয় জীব আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। স্থূল শরীরের আধার নানাবিধ আকার বা পরিমাণ স্বীকার করা হইয়াছে।

হৃদয়, স্তন, স্কন্ধ, বাহু, হস্ত, অঙ্গুলি, নখ, গ্রীবা হনু, ওষ্ঠ, দন্ত, জিহ্বা তালু কণ্ঠ, গণ্ড, কর্ণ, নাসিকা চক্ষু ভ্রূ, ললাট ও মস্তক বিদ্ধ বা ছিন্ন করিলে অথবা তাহাকে মূর্ছিত বা হত্যা করিলে সেই অন্ধ, মূক ও বধির ব্যক্তি দেখিতে, শুনিতে বা চিৎকার করিয়া ব্যক্ত করিতে অক্ষম হইয়াও যেরূপ অব্যক্ত বেদনা অনুভব করে পৃথিবীকায় জীবেরও হিংসা করিলে তাহারাও তদ্রূপ অব্যক্ত বেদনা অনুভব করে।

৬। যাহারা এইরূপে শস্ত্র দ্বারা প্রাণিহিংসা করে তাহারা (সংসারের প্রতি আসক্তিবশতঃ) হিংসার স্বরূপ জানে না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই সকল বিষয় অবগত হইয়া স্বয় পৃথিবীকায় জীবের হিংসা করে না, অপরের দ্বারা হিংসা করায় না এবং যাহারা হিংসা করে তাহাদের কার্যকে অনুমোদনও করে না। যিনি পৃথিবীকায় জীবের হিংসাকে বিবেকপূর্বক জানেন (এবং বিবেকপূর্বক তাহার পরিত্যাগ করেন) তিনিই পরিজ্ঞাতকর্মা মুনি বলিয়া কথিত হন—ইহাই আমি বলিতেছি।

তৃতীয় উদ্দেশক

১। হে জম্বু! (আরও মুনির লক্ষণ বলিতেছি) গৃহপরিত্যাগী সরল আচরণকারী মুক্তিমার্গাবলম্বী এবং অকপটভাবে সংযমের পালক ব্যক্তি মুনি বলিয়া কথিত হন।

২। যে মুনি যেরূপ শ্রদ্ধা বা বিচার বিবেকের দ্বারা প্রেরিত হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া সাধুমার্গ অবলম্বন করিয়াছেন, সমস্ত সংশয় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার (অবিচলভাবে) সেইরূপই শ্রদ্ধা পোষণ করা উচিত। (ভগবৎ কথিত) মহান মুক্তি মার্গে বীর পুরুষেরা প্রয়াণ করেন। ভগবানের উপদেশ অনুসারে (অপ কায়) জীবকে যথাযথভাবে অবগত হইয়া (বীরপুরুষগণ) তাহাদিগকে অভয় প্রদান করত অকুতোভয় (সংযম পালন করিতে থাকেন)।

৩। আমি (পুনরায়) বলিতেছি—তুমি নিজে এই অপ্ কায় জীবের অস্তিত্ব অপলাপ (অস্বীকার) করিও না আত্মার অস্তিত্বেরও অপলাপ করিও না। যে অপ কায় জীবের অপলাপ করে সে আত্মারও অপলাপ করে, যে আত্মার অপলাপ করে সে অপ কায় জীবেরও অপলাপ করিয়া থাকে।

---

১ দেখ পাদটীকা পৃ ৩।

৪। যথার্থ সংযমীগণ ব্যক্তিগাক দেখ আবার (দেখ,) কেহ কেহ নিজেকে ত্যাগী সন্ন্যাসী নামে অভিহিত করিয়াও নানাপ্রকার (সেচনাদিরূপ) কঠোর শস্ত্রের দ্বারা অপ কায় জীবের হিংসা করে এবং তৎ সহ (অপ কায় আশ্রিত) নানাপ্রকার অন্য জীবেরও হিংসা করিয়া থাকে।

৫। ভগবান এই বিষয়ে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন—মনুষ্যগণ ইহ-জীবনে প্রশংসা, সম্মান ও পূজা পাইবার জন্য, জন্ম ও মৃত্যু হইতে নিস্তারলাভের জন্য এবং দুঃখ দূর করিবার ইচ্ছায় স্বয়ং অপ কায় জীবের হিংসা করে অন্যের দ্বারা হিংসা করায় এবং যে হিংসা করে তাহাকে অনুমোদনও করিয়া থাকে।

৬। এই প্রকারের হিংসা তাহাদের পক্ষে অহিতের ও অজ্ঞানের কারণ হইয়া পড়ে। কেহ কেহ যথার্থ জ্ঞান লাভ করিয়া কেহ কেহ বা ভগবান্ অথবা অন্য কোনও অনগারের উপদেশ শুনিয়া হিংসাকে কর্মবন্ধনের, মোহের, আয়ুক্ষয়ের এবং নরকের কারণ বলিয়া অবগত হয়। যাহারা অতীব আসক্তিশীল তাহারা নানাপ্রকার কঠোর শস্ত্রের দ্বারা অপ কায় জীবের হিংসা করে এবং তৎসহ নানা প্রকার অন্য প্রাণীরও হিংসা করিয়া থাকে।

৭। (অপ কায় জীবের হিংসা করিলে অন্য প্রাণীরও হিংসা কেন হয়) তাহা বলিতেছি—জলে নানা প্রকার প্রাণী আছে (সুতরাং অপ্‌কায় জীবের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদেরও হিংসা করা হয়)। হে জম্বু! জিনপ্রবচনে অনগারগণকে লক্ষ্য করিয়া অপ কায় জীব ও (তদাশ্রিত অপর প্রাণীরও) কথা বলা হইয়াছে। শস্ত্র কি কি তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ। জিনপ্রবচনে (সেচনাদিরূপ) নানাপ্রকার পৃথক্ পৃথক্ শস্ত্রের কথা বলা হইয়াছে। অথবা (এই অপ্‌কায় জীবসমূহের ইচ্ছার বিরুদ্ধ) তাহাদিগকে নানাবিধ কার্যে ব্যবহার করায় চৌর্য কার্যও অনুষ্ঠিত হয়। কোন কোন সন্ন্যাসী—আমাদিগকে বিধান দেওয়া আছে (অতএব) আমরা জল পান করিতে এবং স্নান প্রভৃতি নানাবিধ কার্যের জন্য জল ব্যবহার করিতে পারি—এরূপ বিবচনা করিয়া (সেচনাদিরূপ) বিবিধ শস্ত্রের দ্বারা (অপ কায় জীবের) হিংসা করিয়া থাকে। কিন্তু এরূপ মতবাদের পক্ষে কোন যুক্তি নাই।

৮। যাহারা এইরূপ শস্ত্রের দ্বারা হিংসা করিয়া থাকে তাহারা হিংসার স্বরূপ জানে না। যাহারা হিংসার স্বরূপ জানে তাহারা শস্ত্রের প্রয়োগ করে না। (মেধাবী ব্যক্তি এই সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া অপ কায় জীবের হিংসা করে না কাহারও দ্বারা হিংসা করায় না এবং অন্য কেহ হিংসা করিলে তাহার

কার্যকে অনুমোদনও করে না। যিনি অপ্‌কায়জীব হিংসার স্বরূপ বিবেকপূর্বক জানেন (এবং বিবেকপূর্বক তাহার পরিত্যাগ করেন) তিনিই পরিজ্ঞাত কর্মা মুনি বলিয়া কথিত হন—ইহাই আমি বলিতেছি।

চতুর্থ উদ্দেশক

১। আমি পুনরায় বলিতেছি—(অগ্নিকায়[১]) জীবের অস্তিত্ব অস্বীকার করিও না আত্মার অস্তিত্বও অস্বীকার করিও না। যে (অগ্নিকায়) জীবকে অস্বীকার করে সে আত্মাকেও অস্বীকার করে। যে আত্মাকে অস্বীকার করে সে অগ্নিকায় জীবকেও অস্বীকার করিয়া থাকে।

২। যে দীর্ঘলোকশস্ত্রের[২] স্বরূপ জানে সে অশস্ত্রের অর্থাৎ অহিংসা বা সংযমমার্গের স্বরূপ জানিতে পারে। যে অশস্ত্রের (সংযমের) স্বরূপ জানে সে অগ্নিকায় জীবেরও স্বরূপ জানিতে পারে।

৩। সংযত, সর্বদা প্রযত্নশীল এবং সদা অপ্রমত্ত বীর পুরুষেরা ক্লেশাদি ও অজ্ঞানাদিকে পরাজিত করিয়া এই সমস্ত বিষয় যথাযথভাবে অবগত হইয়াছেন। যে ব্যক্তি প্রমাদগুণে স্থিত অর্থাৎ প্রমাদগ্রস্ত সে হিংসক বলিয়া কথিত হয়। মেধাবী ব্যক্তি এই সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া—আমি প্রমাদবশত পূর্বে যাহা (হিংসাদি) করিয়াছি পুনরায় তাহা করিব না—(এইরূপ সঙ্কল্প করেন)।

৪। যথার্থ সংযমশীল ব্যক্তিগণকে দেখ। আবার (দেখ,) অনেকে ত্যাগী সন্ন্যাসী নামে নিজেকে অভিহিত করিয়াও নানাপ্রকার কঠোর শস্ত্রের দ্বারা পাপকার্য করিয়া অগ্নিকায় জীবের হিংসা করে এবং তৎসহ অন্য প্রাণীরও হিংসা করিয়া থাকে। (হে আর্য। এই উভয়ের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম কর)।

৫। এই বিষয়ে ভগবান্ এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন—মনুষ্যগণ ইহ-জীবনে প্রশংসা সম্মান ও পূজা পাইবার জন্য জন্ম ও মৃত্যু হইতে মুক্তিলাভের জন্য এবং দুঃখ দূর করিবার ইচ্ছায় স্বয়ং অগ্নিকায় জীবের হিংসা করিয়া থাকে, অন্যের দ্বারা হিংসা করায় এবং অন্য কেহ হিংসা করিলে তাহাকে সমর্থনও করিয়া থাকে।

---

১ দেখ পাদটিপ্পনী পৃ ৩।

২ দীর্ঘকায় বা বৃহৎ বৃক্ষাদি বনস্পতিকে দীর্ঘলোক বলা হইয়াছে এবং অগ্নি বৃক্ষাদিকে দগ্ধ করে বলিয়া তাহাকে দীর্ঘলোকশস্ত্র নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

এই হিংসা তাহাদের পক্ষে অহিত ও অজ্ঞতার কারণ হইয়া পড়ে। কেহ স্বয়ং জ্ঞান লাভ করিয়া কেহ কেহ বা ভগবান অথবা অন্য কোন অনগারের উপদেশ শুনিয়া, হিংসাকে বন্ধনের, মোহের, মৃত্যু এবং নরকের কারণ বলিয়া বুঝিতে পারে। যাহারা অতীব আসক্তিশীল তাহারা পূর্বোক্ত কারণে নানাপ্রকার কঠোর শস্ত্র দ্বারা অগ্নিকায় জীবের হিংসা করে এবং তৎসহ নানাপ্রকার অন্য প্রাণীরও হিংসা করিয়া থাকে।

৬ (কিরূপে অন্য প্রাণীর হিংসা হয়) তাহা বলিতেছি—মৃত্তিকা, তৃণ, পত্র, কাষ্ঠ, গোময় ও আবর্জনাতে বহুবিধ প্রাণী বসবাস করে। (পতঙ্গাদি) উড্ডয়নশীল প্রাণীও আছে। কখনও তাহারা স্বয়ং অগ্নিতে নিপতিত হয়। কখনও বা তাহারা অগ্নির স্পর্শে সঙ্কুচিত হয়। যাহারা সঙ্কুচিত হয় তাহারা অগ্নিতে মূর্ছিত হইয়া পড়ে। যাহারা মূর্ছিত হইয়া পড়ে তাহারা মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।

৭। যাহারা এইরূপে শস্ত্র দ্বারা হিংসা করে তাহারা আসক্তিবশতঃ হিংসার স্বরূপ অবগত হয় না। যাহারা অবগত হয় তাহারা শস্ত্র দ্বারা হিংসা করে না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া অগ্নিকায় জীবের হিংসা করে না, অপরের দ্বারা হিংসা করায় না এবং অন্য কেহ হিংসা করিলে তাহার কার্যকে সমর্থনও করে না। অগ্নিকায়জীব হিংসার স্বরূপ যিনি বিবেকপূর্বক অবগত হন এবং বিবেকপূর্বক তাহার পরিত্যাগ করেন তিনিই পরিজ্ঞাতকর্মা মুনি বলিয়া কথিত হন।

পঞ্চম উদ্দেশক

১। যে বুদ্ধিমান (পুরুষ বনস্পতিতে জীব আছে ইহা) অবগত হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া—(বনস্পতি জীবের) হিংসা করিব না—(এই প্রতিজ্ঞা করে এবং সংযমমার্গে সমস্ত প্রাণীর প্রতি) অভয় দান (বিহিত হইয়াছে) জানিয়া বনস্পতি জীবের হিংসা করে না সেই পুরুষ উপরত। জৈনশাস্ত্রে তাহাকেই উপরত ও অনগার নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

২। গুণ (শব্দ, রূপ, রস আদি বিষয়েন্দ্রিয় প্রতি আসক্তি)ই আবর্ত (সংসারচক্রে পরিভ্রমণের কারণ)। আবার যাহা আবর্ত তাহাই গুণ অর্থাৎ বিষয়াসক্তির কারণ। (প্রাণিগণ) ঊর্ধ্ব অধঃ ও পূর্বাদি দিক্ এবং অনুদিক

[illegible] করিলে স্পষ্ট দেখিতে পায়, তবুও করিতে [illegible] [illegible] —

৩। তাহারা (ঊর্ধ্বাদি এবং পূর্বাদি দিকহিত [illegible] [illegible] রূপ ও শব্দ প্রভৃতিতে আসক্ত হয়। ইহাই [illegible] [illegible] (এবম্প্রকার নিবদ্ধ কর্মবন্ধন হওয়ায় সংসার [illegible] [illegible] শক্তিশালী হইতে পারে না এবং ভগবানের [illegible] [illegible] না। যে পুন পুন শব্দাদি বিষয়ের আস্বাদ গ্রহণ [illegible] [illegible] হইয়া গৃহে (সংসারে) লিপ্ত থাকে।

৪। যথার্থ সংযমশীল ব্যক্তিগণকে দেখ। আবার [illegible] [illegible] নিজেকে অভিহিত করিয়াও নানাপ্রকার কঠোর [illegible] [illegible] হিংসা করে এবং তৎসহ নানাপ্রকার অন্য প্রাণী [illegible] (তাহাদিগকেও দেখ)। এই বিষয়ে ভগবান এইরূপ উপদেশ [illegible] ইহজীবনে প্রশংসা সম্মান ও পূজা পাইবার জন্য, [illegible] [illegible] উদ্ধার লাভের জন্য এবং দুঃখ দূর করিবার ইচ্ছায় [illegible] [illegible] হিংসা করে, অন্যের দ্বারা হিংসা করায় এবং যে হিংসা [illegible] [illegible] হইয়া থাকে।

৫। এই হিংসা তাহাদের পক্ষে অহিত ও অজ্ঞানের কারণ হইয়া পড়ে। [illegible] কহিয়া, কেহ কেহ বা ভগবান অথবা অন্য কোন অনগারের [illegible] [illegible] বন্ধনের, মোহের, আয়ু ক্ষয়ের এবং নরকের কারণ বলিয়া [illegible] [illegible] আসক্তিশীল তাহারা নানাপ্রকার কঠোর শাস্ত্র [illegible] [illegible] হিংসা করে এবং তৎসহ নানাবিধ অন্য প্রাণীরও হিংসা [illegible]

৬। [illegible] যে—মনুষ্যগণ যেরূপ জন্ম [illegible] [illegible] গ্রহণ করে। যেরূপ মনুষ্যগণ [illegible] [illegible] বর্ধনশীল এবং চেতনাযুক্ত [illegible] [illegible] সেইরূপ ইহাদের শরীরও [illegible] [illegible] গ্রহণ করে, ইহারাও সেইরূপ [illegible] [illegible]

মনুষ্যগণের শরীর যেরূপ (রোগাদি কারণবশত) অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, ইহাদের শরীরও সেইরূপ (কারণবশত) অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়।

৭। যাহারা এইরূপে শস্ত্রের দ্বারা হিংসা করে, তাহারা হিংসার স্বরূপ বুঝিতে পারে না। যাহারা ইহা জানে, তাহারা শস্ত্রের প্রয়োগ করে না। বুদ্ধিমান্ পুরুষ এই সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া স্বয়ং বনস্পতিকায় জীবের হিংসা করে না, অপরের দ্বারা হিংসা করায় না এবং যে হিংসা করে তাহাকে সমর্থনও করে না। যিনি বনস্পতিকায়জীব হিংসার স্বরূপ বিবেকপূর্বক অবগত হন (এবং বিবেকপূর্বক তাহার পরিত্যাগ করেন) তিনিই পরিজ্ঞাতকর্মা মুনি বলিয়া কথিত হন—ইহাই আমি বলিতেছি।

ষষ্ঠ উদ্দেশক

১। (ত্রসজীব[1] কাহাকে বলে) তাহা বলিতেছি—অণ্ডজ, পোতজ, জরায়ুজ, রসজ, সংস্বেদজ, সম্মূর্ছিম, উদ্ভিজ্জ এবং ঔপপাতিক[2]—এই সকল প্রাণী ত্রস অর্থাৎ জঙ্গম। সংসার বলিতে ইহারাই বুঝায়।

২। মন্দবুদ্ধি ও অজ্ঞানী প্রাণিগণ (এই সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করে)। আমি প্রত্যেক প্রাণীর পরিনির্বাণের (সর্বাঙ্গীন সুখের) সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিয়া ও জ্ঞাত হইয়া বলিতেছি যে—সমস্ত প্রাণীর, সমস্ত ভূতের, সমস্ত জীবের ও সমস্ত সত্ত্বের পক্ষে অশান্তিই অপরিনির্বাণের, মহাভয়ের এবং দুঃখের কারণ। দিগ্বিদিকে প্রাণিগণ (অশান্তিবশতঃ) ত্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। দেখ, লোভগ্রস্ত মনুষ্যগণ নানা প্রয়োজনবশতঃ প্রাণিসমূহকে সন্তাপ দিতেছে।

৩। সর্বত্রই বহুবিধ প্রাণীর অস্তিত্ব আছে। যথার্থ সংযমশীল ব্যক্তিগণকে দেখ। আবার যাহারা ত্যাগী সন্ন্যাসী নামে নিজেকে অভিহিত করিয়াও নানাপ্রকার কঠোর শস্ত্রের দ্বারা ত্রসকায় জীবের হিংসা করে এবং তৎসহ অন্য প্রাণীরও হিংসা করিয়া থাকে (তাহাদিগকেও দেখ)।

---

১ দেখ পারিভাষিকী পৃ ৩।

২ বৃমি শব্দ জলৌকা হইতে মানুষ পর্যন্ত দেহ। পায়ে নক নাই ক্রমশঃ বৃহৎ হয়। অণ্ড হইতে উৎপন্ন অণ্ডজ শাবকরূপে উৎপন্ন পোতজ জরায়ু হইতে উৎপন্ন জরায়ুজ রস অর্থাৎ দধি প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন রসজ স্বেদ হইতে উৎপন্ন সংস্বেদজ পিপীলিকা প্রভৃতি স্বতঃ উৎপন্ন সম্মূর্ছিম ভূমি ভেদ করিয়া উৎপন্ন উদ্ভিজ্জ এবং দেব ও নারক জীব ঔপপাতিক বলা হয়।

৪। এই বিষয়ে ভগবান্ এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন—মনুষ্যগণ ইহ জীবনে প্রশংসা, সম্মান ও পূজা পাইবার জন্য, জন্ম ও মৃত্যু হইতে মুক্তিলাভের জন্য এবং দুঃখ দূর করিবার জন্য স্বয় ত্রসকায় জীবের হিংসা করে, অপরের দ্বারা হিংস করায় এবং যাহারা হিংসা করে তাহাদিগকে সমর্থনও করিয়া থাকে। এই হিংসা তাহাদের পক্ষে অহিত ও অজ্ঞতার কারণ হইয়া থাকে। কেহ স্বয় জ্ঞান লাভ করিয়া কেহকেহ বা ভগবান্ অথবা অন্য কোনও অনগারের নিকট উপদেশ শুনিয়া হিংসাকে বন্ধনের, মোহের, আয়ুক্ষয়ের এবং নরকের কারণ বলিয়া বুঝিতে পারে। লোভাসক্ত মনুষ্যগণ পূর্বোক্ত প্রশংসাদি পাইবার জন্যই বিবিধ কঠোর শাস্ত্রের দ্বারা ত্রসকায় জীবের হিংসা করে এবং তৎসহ নানাবিধ অন্য প্রাণীরও হিংসা করিয়া থাকে।

৫। (মনুষ্যগণ কেন ত্রসকায় জীবের হিংসা করে) তাহা বলিতেছি—কেহ প্রাণীর শরীরের লোভে তাহাকে হত্যা করে। কেহ কেহ বা চর্ম, মাংস, রক্ত, হৃৎপিণ্ড, পিত্ত, চর্বি, পক্ষ, পুচ্ছ, কেশ, শৃঙ্গ, বিষাণ, দন্ত, বৃহৎ দন্ত, নখ, স্নায়ু, অস্থি ও অস্থিমজ্জার লোভে অথবা অন্যান্য প্রয়োজনবশত অথবা অপ্রয়োজনেও ত্রস প্রাণীকে বধ করিয়া থাকে। কেহ বা—এই প্রাণী আমাকে মারিয়াছে, এই প্রাণী আমাকে মারিতেছে, এই প্রাণী আমাকে মারিবে (এইরূপ শঙ্কাকুলিত হইয়া) ত্রস জীবের হিংসা করিয়া থাকে।

৬। যাহারা এইরূপ শস্ত্র দ্বারা হিংসা করিয়া থাকে, তাহারা হিংসার স্বরূপ জানে না। যাহারা ইহা জানে তাহারা শস্ত্র প্রয়োগ করে না। মেধাবী ব্যক্তি ত্রসকায়জীব হিংসার স্বরূপ যথাযথ অবগত হইয়া স্বয় ত্রস জীবের হিংসা করে না, অপরের দ্বারা হিংসা করায় না এবং যে হিংসা করে তাহার কার্যেরও সমর্থন করে না। যিনি ত্রসকায়জীব হিংসার স্বরূপ বিবেকপূর্বক জানেন (এবং বিবেকপূর্বক তাহার পরিত্যাগ করেন), তিনিই পরিজ্ঞাতকর্মা মুনি বলিয়া কথিত হন—ইহাই আমি বলিতেছি।

সপ্তম উদ্দেশক

১। যে শারীরিক ও মানসিক দুঃখ ও অহিত সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়াছে, সে বায়ুকায়জীব হিংসা ত্যাগ করিতে সমর্থ হয়। যে অধ্যাত্মের অর্থাৎ নিজের সুখদুঃখের বিষয় জানে, সে বাহিরের (অপর বায়ুকায়াদি জীবের) সুখ

দু'খের তত্ত্বও জানে। যে অপর জীবের সুখদু'খের কথা জানে, সে নিজের সুখদু'খের তত্ত্বও জানে। প্রাণিগণকে আত্মতুল্য মনে করিয়া (তাহাদের সুখ-দু'খের কথা) বিবেচনা করিবে। প্রশান্ত ও সংযমী পুরুষ (অপর প্রাণীর হিংসা করিয়া) জীবন ধারণ করিবার আকাঙ্ক্ষা করেন না।

১। যথার্থ সংযমশীল ব্যক্তিগণকে দেখ আবার যাহারা ত্যাগী সন্ন্যাসী নামে নিজেকে অভিহিত করিয়াও বায়ুকায়[১] জীবের হিংসা করে এবং তৎসহ অন্য প্রাণীরও হিংসা করিয়া থাকে (তাহাদিগকেও দেখ)।

এই বিষয়ে ভগবান্ এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন—(মনুষ্যগণ) ইহজীবনে প্রশংসা, সম্মান ও পূজা পাইবার জন্য, জন্ম ও মৃত্যু হইতে মুক্তি লাভের জন্য এবং দুঃখ দূর করিবার ইচ্ছায় স্বয় বায়ুকায় জীবের হিংসা করে, অপরের দ্বারা হিংসা করায় এবং যাহারা হিংসা করে তাহাদিগকে সমর্থনও করিয়া থাকে।

৩। এই হিংসা তাহাদের পক্ষে অহিত ও অজ্ঞতার কারণ হইয়া পড়ে। কেহ স্বয়ং জ্ঞানলাভ করিয়া, কেহ কেহ বা ভগবান্ অথবা অন্য অনগারের নিকট উপদেশ শুনিয়া হিংসাকে বন্ধনের, মোহের, আয়ুঃক্ষয়ের এবং নরকের কারণ বলিয়া বুঝিতে পারে। পূর্বোক্ত প্রশংসাদি লাভের জন্যই আসক্তিপরায়ণ মনুষ্যগণ বিবিধ কঠোর শস্ত্র দ্বারা বায়ুকায় জীবের হিংসা করে এবং তৎসহ অন্য প্রাণীরও হিংসা করিয়া থাকে।

৪। আমি বলিতেছি যে—নানাপ্রকার উড্ডয়নশীল প্রাণী আছে, তাহারা বায়ুর নিকট আসিয়া বায়ুতে পতিত হয়। কেহ কেহ বায়ুর বেগে সংকুচিত হয়, সংকুচিত হইয়া মূর্ছিত হইয়া পড়ে, পরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

৫। যাহারা এইরূপে শস্ত্র দ্বারা হিংসা করিয়া থাকে, তাহারা হিংসার স্বরূপ জানে না। যাহারা জানে, তাহারা শস্ত্রের প্রয়োগ করে না। মেধাবী পুরুষ বায়ুকায়জীব হিংসার স্বরূপ যথাযথ অবগত হইয়া বায়ুকায়জীব হিংসা করে না, অপরের দ্বারা হিংসা করায় না এবং যে হিংসা করে তাহার কার্যকে সমর্থনও করে না। যিনি বায়ুকায়জীব-হিংসার স্বরূপ বিবেকপূর্বক অবগত হন এবং বিবেকপূর্বক সেই হিংসাকে পরিত্যাগ করেন তিনিই পরিজ্ঞাতকর্মা মুনি বলিয়া অভিহিত হন।

---

১ দেখ পাদটিপ্পনী পৃ ৩।

৬। যাহারা জীবহিংসা করে, তাহারা নিজেরাই কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়। যাহারা যথাযথভাবে আচার নিয়ম পালন করে না, হিংসা করিয়াও নিজেকে সংযমী নামে অভিহিত করিয়া স্বেচ্ছাচারে রত, বিষয়ে আসক্ত এবং হিংসাকার্যে মত্ত হয়, তাহারা কর্মবন্ধনের বৃদ্ধিই করিয়া থাকে। বসুমান্ (সদ্গুণসম্পন্ন) পুরুষ যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া স্বয়ং অকরণীয় পাপকার্য করিবে না (অন্যের দ্বারা করাইবে না এবং অন্য ব্যক্তি করিলে তাহাকে অনুমোদনও করিবে না)।

৭। মেধাবী ব্যক্তি এই ষট্‌কায়জীব হিংসার স্বরূপ অবগত হইয়া স্বয়ং ষট্‌কায়জীব হিংসা করিবে না, অপরের দ্বারা হিংসা করাইবে না এবং যে হিংসা করে তাহার কার্যের সমর্থনও করিবে না। যিনি ষট্‌কায়জীব হিংসার স্বরূপ বিবেকপূর্বক জানেন (এবং বিবেকপূর্বক সেই হিংসাকে পরিত্যাগ করেন) তিনিই পরিজ্ঞাতকর্মা মুনি বলিয়া অভিহিত হন—ইহাই আমি বলিতেছি।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত

দ্বিতীয় অধ্যায়

লোকবিজয়[1]

প্রথম উদ্দেশক

১। কামগুণ (শব্দ, রূপ, রস ও স্পর্শাদি বিষয়ই সংসারের হেতুভূত ক্রোধাদির) প্রধান আশ্রয়। যাহা (সংসারের হেতুভূত ক্রোধাদির) আশ্রয়স্থল, তাহাই শব্দাদি বিষয়। শব্দাদি বিষয়ে আসক্ত মনুষ্য অতিশয় দুঃখ অনুভব করত পুনঃপুনঃ তাহাতেই সংসক্ত এবং প্রমাদগ্রস্ত হয়। আমার মাতা, আমার পিতা, আমার ভ্রাতা, আমার ভগিনী, আমার ভার্যা, আমার পুত্র, আমার কন্যা, আমার পুত্রবধূ আমার সখা স্বজন, আত্মীয় ও বন্ধুবর্গ আছে (তাহাদিগকে লালন পালন করিতে হইবে), আমার নানাপ্রকার ভোগ্যবস্তু ও প্রচুর অন্ন বস্ত্র আছে—(এই সকল কথা চিন্তা করিয়া) মনুষ্য অহঙ্কার ও লালসার বশীভূত এবং প্রমাদগ্রস্ত হইয়া দিবারাত্র সন্তপ্তচিত্ত কালাকালের বিবেচনা না করিয়া শব্দাদি বিষয়ভোগের ইচ্ছায়, ধনের লোভে এবং পরস্ব অপহরণের জন্য পূর্বাপর বিচারশূন্য হইয়া একাগ্রচিত্তে পুনঃপুনঃ প্রাণিহিংসা করিয়া থাকে।

২। এই সংসারে মনুষ্যের জীবন স্বল্পকাল স্থায়ী, কেন না শ্রোত্র, চক্ষু, ঘ্রাণ, রসনা ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের শক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ ও বয়স অতিক্রান্ত হইতে দেখা যায়। কখনও মনুষ্য (বৃদ্ধ হইলে) বিমূঢ় হইয়া পড়ে, তখন যে আত্মীয়গণের সঙ্গে সে বসবাস করে, সেই আত্মীয়গণ পূর্বেই হয়ত তাহাকে তিরস্কার করে, অথবা পরে হয়ত সেই বৃদ্ধই তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া থাকে। (হে জীব।) তাহারা তোমাকে (মৃত্যু হইতে) রক্ষা করিতে বা আশ্রয় দিতে পারিবে না। তুমিও তাহাদিগকে রক্ষা করিতে বা আশ্রয় দিতে পারিবে না।

---

১ লোক শব্দের অর্থ সংসার। তাহাকে জয় করাই লোকবিজয়। সংসার দুই প্রকার—দ্রব্যসংসার ও ভাবসংসার। পিতা পুত্র মাতা কন্যা ধন ধান্য প্রভৃতিকে দ্রব্যসংসার বলে। ইহাদের প্রতি আসক্তিজনিত অহঙ্কার মমতা ক্রোধ লোভ প্রভৃতিকে ভাবসংসার বলা হয়। দ্রব্য ও ভাবসংসারকে বিজয় করা হয় বলে এই অধ্যায়ে তাহাই কথিত হইয়াছে।

৩। মনুষ্যের (বৃদ্ধাবস্থায়) আনন্দ, ক্রীড়া, ভোগ এবং বেশভূষা করিবার সামর্থ্য থাকে না। ধীর ব্যক্তি এই সমস্ত বিবেচনা করত সংযমানুষ্ঠানে তৎপর হইয়া সুযোগের সদ্ব্যবহার করিবে এবং এক মুহূর্তও প্রমাদে অতিবাহিত করিবে না আয়ু, যৌবন ও জীবন চলিয়া যাইতেছে। প্রমাদযুক্ত মনুষ্য—জগতে কেহ যে কার্য করে নাই আমি সেই কার্যই করিব—মনে করিয়া প্রাণিগণকে হনন, ছেদন, ভেদন করে, তাহাদের গ্রন্থিচ্ছেদ করে, উপদ্রব করে এবং তাহাদিগকে ভয় দেখায়। (হে আর্য।) যাহাদের সহিত বসবাস করিতেছ বা যে আত্মীয়গণকে পালন করিতেছ, অথবা যাহারা পরে তোমাকে পালন করিবে, তাহারা কেহই তোমাকে (বিপদ হইতে) রক্ষা করিতে অথবা আশ্রয় দিতে পারিবে না, তুমিও তাহাদিগকে রক্ষা করিতে বা আশ্রয় দিতে পারিবে না।

৪। অথবা অসংযত মনুষ্য উপভোগ করিবার জন্য ভোগাবশিষ্ট বস্তু সমূহকে প্রচুর পরিমাণে সঞ্চয় করিয়া রাখে কিন্তু উপভোগ করিবার সময় উপস্থিত হইলে হয়ত পীড়িত হইয়া পড়ে। (রোগোৎপত্তি হইবার) পূর্বেই হয়ত আত্মীয় স্বজনেরা তাহাকে পরিত্যাগ করে, অথবা পরে হয়ত সে স্বয়ংই তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে। তাহারা তোমাকে রক্ষা করিতে বা আশ্রয় দিতে পারিবে না তুমিও তাহাদিগকে রক্ষা করিতে বা আশ্রয় দিতে পারিবে না।

৫। প্রত্যেক প্রাণী নিজের সুখ দুঃখ নিজেই ভোগ করিয়া থাকে, ইহা অবগত হইয়া বিবেচক ব্যক্তি সমস্ত বিষয় বিবেচনা করত আয়ু অতিক্রান্ত না হইতেই, কর্ণ, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের শক্তি এবং স্মৃতি, মেধা প্রভৃতি ক্ষীণ না হইতেই (ধর্মানুষ্ঠান করিবার সময় উপস্থিত হয়, ইহা জানিবে এবং যথাযথ ভাবে) আত্মার কল্যাণ সাধন করিবে—ইহাই আমি বলিতেছি।

দ্বিতীয় উদ্দেশক

১। (সাধকের যদি কোন কারণবশতঃ সংযমের প্রতি) অরুচি উৎপন্ন হয় তবে সেই মেধাবী ব্যক্তি অরুচিকে পরিহার করিবে (তাহা হইলে) সে অল্প সময়ের মধ্যে মুক্ত হইবে। মন্দবুদ্ধি ও মোহগ্রস্ত পুরুষ মিথ্যা উপদেশ প্রাপ্ত

হইয়া সংযম হইতে ভ্রষ্ট হয়। কেহ কেহ বা—আমরা অপরিগ্রহী (সন্ন্যাসী) হইব—এই সংকল্প করিয়া সংযম গ্রহণ করে এবং পরে ভোগের সামগ্রী প্রাপ্ত হইলেই ভোগ করিয়া থাকে। সাধুবেশধারী হইয়াও তাহারা ভগবানের উপদেশ পালন না করিয়া বিষয়ভোগ করে। এইরূপে তাহারা বিষয়ভোগে পুনঃপুনঃ আসক্ত হইয়া এককূল ওকূল-উভয় কূল হইতে ভ্রষ্ট হয়। যিনি বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছেন তিনিই বিমুক্ত পুরুষ। যিনি লোভকে অলোভের দ্বারা জয় করিয়াছেন, লব্ধভোগে আসক্ত হন না এবং প্রথম হইতেই কামনা নির্মূল করিয়া প্রব্রজিত হইয়াছেন, তিনিই কর্মরহিত হইয়া বিষয়াদির স্বরূপ জানেন, দেখেন এবং বিশেষ বিবেচনা করিয়া তাহার আকাঙ্ক্ষা করেন না। এইরূপ ব্যক্তিকেই অনগার বলা হয়।

২। (মনুষ্য প্রমাদবশতঃ) অহোরাত্র সন্তপ্তচিত্তে কালাকালের বিবেচনা না করিয়া শব্দাদি বিষয়ভোগের ইচ্ছায়, ধনের লোভে এবং পরস্বাপহরণের জন্য পূর্বাপরবিচারশূন্য হইয়া নিবিষ্টচিত্তে পুনঃপুন প্রাণিহিংসা করিয়া থাকে। সে শারীরিক শক্তিবৃদ্ধির জন্য (এবং বিপদ আপদে সাহায্য পাইবার আশায়, অথবা কোন কার্যসিদ্ধির অভিপ্রায়ে) জ্ঞাতি, মিত্র, পিতৃগণ, দেবতা, রাজা, চোর, অতিথি, ভিক্ষু ও শ্রমণগণের (সন্তুষ্টির জন্য নানাবিধ হিংসাত্মক কার্য করে)।

৩। মনুষ্য শারীরিক শক্তিবৃদ্ধির জন্য, ভয়বশতঃ, পাপ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য অথবা অপ্রাপ্ত বস্তু পাইবার আশায় হিংসাত্মক কার্যের অনুষ্ঠান করে। মেধাবী ব্যক্তি এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া হিংসাত্মক কার্য করিয়া প্রাণিহিংসা করেন না, অপর ব্যক্তিকে এইরূপ কার্যের দ্বারা প্রাণিহিংসা করিতে প্ররোচিত করেন না এবং যে এইরূপ কার্যের দ্বারা প্রাণিহিংসা করে তাহাকে সমর্থনও করেন না। বুদ্ধিমান ব্যক্তি (হিংসাত্মক কার্যে) লিপ্ত হইবেন না এইজন্য তীর্থঙ্করগণ এই ধর্মমার্গের উপদেশ দিয়াছেন—ইহাই আমি বলিতেছি।

তৃতীয় উদ্দেশক

১। প্রাণী অনেকবার উচ্চকুলে জন্মলাভ করে অনেকবার নীচকুলে জন্মলাভ করে, অতএব ইহাতে হীনতা বোধ করিবার অথবা গর্বিত হইবার

কিছুই নাই, (সাংসারিক কোন বস্তুর) আকাঙ্ক্ষা করাও উচিত নহে। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া কে স্বীয় কুলের গর্ব করিবে, অথবা কোন্ বস্তুতেই বা আসক্ত হইবে ?

২। অতএব বিবেচক ব্যক্তির (স্বীয় ভাগ্যের জন্য) আনন্দিত অথবা ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নহে। প্রাণিগণের কিসে সুখ হয় (অথবা কিসে দুঃখ হয়) তাহা পর্যালোচনা করিয়া অবগত হও। সমতা অবলম্বন করিয়া বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে (জীব) প্রমাদগ্রস্ত হইলে অন্ধত্ব, বধিরত্ব, মূকত্ব, কাণত্ব, হস্তের বক্রত্ব, বামনত্ব, কুব্জত্ব, শ্যামত্ব ও শবলত্ব প্রাপ্ত হয়, নানাপ্রকার যোনিতে জন্মলাভ করে এবং বহুপ্রকার দুঃখ প্রাপ্ত হয়।

৩। (রোগাদির কারণের বিষয়ে) অজ্ঞ জীব তীব্র দুঃখ প্রাপ্ত হয় এবং পুনঃপুন জন্মমৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হয়। ক্ষেত্র বা গৃহাদির প্রতি আসক্ত ব্যক্তিগণ জীবনকে অতীব প্রিয় বলিয়া মনে করে। বিবিধ প্রকার বস্ত্র, মণি-মাণিক্য, কুণ্ডল, সুবর্ণ ও স্ত্রী প্রাপ্ত হইয়া তাহাতেই আসক্ত থাকে এবং এই জগতে তপস্যা, সংযম বা নিয়ম বলিয়া যে কিছু আছে তাহা তাহারা জানে না। অজ্ঞ ও সম্পূর্ণ বিষয়াসক্ত ব্যক্তি জীবন ধারণ করিবার কামনায় মূঢ়ের ন্যায় প্রলাপ করিতে থাকে এবং বিপর্যয় প্রাপ্ত হয়।

৪। যাহারা শাশ্বত বস্তুর অভিলাষী, তাঁহারা (বিষয়ভোগের) আকাঙ্ক্ষা করেন না, জন্ম ও মৃত্যুর সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া দৃঢ়ভাবে সংযম পালন করেন এবং (বৃদ্ধাবস্থায় ধর্মাচরণ করিব বলিয়া অপেক্ষা করেন না) কেন না মৃত্যুর সময় অসময় নাই। সমস্ত প্রাণীর পক্ষেই জীবন প্রিয়, সকলেই সুখেচ্ছু, দুঃখে বিরক্ত, অপ্রিয় বস্তুতে বিমুখ, জীবনকে প্রিয় মনে করে এবং দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে ইচ্ছুক। জীবন সকলেরই প্রিয়।

৫। (মনুষ্য) অসংযত জীবন যাপনে উদ্যত হইয়া দাসদাসী এবং চতুষ্পদ জন্তুর ক্রয়বিক্রয়াদি করিয়া কায়মনোবাক্যের দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করে। তাহার ভোগ্যবস্তু অল্পই হউক বা প্রচুরই হউক না কেন ভোগ করিবার জন্য সে তাহাতেই আসক্ত হয়। ভোগাবশিষ্ট ধন সঞ্চিত হইয়া ক্রমক্রমে প্রভূত পরিমাণে বর্ধিত হয়। পরে কোন সময় সেই ধন দায়াদেরা ভাগ করিয়া লয়, অথবা চোর চুরি করে, রাজাও হয়ত লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়, কখনও বা বিনষ্ট হইয়া যায়, অথবা গৃহদাহ হইলে তৎসহ দগ্ধ হইয়া যায়। এইরূপ

সেই মূর্খ অপরের জন্য নানা প্রকার ক্রুর কর্ম করিয়া থাকে। তাহার ফলে দুঃখ অভিভূত হইয়া বিপর্যস্ত হয়।

৬। মুনি (তীর্থঙ্কর) যথার্থই বলিয়াছেন যে—সংসারসাগরে অন্তর্লীন ইহারা ভবোদধি উত্তীর্ণ হইতে পারে না, অতীরগামী ইহারা সংসারসাগরের তীরে গমন করিতে পারে না, অপারগামী ইহারা সংসারসাগরের অপর তীরে গমন করিতে অসমর্থ। কেহ কেহ উপদেশ লাভ করিয়াও উপদিষ্ট বিষয়ে স্থির থাকিতে পারে না। বিবেকহীন ব্যক্তি মিথ্যা উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া সেই উপদেশই পালন করে।

দ্রষ্টা পুরুষের কোন উপদেশেরই প্রয়োজন নাই। অজ্ঞ, মোহগ্রস্ত এবং কামাসক্ত ব্যক্তির দুঃখ শমিত হয় না, সেই দুঃখী ব্যক্তি দুঃখের চক্রে পুনঃপুনঃ আবর্তিত হয়—ইহাই আমি বলিতেছি।

চতুর্থ উদ্দেশক

১। কখনও সেই (বিষয়াসক্ত) ব্যক্তির রোগ উৎপন্ন হয়। যে আত্মীয়স্বজনের সহিত সে বাস করিয়া আসিয়াছে, সেই ব্যক্তিগণ প্রথম হইতেই তাহাকে অবহেলা করে, অথবা পরে সে নিজেই তাহাদিগকে অবগণনা করিয়া থাকে। (যাহাই হউক) তাহারা তাহাকে (রোগ হইতে) মুক্ত করিতে বা আশ্রয় দিতে পারে না, সেও তাহাদিগকে রক্ষা করিতে বা আশ্রয় দিতে সমর্থ হয় না।

২। প্রত্যেককে (নিজের সুখ) দুঃখ (নিজেই) ভোগ করিতে হয় ইহা জানিয়া (রোগোৎপত্তিতে খেদ করিবে না)। এই (সংসারে) মনুষ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ (বিষয়ভোগ করিবার ইচ্ছায়) বিলাপ করিয়া থাকে। অল্প বা প্রচুর যে পরিমিত (ভোগ্য বস্তু থাকুক না কেন) ভোগ করিবার জন্য মনুষ্য কায়মনোবাক্যে তাহাতেই আসক্ত হয়। ভোগাবশিষ্ট বস্তু সঞ্চিত হইয়া কালক্রমে প্রচুর পরিমাণ বর্ধিত হয়। কিন্তু সেই ভোগ্য বস্তু হয়ত কখনও দায়াদেরা ভাগ করিয়া লয়, কখনও বা চোর চুরি করিয়া লইয়া যায় অথবা রাজা

দগ্ধ হয়। মূঢ় ব্যক্তি অপরের জন্য নানাপ্রকার ক্রূর কার্য করিয়া (ভোগ্য বস্তু সংগ্রহ করে এবং তাহা নষ্ট হইলে) দুঃখাভিভূত হইয়া বিপর্যাস প্রাপ্ত হয়।

৩। হে ধীর! বাসনা এবং স্বেচ্ছাচারিতা পরিত্যাগ কর, তুমি স্বয় এই (বাসনা ও স্বেচ্ছাচারিতারূপ দুই প্রকার) শল্য স্বীকার করিয়া (দুঃখ পাইতেছ)। (অর্থাদির দ্বারা ভোগ্য বস্তু) পাওয়া যাইতে পারে অথবা নাও পাওয়া যাইতে পারে, মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তি কিন্তু ইহা বুঝিতে পারে না। মনুষ্য স্ত্রীর দ্বারা বিশেষভাবে বাধিত হয়। হে মানব! নারীকে (যাহারা ভোগের) আয়তন বলে তাহাদের এই প্রকারের কথন তাহাদের পক্ষে দুঃখ, মোহ, মৃত্যু, নরক এবং পশুযোনির কারণ হইয়া থাকে। সর্বদা মোহগ্রস্ত ব্যক্তি ধর্মের স্বরূপ বুঝিতে পারে না। বীরপুরুষেরা বলেন—মহামোহে (কামিনী কাঞ্চনে) আসক্ত হইও না।

৪। বুদ্ধিমান্ পুরুষ শান্তি ও মৃত্যুর স্বরূপ বিবেচনা করিলে এবং শরীরের নশ্বরতা অবগত হইলে কেন প্রমাদে রত হইবেন? দেখ, (ভোগ্য বস্তু ভোগতৃষ্ণা শান্ত করিতে) পর্যাপ্ত নহে, অতএব উহাদের কি প্রয়োজন? হে মুনি! মহাভয়ের স্বরূপ অবগত হও, কাহাকেও বাধা দিও না। যিনি সংযম গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে চ্যুত হন না—আমাকে (ভিক্ষা) দিল না বলিয়া যিনি ক্রুদ্ধ হন না, অল্প পাইলেও (দাতার) নিন্দা করেন না এবং কেহ দিতে অস্বীকার করিলে প্রস্থান করেন, তিনিই বীর বলিয়া প্রশংসিত হন। এইরূপ (মুনি) মুনিব্রত পালন করিবেন—ইহাই আমি বলিতেছি।

পঞ্চম উদ্দেশক

১। মনুষ্যগণ সুখ প্রাপ্তির ইচ্ছায় নিজের জন্য অথবা পুত্র কন্যা পুত্রবধূ, আত্মীয়, ধাত্রী, রাজা, ক্রীতদাস ক্রীতদাসী, পরিচারক, পরিচারিকা এবং অতিথির জন্য নানাপ্রকার উৎসবের নিমিত্ত সান্ধ্যভোজন ও প্রাতরাশের জন্য বিবিধ শস্ত্রের দ্বারা বহুপ্রকার (হিংসাত্মক) কার্য করিয়া থাকে এবং ধন ধান্যাদি সঞ্চয় করে।

২। এই সংসারে মনুষ্যগণের মধ্যে অনেকেই ভোগের জন্য (এইরূপ হিংসাত্মক কার্য করে)। (কিন্তু) সংযমশীল অনগার আর্য, আর্যপ্রজ্ঞ ও আর্যদর্শী পুরুষ এই (মানবজীবনই) কর্তব্য করিবার উপযুক্ত সময় ইহা

নগত হন। তিনি [illegible] না, [illegible]
ব্য সেই অন্ন গ্রহণ [illegible] না, [illegible]
স্পর্শও করেন না [illegible]

৩। তিনি [illegible]

কাহারও দ্বারা [illegible] না, [illegible]
ভিক্ষু কাশায়, [illegible]
বিনয়জ্ঞ (সাধুর [illegible])
অভিপ্রায়ের দ্বারা [illegible]
রত এবং সহমরণবিজ্ঞ [illegible]
করেন। ভিক্ষু ([illegible])
(গৃহস্থের নিকট [illegible]
প্রাপ্ত হইলে পরিমিত [illegible]
(মুনি আহারাদি) প্রাপ্ত [illegible]
না, প্রচুর পরিমাণ প্রাপ্ত [illegible]
হইতে দূরে থাকিবেন এবং [illegible]
করিবেন। বুদ্ধিমান্ [illegible]
(তীর্থঙ্করগণ) এই মার্গের [illegible]

৪। কামনা [illegible]
অসম্ভব। কামনা-[illegible]
(স্বীয় মর্যাদা হইতে) [illegible]
জন্ম, মৃত্যু এবং সুখদুঃখাদি [illegible]
মধ্যভাগের স্বরূপ [illegible]
এই মর্ত্যজীবনই ([illegible]
হইয়া) অপর বস্তু [illegible]

৫। (এই [illegible]
সেইরূপ, বহির্ভাগ [illegible]
শরীরের অভ্যন্তরে [illegible]

[illegible] পরিত্যাগ করেন, তিনি মমত্ব
[illegible] দ্রষ্টা। মেধাবী ও সদসদ্বিবেকী
বাসনাদি পরিত্যাগ করত সংযম

[illegible] চির) বশীভূত হন না, সেইরূপ
[illegible] বিপুরুষ ইহাদের দ্বারা বিমনস্ক
[illegible]। (বিবেকী পুরুষ প্রিয় ও
[illegible] করত জীবনের (ভোগশক্তি)
[illegible]) পালন করিয়া কার্শশরীর
[illegible] অন্ন গ্রহণ করে। এইরূপ
[illegible] ও বিরত বলিয়া অভিহিত

[illegible] পালন করে না, সে মুক্তি
[illegible] জ্ঞেয় হয়। যিনি লোকস্ম
[illegible] প্রশংসিত হন। ইহাই
[illegible] জীবের দুঃখ বা দুঃখের
[illegible] পারিয়াছেন এবং তাঁহাকে
[illegible] এর পরিত্যাগ করাইতে

[illegible] নিন্দ এবং তদনুসারে
[illegible] পরমার্থদর্শী তিনি
[illegible] করেন, [illegible]
[illegible] (ধন ধান্যাদি
[illegible] উপদেশ দিয়া
[illegible] থাকিবে
[illegible]) যদি
[illegible] বেচনা

১ [illegible]

যথাযথভাবে অবগত হন। মনস্বী পুরুষ এই সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া মুখনিঃসৃত লালাকে পুনরায় লেহন করিবেন না, (ত্যক্ত ভোগে আসক্ত) এবং পানাদি উপার্জনে বিমুখ হইবেন না। সংসারাসক্ত ও ক্রোধাদির বশীভূত মনুষ্য কি কর্তব্যবিমূঢ় হয় এবং লোভের বশীভূত হইয়া আত্মশত্রুতারই বৃদ্ধি করিয়া থাকে। (হে শিষ্য!) সংযমের বৃদ্ধির জন্যই এই সমস্ত কথা পুনঃপুন বলিতেছি। অত্যন্ত ভোগাসক্ত ব্যক্তি নিজেকে অমর মনে করে, পরে নিজেকে দুঃখগ্রস্ত দেখিয়া কিছু না বুঝিয়া ক্রন্দনই করিয়া থাকে। অতএব আমার বাক্য শ্রদ্ধাপূর্বক বিবেচনা কর।

৬। (কেহ কেহ বাসনারূপ রোগের) সুবিজ্ঞ চিকিৎসকরূপে নিজেকে প্রচারিত করিয়াও প্রাণীর হনন, ছেদন ভেদন, গ্রন্থিচ্ছেদ, উচ্ছেদ ও উপদ্রবাদি করিয়া থাকে এবং অন্য ব্যক্তির অসাধ্য কার্য আমি করিব—এইরূপ অহঙ্কার করে। যাহার (বাসনারূপ রোগের) এই প্রকারে চিকিৎসা করা হয় সেও মূর্খ, যে (বাসনারূপ রোগের) এইরূপ চিকিৎসা করে সেও মূর্খ। এইরূপ মূর্খদের সংসর্গ করার কোন প্রয়োজন নাই। অনগারের এইরূপ সংসর্গ করা অনুচিত—ইহাই আমি বলিতেছি।

ষষ্ঠ উদ্দেশক

১। সেই (অনগার) এই সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া এবং সংযম পালনে উদ্যত হইয়া স্বয়ং পাপকার্য করিবেন না বা অপরের দ্বারা করাইবেন না। কোন ব্যক্তি (ষটকায় জীবের মধ্যে) একটির হিংসা করিবার ইচ্ছা করিলেও কখনও হয়ত অন্যান্য জীবেরও হিংসক হইয়া থাকে। সুখার্থী ও সুখের জন্য (নানাপ্রকার হিংসাত্মক কার্যে) রত ব্যক্তি অজ্ঞতাবশতঃ স্বকৃত দুঃখের দ্বারা অভিভূত হইয়া বিপর্যস্ত হয় এবং স্বকৃত প্রমাদের দ্বারা দুঃখপ্রদ অবস্থায় প্রাপ্ত হয়। সংসারে প্রাণিমাত্রকে ব্যথিত দেখা যায়। (বিবেচক ব্যক্তি) এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া (অপরের পীড়া উৎপন্ন হয়) এরূপ কার্য করিবেন না। ইহাই পরিজ্ঞা বলিয়া কথিত হয়। এইরূপ আচরণ করিলে কর্ম ক্ষয় হয়।

২। ইহা আমার—এই বুদ্ধি যিনি পরিত্যাগ করেন, তিনি মমত্ব পরিহার করেন যাঁহার মমত্ব নাই তিনিই সত্যপথদ্রষ্টা। মেধাবী ও সদসদ্বিবেকী পুরুষ সংসারের স্বরূপ অবগত হইয়া লৌকিক বাসনাদি পরিত্যাগ করত সংযম পালনে উদ্যোগী হইবেন—ইহাই আমি বলিতেছি।

৩। বীরপুরুষ যেরূপ অরতির (অরুচির) বশীভূত হন না, সেইরূপ রতিরও (রুচিরও) বশীভূত হন না। সেই বীরপুরুষ ইহাদের দ্বারা বিমনস্ক হন না, অতএব (বিষয়) আসক্তও হন না। (বিবেকী পুরুষ প্রিয় ও অপ্রিয়) শব্দ এবং স্পর্শ (অনাসক্তভাবে) সহন করত জীবনের (ভোগজনিত) সুখকে ঘৃণা করিবেন। মুনি মৌনব্রত (সংযম) পালন করিয়া কর্মশরীর নাশ করিবেন। সমদর্শী বীরপুরুষ শুষ্ক ও রুক্ষ অন্ন গ্রহণ করেন। এইরূপ মুনিই সংসারসাগর পার হন এবং উত্তীর্ণ মুক্ত ও বিরত বলিয়া অভিহিত হন—ইহাই আমি বলিতেছি।

৪। যে মুনি (তীর্থঙ্করাদির) আজ্ঞা পালন করে না, সে মুক্তি প্রাপ্ত হইবার অযোগ্য এবং গ্লানি প্রাপ্ত হইয়া হেয় হয়। যিনি লোকসং (আসক্তি) পরিত্যাগ করেন তিনিই বীর বলিয়া প্রশংসিত হন। ইহাই সন্মার্গ বলিয়া কথিত হয়। এই সংসারে যাহাকে জীবের দুঃখ বা দুঃখের কারণ বলা হইয়াছে, তাহার স্বরূপ যিনি জানিতে পারিয়াছেন এবং তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই অপরকে তাহা বুঝাইতে এবং পরিত্যাগ করাইতে সমর্থ হন।

৫। এইরূপে সর্বতোভাবে কর্মের বন্ধন জানিলে এবং তদনুসারে আচরণ করিলে (তদ্বিষয়ে উপদেশ দেওয়া যায়)। যিনি পরমার্থদর্শী তিনি পরমার্থেই আনন্দলাভ করেন, যিনি পরমার্থে আনন্দলাভ করেন, তিনি পরমার্থদর্শী। (সেই সংযমী মুনি) যে ভাবে পুণ্যবান ব্যক্তিকে (ধন ধান্যাদি সম্পন্ন ব্যক্তিকে) উপদেশ দেন, সেই ভাবে সামান্য ব্যক্তিকেও উপদেশ দিয়া থাকেন। যে ভাবে সামান্য ব্যক্তিকে উপদেশ দেন সেই ভাবে পুণ্যবান্ ব্যক্তিকে উপদেশ দিয়া থাকেন। (ধর্মোপদেশককে ধর্মোপদেশ দিবার সময় শ্রোতা) যদি অনাদরবশত প্রহার করে (তবে তিনি মনে করিবেন যে যোগ্যতার বিবেচ

না করিয়া উপদেশ দিলে) ভাল ফল হয় না। (উপদেশকের) শ্রোতার স্বভাব কিরূপ, সে কোন মতাবলম্বী (এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া উপদেশ দেওয়া উচিত)। সেই বীর প্রশংসিত হন, যিনি ঊর্ধ্বভাগ, অধোভাগ ও মধ্যভাগস্থিত বদ্ধ (জীবকে) মুক্ত করেন। বিশিষ্ট জ্ঞানান্বিত এবং সংযত আচরণকারী সেই বীর হিংসাত্মক কার্যে লিপ্ত হন না। যিনি কর্মের বন্ধন দূর করিতে সমর্থ এবং বন্ধনমুক্তির সাধনাকে অন্বেষণ করেন তিনিই পণ্ডিত। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ বদ্ধও নহেন মুক্তও নহেন। (তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ যাহা করিয়াছেন) সাধকও তাহাই করিবেন (তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ যাহা করেন নাই) সাধকও তাহা করিবেন না।

সাধক হিংসা হিংসার কারণ এবং সংসারাসক্তির স্বরূপ সর্বতোভাবে অবগত হইয়া তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ কর্তৃক অনাচরিত কার্যকে করিবেন না।

৬। দ্রষ্টাপুরুষ বিধিনিষেধের অতীত। অজ্ঞ, মোহগ্রস্ত কামাসক্ত, দুঃখাক্রান্ত এবং যাহার দুঃখ শমিত হয় নাই সেই ব্যক্তি দুঃখের চক্রে পুনঃপুনঃ আবর্তিত হয়—ইহাই আমি বলিতেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

তৃতীয় অধ্যায়

শীতোষ্ণীয়[১]

প্রথম উদ্দেশক

১। অজ্ঞ ব্যক্তি সর্বদাই নিদ্রিত জ্ঞানী ব্যক্তি সর্বদাই জাগরিত। জগতে দুঃখের কারণ (অজ্ঞতাই) অহিত আনয়ন করে ইহা অবগত হও। (জ্ঞানী) সংসারের স্বরূপ জ্ঞাত হইয়া হিংসা করেন না। যিনি শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ এবং স্পর্শের স্বরূপ যথাযথ ভাবে জ্ঞাত হন—

২। তিনিই আত্মজ্ঞ, জ্ঞানী, বেদজ্ঞ, ধর্মজ্ঞ এবং ব্রহ্মজ্ঞ, তিনি প্রজ্ঞা দ্বারা সংসারের স্বরূপ জ্ঞাত হন এবং মুনি নামে কথিত হন। ধর্মজ্ঞ ও সরলচেতা (মুনি) সংসারচক্র ও আসক্তির সহিত রাগদ্বেষের কি সম্বন্ধ তাহা জানিতে পারেন। সেই নির্গ্রন্থ মুনি শীত, উষ্ণতা, (সুখ দুঃখ প্রভৃতি) অনুভব করেন না, অরতি-রতি উভয়কেই সমান ভাবে উপেক্ষা করেন এবং (যতই কষ্ট হউক না কেন) ব্যাকুল হন না। তিনি জাগরিত থাকেন এবং বৈরভাব পরিত্যাগ করেন। হে বীর। তুমি যদি এইরূপ হও তাহা হইলে (স্বয় দুঃখ হইতে মুক্ত হইবে এবং অপরকেও) মুক্ত করিতে পারিবে।

৩। জরা ও মৃত্যুর বশীভূত এবং সর্বদা মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তি ধর্মের স্বরূপ জানে না। হে আর্য! প্রাণীকে দুঃখে বিহ্বল দেখিয়া সংযম গ্রহণ কর। হে মতিমান্! এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখ। হিংসাত্মক কার্যের ফলই দুঃখ ইহা অবগত হইয়া (জাগ্রত হও)। ক্রোধাদি রিপুর বশীভূত ও প্রমাদগ্রস্ত ব্যক্তি পুনঃপুনঃ জন্ম গ্রহণ করে। শব্দ ও রূপে উদাসীন, সরল ও মারবিজয়ী পুরুষ মৃত্যুর বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে। যিনি কামাদি বিষয় ভোগে বিরত, পাপকার্য হইতে নিবৃত্ত সংযতাত্মা ও আত্মজ্ঞ তিনিই বীর।

৪। যিনি বিষয়োপভোগের জন্য কৃত হিংসার স্বরূপ অবগত হন, তিনি সংযমেরও স্বরূপ জানিতে পারেন। যিনি সংযমের স্বরূপ জানেন, তিনি

---

১ শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ প্রভৃতি অনুকূল অথবা প্রতিকূল উভয় বিষয়কেই নির্বিকারভাবে উপেক্ষা করা উচিত আলোচ্য অধ্যায়ে ইহাই প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

বিষয়োপভোগের জন্য কৃত হিংসারও স্বরূপ জানিতে সমর্থ হন। কর্মরহিত ব্যক্তির কোন উপাধি নাই। কর্ম দ্বারাই জীব নানাপ্রকার উপাধি প্রাপ্ত হয়।

যিনি কর্মের স্বরূপ, কর্মের মূল কারণ এবং হিংসার স্বরূপ অবগত হইয়া এতদ্বিপরীত (সংযম) গ্রহণ করেন তিনি রাগদ্বেষ এই উভয়ের দ্বারা স্পৃষ্ট হন না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সংসারের স্বরূপ জ্ঞাত হইয়া এবং লৌকিক বাসনাদি পরিত্যাগ করিয়া সংযম পালনে উৎসাহী হইবেন—ইহাই আমি বলিতেছি।

দ্বিতীয় উদ্দেশক

১ হে আর্য! এখানে জন্ম ও জরার কথা বিবেচনা করিয়া দেখ, প্রত্যেক প্রাণীর সুখের প্রতিও বিশেষভাবে লক্ষ্য কর। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ পরমার্থিক জ্ঞাত হইয়া সমদর্শী হন এবং পাপাচরণ করেন না।

২ এই মনুষ্যজীবনে মহালোকের পাশ ছেদন কর, হিংসাজীবী শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার দুঃখ অনুভব করে এবং কামনার বশীভূত হইয়া কর্ম সঞ্চয় করে। কর্ম সঞ্চয়কারী পুনঃ পুনঃ গর্ভে উৎপন্ন হয়।

৩ মনুষ্য বাসনাদির বশীভূত হইয়া প্রাণিহত্যা করে এবং ইহাকে ক্রীড়া মনে করিয়া (আনন্দলাভ করে)। এই মূর্খের সংসর্গ করা উচিত নহে সে কেবল শত্রুতারই বৃদ্ধি করে।

৪ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি শ্রেয় পদার্থের স্বরূপ অবগত হইয়া দুঃখাদির স্বরূপ অবগত হন এবং পাপাচরণ করেন না। হে ধীর! তুমি মূলকর্ম[১] ও অগ্রকর্মকে (আত্মা হইতে) বিচ্ছিন্ন কর। কর্মের বন্ধন ছিন্ন করিলে নিজেকে কর্মরহিত বলিয়া জানিতে পারা যায়।

১। এই মুনি মৃত্যুকে অতিক্রম করেন এবং সাংসারিক ভয়ের স্বরূপ জানিতে পারেন। এই সংসারে শ্রেয়দর্শী, একান্তসেবী, উপশান্ত ও সমভাবাপন্ন মুনি সর্বদা সংযতভাবে মৃত্যুর অপেক্ষা করত সাধুজীবন অতিবাহিত করেন। নানাপ্রকার পাপকার্য দেখা যায় অতএব সত্যে মতি স্থির কর। সংযম পালনে রত বুদ্ধিমান ব্যক্তি পাপকর্ম ক্ষয় করে।

২। মনুষ্যের চিত্ত বহুমুখী, যে চিত্তে কামনা বাসনা পূর্ণ করিতে ইচ্ছা

---

১ মোহনীয় কর্মকে মূলকর্ম এবং অন্য সাতটি কর্মকে অগ্রকর্ম বলা হইয়াছে।

কর, সে চাপনীক জগৎর দ্বারা পূর্ণ করিতে চায়। ইচ্ছাপূর্তির জন্য অপর প্রাণীকে বধ করিতে, সন্তাপ দিতে অথবা স্বীয় আয়ত্ত আনিতে হয়। ইহার জন্য সমস্ত জনপদকেও ধ্বংস করিতে, সন্তাপ দিতে অথবা স্বীয় আয়ত্তে আনিতে হয়।

৩। কেহ কেহ এই সমস্ত ভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়াও তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া সংযম গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব জ্ঞানী পুরুষ ভোগ্য বস্তুকে নিঃসার জানিয়া বিষয় সেবন করিবেন না। হে ব্রাহ্মণ। দেবতারাও জন্ম মৃত্যুর বশীভূত, ইহা জানিয়া সংযম পালন কর। (জ্ঞানী) হিংসা করেন না, হিংসা করান না, এবং যে হিংসা করে, তাহাকে সমর্থনও করেন না। (তুমি) তৃষ্ণামুক্ত হও, স্ত্রীর প্রতি মমত্ব করিও না, উচ্চদর্শী হও এবং পাপ কার্য হইতে বিরত হও।

বীরপুরুষ ক্রোধ ও অভিমানকে জয় করেন। দেখ লোভই মহান্ নরকের কারণ, অতএব বীর পুরুষ হিংসাত্মক কার্য হইতে বিরত হন। (তুমি) মুক্তিপথগামী হইয়া শোকের উচ্ছেদ কর।

হে ধীর। গ্রন্থি (ক্রোধাদি) এবং সংসারপ্রবাহের স্বরূপ অবগত হইয়া ইন্দ্রিয় দমন করত সংযম পালন কর, মনুষ্যজীবন প্রাপ্ত হইয়া প্রাণীর প্রাণ হরণ করিও না—ইহাই আমি বলিতেছি।

তৃতীয় উদ্দেশক

১। হে আর্য! এই সংসারে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া (প্রমাদ করিও না এবং) অপর প্রাণীকে আত্মতুল্য দেখ, অতএব কাহাকেও হত্যা করিও না বা হত্যা করাইও না। পরস্পরের ভয়ে অথবা লজ্জাবশতঃ পাপাচরণ না করিলেই কি মুনি হওয়া যায়? যিনি (সমস্ত প্রাণীর প্রতি) সমভাব পোষণ করেন এবং আত্মাকে নির্মল করেন (তিনিই যথার্থ মুনি)।

১। জ্ঞানী পুরুষ সংযমকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানেন এবং কখনও প্রমাদ করেন না। সংযতাত্মা সেই বীর পুরুষ সংযম পালনের জন্য (মিতাহারের দ্বারা) শরীর রক্ষা করিয়া থাকেন।

২। (হে আর্য!) বৃহৎ অল্প সূক্ষ্ম সমস্তপ্রকার রূপাদি বিষয়ভোগে বিরত হও। যিনি সংসারে গমনাগমনের স্বরূপ জ্ঞাত হইয়া রাগদ্বেষ কর্তৃক স্পৃষ্ট হন না, তিনি ছিন্ন হন না, বিদ্ধ হন না, দগ্ধ হন না বা নিহত হন না।

৩। জগতে কাহারও দ্বারা (তাহার কোন ক্ষতি হয় না)।

কেহ কেহ বর্তমানে কি হইয়াছি, অতীতে কি হইয়াছিলাম, ভবিষ্যতে কি হইব—এসব কিছুই বিবেচনা করিয়া দেখে না। কেহ বা বলিয়া থাকে যে—অতীতকালে যেরূপ হইয়াছিলাম ভবিষ্যতেও সেইরূপ হইব (অর্থাৎ অতীতে যেরূপ সুখদুঃখ ভোগ করিয়াছিলাম ভবিষ্যতেও সেইরূপ সুখদুঃখ ভোগ করিব)।

তথাগত কিন্তু বলেন যে—অতীতে যাহা হইয়াছে ভবিষ্যতেও তাহা হইবে বলা যায় না (কেননা কর্মের অনুরূপই ফল লাভ হয়) কর্মক্ষয়কারী শুদ্ধাচারী ও পূর্বোক্ত তত্ত্ব সমূহের জ্ঞাতা মহর্ষি কর্মবন্ধন ক্ষয় করেন।

২। অতৃপ্তিই বা কি, আনন্দই বা কি ? (মুমুক্ষু) উভয়ের প্রতিই উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া অবস্থান করেন। তিনি সকল প্রকার আমোদ পরিত্যাগ করিয়া একাগ্রচিত্তে এবং সংযতভাবে সাধুজীবন অতিবাহিত করেন।

৪। হে পুরুষ! তুমিই তোমার মিত্র, কেন অন্য মিত্র অন্বেষণ করিতেছ (কর্ম ও বিষয়াসক্তির) পরিত্যাগী বলিয়া যাহাকে জানিয়াছ, তাঁহাকেই মুক্তিমার্গগামী বলিয়া জানিও। যাহাকে মুক্তিমার্গগামী বলিয়া জানিয়াছ, তাঁহাকে (কর্ম ও বিষয় বাসনার) পরিত্যাগী বলিয়া জানিও।

হে পুরুষ! যদি আত্মাকে বিষয়াসক্ত হইতে না দাও তবে দুঃখ হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হইবে। হে পুরুষ! বিশেষভাবে সত্যকে জ্ঞাত হও। সত্যের উপাসক, প্রযত্নশীল, জ্ঞানবান্ ও ধর্মপরায়ণ মেধাবী পুরুষ সংসার উত্তীর্ণ হন এবং শ্রেয়ের স্বরূপ অবগত হন।

মনুষ্য রাগদ্বেষের বশীভূত হইয়া এবং ইহজীবনে প্রশংসা সম্মান ও পূজা প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রমাদ করিয়া থাকে। জ্ঞানী ব্যক্তি ঘোর দুঃখগ্রস্ত হইলেও ব্যাকুল হন না। দেখ, সংযমী পুরুষই জগতের প্রপঞ্চ হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হন—ইহাই আমি বলিতেছি।

চতুর্থ উদ্দেশক

১। পূর্বোক্ত সংযমী পুরুষ ক্রোধ, মান (অহঙ্কার), মায়া (ছল কপট) ও লোভ দমন করেন। হিংসাত্যাগী সংসার ও জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত কর্ম সমূহের উচ্ছেদক দ্রষ্টাপুরুষের এই উপদেশ। যিনি (ক্রোধাদির মধ্যে) একটিকে জানেন

তিনি অন্য সমস্তকে জানেন। যিনি (ক্রোধাদি) সমস্তকে জানেন, তিনি একটিকেও জানেন। প্রমত্ত ব্যক্তির চারিদিক্‌ হইতে ভয়, অপ্রমত্ত ব্যক্তির কোনও দিক্‌ হইতে ভয় নাই।

২। যিনি (ক্রোধাদির মধ্যে) একটিকে দমন করেন, তিনি বহুকে (মান, লোভ প্রভৃতি সকলকে) দমন করেন। যিনি বহুকে দমন করেন, তিনি একটিকেও দমন করেন। ধীর পুরুষ জীবের দুঃখ অনুভব করিয়া সংসারের বন্ধন পরিত্যাগ করেন এবং মুক্তির পথে যাত্রা করেন, তিনি উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থা প্রাপ্ত হন এবং (অসংযত) জীবন যাপন করিতে ইচ্ছা করেন না।

৩। যিনি (ক্রোধাদির মধ্যে) একটিকে ক্ষয় করেন, তিনি অপর গুলিকেও ক্ষয় করেন। যিনি সমস্তকে (ক্রোধাদি রিপুকে) ক্ষয় করেন তিনি একটিকেও ক্ষয় করেন। ভগবদ্বচনে শ্রদ্ধাবান জ্ঞানী এবং তীর্থঙ্করের উপদেশ অনুসারে সংসারের স্বরূপের জ্ঞাতা পুরুষের কোন দিক্‌ হইতে ভয় নাই। হিংসা ও হিংসার সাধন সমূহের মধ্যে তারতম্য আছে কিন্তু অহিংসা বা সংযমের রূপ একই।

৪। যিনি ক্রোধদর্শী, তিনি মানদর্শী, যিনি মানদর্শী, তিনি মায়াদর্শী যিনি মায়াদর্শী তিনি লোভদর্শী যিনি লোভদর্শী, তিনি রাগদর্শী, যিনি রাগদর্শী, তিনি দ্বেষদর্শী, যিনি দ্বেষদর্শী, তিনি মোহদর্শী, যিনি মোহদর্শী, তিনি গর্ভদর্শী, যিনি গর্ভদর্শী তিনি জন্মদর্শী যিনি জন্মদর্শী তিনি মৃত্যুদর্শী, যিনি মৃত্যুদর্শী তিনি নরকদর্শী যিনি নরকদর্শী, তিনি তির্যগ যোনিদর্শী, যিনি তির্যগ যোনিদর্শী তিনি দুঃখদর্শী।

অতএব জ্ঞানী ব্যক্তি ক্রোধ, মান, মায়া, লোভ রাগ দ্বেষ, মোহ, গর্ভ জন্ম, মৃত্যু, নরক, তির্যগ যোনি এবং দুঃখ পরিত্যাগ করিবেন।

হিংসাত্যাগী, সংসার ও জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত কর্ম সমূহের উচ্ছেদক দ্রষ্টা-পুরুষ এই উপদেশ দিয়াছেন। দ্রষ্টার কি কোন উপাধি আছে? না, দ্রষ্টার কোনও উপাধি নাই—ইহাই আমি বলিতেছি।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

৩। জগতে কাহারও দ্বারা (তাঁহার কোন ক্ষতি হয় না)।

কেহ কেহ বর্তমানে কি হইয়াছি, অতীতে কি হইয়াছিলাম, ভবিষ্যে
হইব—এসব কিছুই বিবেচনা করিয়া দেখে না। কেহ বা বলিয়া থাকে
অতীতকালে যেরূপ হইয়াছিলাম ভবিষ্যতেও সেইরূপ হইব (অর্থাৎ অতীতে
সুখদুঃখ ভোগ করিয়াছিলাম ভবিষ্যতেও সেইরূপ সুখদুঃখ ভোগ করিব)।

তথাগত কিন্তু বলেন যে—অতীতে যাহা হইয়াছে ভবিষ্যতেও তাহাই
বলা যায় না (কেননা কর্মের অনুরূপই ফল লাভ হয়) কর্মক্ষয়কারী শু
ও পূর্বোক্ত তত্ত্ব সমূহের জ্ঞাতা মহর্ষি কর্মবন্ধন ক্ষয় করেন।

২। অতৃপ্তিই বা কি, আনন্দই বা কি ? (সুতরাং) উভয়ের প্রতিই উ
প্রদর্শন করিয়া অবস্থান করেন। তিনি সকল প্রকার আমোদ পরিত্যা।
একাগ্রচিত্তে এবং সংযতভাবে সাধুজীবন অতিবাহিত করেন।

৪। হে পুরুষ ! তুমিই তোমার মিত্র, কেন অন্য মিত্র অন্বেষণ করিতে
(কর্ম ও বিষয়াসক্তির) পরিত্যাগী বলিয়া যাঁহাকে জানিয়াছ, তাঁহাকেই
মার্গগামী বলিয়া জানিও। যাঁহাকে মুক্তিমার্গগামী বলিয়া জানিয়াছ, তাঁ
(কর্ম ও বিষয় বাসনার) পরিত্যাগী বলিয়া জানিও।

হে পুরুষ। যদি আত্মাকে বিষয়াসক্ত হইতে না দাও তবে দুঃখ
মুক্তি প্রাপ্ত হইবে। হে পুরুষ ! বিশেষভাবে সত্যকে জ্ঞাত হও। সত
উপাসক, প্রযত্নশীল, জ্ঞানবান্ ও ধর্মপরায়ণ মেধাবী পুরুষ সংসার উত্তীর্ণ হ
শ্রেয়ের স্বরূপ অবগত হন।

মনুষ্য রাগদ্বেষের বশীভূত হইয়া এবং ইহজীবনে প্রশংসা সম্মান
প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রমাদ করিয়া থাকে। জ্ঞানী ব্যক্তি ঘোর দুঃখগ্রস্ত
ব্যাকুল হন না। দেখ, সংযমী পুরুষই জগতের প্রপঞ্চ হইতে মুক্তিলাভ
সমর্থ হন—ইহাই আমি বলিতেছি।

চতুর্থ উদ্দেশক

১। পূর্বোক্ত সংযমী পুরুষ ক্রোধ মান (অহঙ্কার) মায়া (ছল
ও লোভ দমন করেন। হিংসাত্যাগী, সংসার ও

(হে মুর্খ) [illegible] কর্তব্যরত, দৃঢচিত্ত এবং সদসদ্‌বিবেকী হও। [illegible] দেখিয়া সর্বদা অপ্রমত্তভাবে (সংযমপালনে) [illegible] করিতেছি।

দ্বিতীয় উদ্দেশক

১। [illegible] (অজ্ঞানীর পক্ষে) আস্রব অর্থাৎ কর্মবন্ধনের কারণ, তাহাই [illegible] পক্ষে) পরিস্রব অর্থাৎ মুক্তির কারণ। যাহা (জ্ঞানীর পক্ষে) পরিস্রব, [illegible] (অজ্ঞানীর পক্ষে) আস্রব। যে (ব্রতাদি) মুক্তির কারণ, [illegible] ([illegible] জন্য) কর্মবন্ধনের কারণ (হইয়া পড়ে)। যাহা কর্মবন্ধনের কারণ, তাহাই (মানসিক শুদ্ধির জন্য) কর্মক্ষয়ের কারণ (হইয়া পড়ে)। এই সমস্ত পদের অর্থ বিশেষভাবে বুঝিয়া এবং তীর্থঙ্করের উপদেশানুসারে [illegible] স্বরূপ ও পৃথক পৃথক ভাবে কথিত কর্মবন্ধন ও কর্মক্ষয়ের কারণ [illegible] হইয়া (কে ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত হইবে না)?

জ্ঞানী পুরুষ কোন মনুষ্য সংসারী হইলেও যদি সে [illegible] এবং [illegible] [illegible] সমর্থ হয় তবে তাহাকে এই সমস্ত উপদেশ দিয়া থাকেন।

২। দুঃখার্ত এবং প্রমাদগ্রস্ত ব্যক্তিগণ (উপদেশ প্রাপ্ত হয়)। আমি [illegible] বলিতেছি। [illegible] মুখ হইতে কাহারও নিস্তার নাই। [illegible], [illegible], মরণশীল [illegible] আসক্ত জীব পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করে। [illegible] জীব [illegible] যোনিতে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করে [illegible] প্রাপ্ত হয় এবং মরণাদির যন্ত্রণা [illegible] নিষ্ঠুর কার্য করে, সে পুনঃ পুনঃ [illegible] করে। সে কদাচিৎ [illegible] করে।

[illegible] জ্ঞানী পুরুষও এই কথা [illegible] উপদেশ [illegible] [illegible] কথা প্রাপ্ত [illegible] [illegible] করিয়াছি, [illegible]

চতুর্থ অধ্যায়

সম্যক্ত্ব[১]

প্রথম উদ্দেশক

১। আমি বলিতেছি—যে সকল অর্হৎ ভগবান্ অতীতে হইয়াছেন, বর্তমানে বিদ্যমান আছেন এবং ভবিষ্যতে হইবেন, তাঁহারা সকলেই বলেন, জ্ঞান প্রদান করেন, জ্ঞাপন করেন এবং প্রতিপাদন করেন যে—সমস্ত প্রাণী, সমস্ত ভূত, সমস্ত জীব এবং সমস্ত সত্ত্বকে[২] প্রহার করা, তাহাদের উপর প্রভুত্ব করা, ভৃত্যরূপ বা ক্রীতদাস রূপে থাকিতে বাধ্য করা অনুচিত, তাহাদিগকে শারীরিক ও মানসিক পীড়া দেওয়া বা হত্যা করাও অনুচিত।

২। জ্ঞানী পুরুষ বিশ্বের স্বরূপ জ্ঞাত হইয়া ধর্মোপদেশ শ্রবণে উৎসাহী ও অনুৎসাহী, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী, হিংসক ও অহিংসক ভোগী ও যোগী এবং মমত্বশীল ও মমত্বরহিত সকলকেই এই শুদ্ধ, নিত্য ও শাশ্বত ধর্মের উপদেশ দিয়াছেন। ইহাই (পূর্বোক্ত ধর্মই) সত্য, ইহাই যথার্থ, ইহাতে (ভগবানের উপদেশবাক্যে) ইহাই বলা হইয়াছে।

৩। (সংযমী পুরুষ) সেই ধর্ম গ্রহণ করিবার পর (তাহার পালনে) আলস্য করিবে না এবং তাহাকে ত্যাগও করিবে না। সে ধর্মের স্বরূপ যথাযথ ভাবে জ্ঞাত হইয়া ইন্দ্রিয়ের বিষয় রূপাদিতে উদাসীন হইবে এবং লৌকিক বাসনার বশবর্তী প্রাণিগণের ন্যায় আচরণ করিবে না। যাহার লৌকিক বাসনা নাই তাহার নিন্দা প্রবৃত্তি কি প্রকারে সম্ভব?

(সর্বজ্ঞ কর্তৃক) দৃষ্ট, (শিষ্য কর্তৃক) শ্রুত, (বিশ্বাসী কর্তৃক) স্বীকৃত এবং সকলের দ্বারা বিশেষভাবে জ্ঞাত বিষয়ের কথাই এখানে বলা হইয়াছে। সংসারাসক্ত এবং বিষয়াসক্ত ব্যক্তি পুন পুন জন্মগ্রহণ করে।

---

১ তত্ত্ব অর্থাৎ পদার্থের স্বরূপ অবগত হইয়া তৎপ্রতি শ্রদ্ধা করাকে সম্যক্ত্ব বলা হয়। তীর্থঙ্করের উপদেশ দ্বারা পদার্থের স্বরূপ জানা যাইতে পারে অতএব ভগবদ্বাক্যে শ্রদ্ধা করাকেও সম্যক্ত্ব বলা হইয়াছে।

২ প্রাণ প্রভৃতি চারিটি শব্দই একার্থবাচক। ইহা সব দ্বারা জীবমাত্রকেই বুঝান হইয়াছে। অথবা এক দুই তিন ও চার ইন্দ্রিয়বিশিষ্টকে প্রাণী বৃক্ষ প্রভৃতিকে ভূত পঞ্চেন্দ্রিয়কে জীব এবং পৃথিবী জল বায়ু এবং অগ্নিকায় জীবকে সত্ত্ব বলা হইয়াছে।

(হে আর্য!) দিবানিশি কর্তব্যরত, দৃঢ়চিত্ত এবং সদসদ্বিবেকী হও। প্রমাদগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে ধর্মচ্যুত দেখিয়া সর্বদা অপ্রমত্তভাবে (সংযমপালনে) উৎসাহী হও—ইহাই আমি বলিতেছি।

দ্বিতীয় উদ্দেশক

১। যাহা (অজ্ঞানীর পক্ষে) আস্রব অর্থাৎ কর্মবন্ধনের কারণ, তাহাই (জ্ঞানীর পক্ষে) পরিস্রব অর্থাৎ মুক্তির কারণ। যাহা (জ্ঞানীর পক্ষে) পরিস্রব, তাহাই (অজ্ঞানীর পক্ষে) আস্রব। যে (ব্রতাদি) মুক্তির কারণ, তাহাই (মানসিক কালুষ্যের জন্য) কর্মবন্ধনের কারণ (হইয়া পড়ে)। যাহা কর্মবন্ধনের কারণ, তাহাই (মানসিক শুদ্ধির জন্য) কর্মক্ষয়ের কারণ (হইয়া পড়ে)। এই সমস্ত পদের অর্থ বিশেষভাবে বুঝিয়া এবং তীর্থকরের উপদেশানুসারে সংসারের স্বরূপ ও পৃথক পৃথক ভাবে কথিত কর্মবন্ধন ও কর্মক্ষয়ের কারণ অবগত হইয়া (কে ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত হইবে না)?

জ্ঞানী পুরুষ কোন মনুষ্য সংসারী হইলেও যদি সে মুমুক্ষু এবং হিতাহিত বুঝিতে সমর্থ হয় তবে তাহাকে এই সমস্ত উপদেশ দিয়া থাকেন।

২। দুঃখাত এবং প্রমাদগ্রস্ত ব্যক্তিগণও (উপদেশ প্রাপ্ত হয়)। আমি সত্যকথাই বলিতেছি। মৃত্যুর মুখ হইতে কাহারও নিস্তার নাই। স্বেচ্ছাচারী, অসংযমী, মরণশীল এবং পাপাচরণে আসক্ত জীব পুন পুন জন্ম গ্রহণ করে। এই সমস্ত জীব নরকে অথবা পশুপক্ষীর যোনিতে পুন পুন জন্ম গ্রহণ করে বলিয়া সেই সমস্ত যাতনাপ্রদ স্থানের পরিচয় প্রাপ্ত হয় এবং নরকাদির যন্ত্রণা অনুভব করিয়া থাকে। যে পুন পুন অত্যন্ত নিষ্ঠুর কার্য করে, সে পুনঃপুনঃ (অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করত নরকাদিতে) অবস্থান করে। যে কদাচিৎ নিষ্ঠুর কার্য করে, সে কদাচিৎ (নরকাদিতে) অবস্থান করে।

৩। অন্যান্য উপদেশকগণ এই কথা বলেন জ্ঞানী পুরুষও এই কথা বলিয়া থাকেন। জ্ঞানী পুরুষ এই কথা বলেন অন্যান্য উপদেশকগণও এই কথা বলিয়া থাকেন। এই সংসারে অনেক শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ তর্ক বিতর্ক করিয়া বলেন—আমরা দেখিয়াছি, শুনিয়াছি মনন করিয়াছি, বিশেষ ভাবে জ্ঞাত হইয়াছি এবং ঊর্ধ্ব অধ ও মধ্য হইতে অর্থাৎ সমস্তদিক হইতে

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যালোচনা করিয়াছি যে—সমস্ত প্রাণীকে, সমস্ত ভূতকে, সমস্ত সত্ত্বকে, হত্যা করা, তাহাদের উপর প্রভুত্ব করা, তাহাদিগকে দাসদাসীরূপে কার্য করিতে বাধ্য করা, তাহাদিগকে পীড়া দেওয়া বা প্রহার করা উচিত নাহি। এই সমস্ত করিলে কোনই দোষ হয় না, ইহা অবগত হও।

৪। ইহা কিন্তু অনার্যদের উক্তি। যাঁহারা আর্য তাঁহারা বলেন—তোমরা যাহা দেখিয়াছ, শুনিয়াছ, মনন করিয়াছ, বিশেষভাবে জানিয়াছ এবং সমস্ত দিক্ হইতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যালোচনা করিয়াছ তাহা সমস্তই মিথ্যা। তোমরা এইরূপ বলিয়া থাক ভাষণ প্রদান কর, প্রতিপাদন করিয়া থাক, নিরূপণ করিয়া থাক যে—সমস্ত প্রাণী সমস্ত জীব, সমস্ত ভূত এবং সমস্ত সত্ত্বকে হত্যা করা, তাহাদের উপর প্রভুত্ব করা, তাহাদিগকে দাসদাসীরূপে কার্য করিতে বাধ্য করা, পীড়া দেওয়া বা প্রহার করা উচিত নাহি হয় এই কার্যে কোন দোষ নাই, ইহা অবগত হও—এইপ্রকারের যে তোমাদের উক্তি, তাহা অনার্যদের উক্তি।

৫। আমরা কিন্তু এইরূপ বলিয়া থাকি, এইরূপ ভাষণ করিয়া থাকি এইরূপ প্রতিপাদন করিয়া থাকি এইরূপ নিরূপণ করিয়া থাকি যে—সমস্ত প্রাণী, সমস্ত জীব সমস্ত ভূত এবং সমস্ত সত্ত্বকে হত্যা করা তাহাদের উপর প্রভুত্ব করা, তাহাদিগকে দাসদাসীরূপে থাকিতে বাধ্য করা, তাহাদিগকে পীড়া দেওয়া বা প্রহার করা অনুচিত। এই প্রকারের উক্তিই আর্যদিগের উক্তি।

প্রথমে প্রত্যেকের ধর্মশাস্ত্র কি কি তত্ত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিয়া পরে আমরা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব—হে প্রবাদীগণ! দুঃখ তোমাদের প্রিয় কি অপ্রিয়? যদি তাহারা সত্য উত্তর দেয় তবে তাহাদিগকে বলা হইবে যে সমস্ত প্রাণী বা জীবের পক্ষেও দুঃখই অপ্রিয়, অশান্তিকর এবং মহাভয়ের কারণ (অতএব কোন প্রাণীকে দুঃখ দেওয়া উচিত নাহে)—ইহাই আমি বলিতেছি।

তৃতীয় উদ্দেশক

১। ধর্মভ্রষ্ট ব্যক্তিগণকে উপেক্ষা কর। (এইরূপ) উপেক্ষাকারী জগতে বিদ্বান্ বলিয়া পরিগণিত হয়। বিবেচনা করিয়া দেখ যে, যে মনুষ্য শরীরের প্রতি উদাসীন, ধর্মজ্ঞ ও সরলচিত্ত, সে হিংসা ত্যাগ করিয়া কর্ম ক্ষয় করে। সকাম

বৃত্তি ও উচ্ছৃঙ্খল হিংসাত্মক কার্যই দুঃখের কারণ ইহা অবগত হইয়াই (তাহারা এরূপ আচরণ করে)। সত্যদ্রষ্টা পুরুষ এই কথা বলিয়াছেন।

২। দুঃখকে বুঝিতে সমর্থ সেই উপদেশকগণ যথাযথভাবে কর্মের স্বরূপ জ্ঞাত হইয়া সেই বিষয়ে উপদেশ দিয়া থাকেন। জিনবচনের পালনকারী, নিস্পৃহ, বুদ্ধিমান্ পুরুষ একমাত্র আত্মচিন্তনে রত থাকিয়া শরীরের মমত্ব পরিত্যাগ করিবে। (হে আর্য।) নিজে শরীরকে (তপস্যাদির দ্বারা) কৃশ কর, জীর্ণ কর। অগ্নি যেমন পুরাতন শুষ্ক কাষ্ঠকে শীঘ্রই ভস্ম করে, সেইরূপ আত্মসমাহিত, নিস্পৃহ এবং স্থিরচিত্ত পুরুষ ক্রোধ নাশ করেন। (জীবের) আয়ু অল্প, ইহা বিবেচনা করিয়া (ক্রোধাদি পরিত্যাগ কর)। দুঃখের স্বরূপ এবং ভবিষ্যতে কি হইবে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ। (এই সংসারে) নানাপ্রকার দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে হয়। দুঃখগ্রস্ত প্রাণিসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত কর।

৩। যিনি পাপাচরণে উদাসীন, তিনি বিতৃষ্ণ বলিয়া কথিত হন। অতএব বিদ্বান্ পুরুষ (ক্রোধাগ্নির দ্বারা) দগ্ধ হইবেন না—ইহাই আমি বলিতেছি।

চতুর্থ উদ্দেশক

১। (হে আর্য।) অতীতের সমস্ত সম্বন্ধ পরিত্যাগ এবং ইন্দ্রিয় জয় করিয়া (তপস্যাদির দ্বারা নিজেকে) অধিক হইতে অধিকতররূপে দমন কর। স্থিরপ্রজ্ঞ, সংযমী, সমভাবাপন্ন এবং আত্মহিতে রত বীরপুরুষ সর্বদা (সংযম পালনে) প্রযত্ন করেন। মুক্তিমার্গগামী বীরপুরুষের মার্গ অনুসরণ করা কঠিন। মাংস ও শোণিতকে ক্ষীণ কর।

২। ব্রহ্মচর্যপালনে তৎপর, কর্মক্ষয়কারী, বীর ও সংযমী পুরুষই (অপরের) অনুসরণীয় বলিয়া কথিত হন।

অজ্ঞ ব্যক্তি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে দমন করিলেও বিষয়ের প্রবাহে প্রবাহিত হইয়া যায়। কর্মবন্ধনে আবদ্ধ ধন ধান্যাদির প্রতি মমত্বশীল এবং মোহান্ধকারে নিমগ্ন সেই অজ্ঞানী ব্যক্তি জিনাপদেশের দ্বারা লাভবান্ হয় না—ইহাই আমি বলিতেছি।

৩। যাহার অতীতে (জ্ঞানলাভ) হয় নাই, ভবিষ্যতে হইবে না সে বর্তমানে কিরূপে (জ্ঞানলাভ) করিবে! জ্ঞানী পুরুষ (বোধিপ্রাপ্ত) হন এবং

হিংসা ত্যাগ করেন। দেখ, ইহাই উত্তম বোধ। যিনি কাহাকেও বন্ধনে আবদ্ধ করেন না, নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন না, তীব্র ক্লেশ প্রদান করেন না, বাহ্যিক পাপস্রোত (হিংসাদি) ও আভ্যন্তর পাপস্রোতকে (রাগদ্বেষাদিকে) শোধ করিয়াছেন, মুক্তি অথবা সংযমের স্বরূপ বুঝিতে পারিয়াছেন, সেই মেধাবী পুরুষ কর্মের পরিণাম জ্ঞাত হইয়া কর্মবন্ধনের কারণ হইতে দূরেই থাকেন।

৪। হে আর্য! সমভাবাপন্ন, জ্ঞানী সর্বদা সংযত, তত্ত্বদর্শী, আত্মসমাহিত, জাগতিক স্বরূপের জ্ঞাতা এবং সাংসারিক বস্তুর প্রতি উদাসীন বীর পুরুষেরা পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তরে অর্থাৎ সর্বতোভাবে সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকেন। আমি সমভাবাপন্ন, জ্ঞানী, সর্বদা সংযত, তত্ত্বদর্শী, আত্মসমাহিত জাগতিক স্বরূপের জ্ঞাতা ও সাংসারিক বস্তুর প্রতি উদাসীন বীরদের সম্বন্ধে একটি জ্ঞাতব্য কথা বলিব—দ্রষ্টা পুরুষের কি কোন উপাধি থাকে? না, তাহাদের কোন উপাধি থাকে না। (অতএব পূর্বোক্ত মহাপুরুষদেরও) কোন উপাধি নাই—ইহাই আমি বলিতেছি।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত

সই অসিলে (শান্তভাবে) সহ্য করেন, (সেই সাধুর) সাধুজীবন যথার্থ বলিয়া পরিগণিত হয়।

৩। মহান্ পুরুষরা বলেন যে—যিনি পাপকার্যে অনাসক্ত, তিনি যদি কদাচিৎ ব্যাধিপীড়িত হন তবে (ধীরভাবে) তাহা সহ্য করিবেন। দেখ, এই শরীর পূর্বেও এইরূপ ছিল পরেও এইরূপ থাকিবে, ইহা ভঙ্গুর, বিনশ্বর, অধ্রুব, অনিত্য, অশাশ্বত, হ্রাসবৃদ্ধিশীল এবং বিকারী। শরীরাদির সম্বন্ধে এরূপ বিবেচনাকারী, জ্ঞানাদি উপার্জনে রত, বিষয়াদিতে অনাসক্ত ও হিংসা হইতে বিরত ব্যক্তির (সংসার হইতে জন্মান্তরে যাইবার) কোন পথ নাই—ইহাই আমি বলিতেছি।

৪। এই মানবসমাজে অনেকে ভোগ্য বস্তুর প্রতি আসক্ত থাকে—সেই ভোগ্য বস্তু অল্প প্রচুর, ক্ষুদ্র, বৃহৎ, সজীব অথবা অজীব যাহাই হউক না কেন—তাহারা তাহাতেই আসক্ত থাকে। সাধারণ গৃহস্থগণ পরিগ্রহী[1] হইয়াই থাকে, কোন কোন ব্রতধারী গৃহস্থও পরিগ্রহী। ইহার জন্য অনেকের মহাভয় উপস্থিত হয়। যিনি জগতের এইরূপ স্বরূপ বিবেচনা করিয়া দেখেন এবং বিষয়াসক্তি পরিহার করেন (তাঁহার কোন ভয় নাই)। পরিগ্রহত্যাগীর জ্ঞানই শুদ্ধ ও যথার্থ। হে পুরুষ! তুমি ইহা অবগত হইয়া এবং চরম লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া (সংযমী হইবার জন্য) উদ্যম কর। এইরূপ ব্যক্তিগণের মধ্যেই ব্রহ্মচর্য সুপ্রতিষ্ঠিত—ইহাই আমি বলিতেছি।

৫। আমি শুনিয়াছি এবং হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিয়াছি যে—বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের শক্তি নিজের মধ্যেই আছে। সাংসারিক আসক্তিরহিত অনগার (গৃহত্যাগী সাধু) দিবারাত্র (কষ্টাদি আসিলে তাহাকে) সহ্য করিবেন। দেখ, প্রমত্ত ব্যক্তি ধর্মচ্যুত। অপ্রমত্ত ব্যক্তি সাধুজীবন যাপন করেন। তীর্থঙ্করাদি কথিত এই সংযমধর্ম যথাযথভাবে পালন করা উচিত—ইহাই আমি বলিতেছি।

১। [illegible] বাহ্যিক পরিগ্রহ বলা হয়। [illegible] আভ্যন্তরিক পরিগ্রহ বলা হয়।

২। রূপাদিবিষয়ে আসক্ত এবং দুর্গতিপ্রাপ্ত প্রাণিগণের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তাহারা এই সংসারে পুনঃ পুনঃ দুঃখ অনুভব করে। এই মানবসমাজে সাধারণ মনুষ্যেরা হিংসাজীবী, ব্রতধারী মনুষ্যও হিংসাজীবী। এমনকি অনেক সাধু সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়াও বিষয়াসক্তিবশতঃ পাপাচরণ করিয়া থাকে। তাহারা পরস্পর অযোগ্য হিংসাকে পরের যোগ্য মনে করে। এই মানবসমাজে কেহ কেহ (প্রশংসাদি প্রাপ্ত হইবার জন্য ও বিষয়ভোগের জন্য) সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া একাকী অবস্থান করে।

৩। এইরূপ ব্যক্তি অতি ক্রোধী, অতি অহংকারী, অতি কপটী, অতি লোভী, অত্যন্ত পাপাচারী, নটের ন্যায় বহু রূপধারী, অতি শঠ, অতিশয় কামনাপরায়ণ, হিংসাসক্ত এবং কুকর্মরত হইয়াও—আমি ধর্মাচরণে অত্যন্ত প্রযত্ন করিতেছি—এই মিথ্যা কথা বলিয়া থাকে এবং অপরে তাহার আচরণ জ্ঞাত না হয় (এই ইচ্ছা করে)।

এই মূঢ় ব্যক্তি অজ্ঞতা ও প্রমাদবশতঃ কখনও ধর্মের স্বরূপ জানিতে পারে না। হে মানব! প্রজাসমূহ দুঃখাক্রান্ত এবং কর্মোপার্জনে কুশল। যে পাপ কার্য পরিত্যাগ করে না সে অবিদ্যাকে মুক্তির কারণ বলিয়া থাকে এবং পুনঃ পুনঃ সংসারচক্রে আবর্তিত হয়—ইহাই আমি বলিতেছি।

দ্বিতীয় উদ্দেশক

১। এই মানবসমাজে হিংসাজীবীদের মধ্যে কেহ কেহ অহিংসাজীবীও হইয়া থাকে। সে হিংসা করিতে ইচ্ছা করে না, কর্মক্ষয় করে, (ধর্মাচরণের) ইহাই উৎকৃষ্ট সময়, ইহা বুঝিতে পারে এবং শরীরের দ্বারা (ধর্মাচরণ করিবার) উপযুক্ত সময় অন্বেষণ করে। তীর্থঙ্করাদি এই মার্গেরই উপদেশ দিয়াছেন।

২। সাধুজীবন যাপন করিতে উদ্যত সেই ব্যক্তি সুখদুঃখের নানাবিধ স্বরূপ জ্ঞাত হইয়া প্রমাদ করে না। এই সংসারে মনুষ্য নানাপ্রকার ইচ্ছার বশীভূত হইয়া (নানাপ্রকার কার্য করে)। বলা হইয়াছে যে তাহারা স্বীয় কার্যের জন্যই দুঃখ প্রাপ্ত হয়। যিনি হিংসা করেন না, মিথ্যা কথা বলেন না দুঃখ

১। আনাবর মুনি।

কষ্ট আসিলে (শান্তভাবে) সহ্য করেন, (সেই সাধুর) সাধুজীবন যথার্থ বলিয়া পরিগণিত হয়।

৩। মহান পুরুষেরা বলেন যে—যিনি পাপকার্যে অনাসক্ত, তিনি যদি কদাচিৎ ব্যাধিপীড়িত হন তবে (ধীরভাবে) তাহা সহ্য করিবেন। দেহ, এই শরীর পূর্বেও এইরূপ ছিল পরেও এইরূপ থাকিবে, ইহা ভঙ্গুর, বিনশ্বর, অধ্রুব, অনিত্য, অশাশ্বত, ক্ষয়বৃদ্ধিশীল এবং বিকারী। শরীরাদির সম্বন্ধে এরূপ বিবেচনাকারী, জ্ঞানাদি উপার্জনে রত, বিষয়াদিতে অনাসক্ত ও হিংসা হইতে বিরত ব্যক্তির (জন্ম হইতে জন্মান্তরে যাইবার) কোন পথ নাই—ইহাই আমি বলিতেছি।

৪। এই মানবসমাজে অনেকে ভোগ্য বস্তুর প্রতি আসক্ত থাকে—সেই ভোগ্য বস্তু অল্প, প্রচুর ক্ষুদ্র বৃহৎ, সজীব অথবা অজীব যাহাই হউক না কেন—তাহারা তাহাতেই আসক্ত থাকে। সাধারণ গৃহস্থগণ পরিগ্রহী[1] হইয়াই থাকে, কোন কোন ব্রতধারী গৃহস্থও পরিগ্রহী। ইহার জন্য অনেকের মহাভয় উৎপন্ন হয়। যিনি জগতের এইরূপ স্বরূপ বিবেচনা করিয়া দেখেন এবং পরিগ্রহ পরিহার করেন (তাঁহার কোন ভয় নাই)। পরিগ্রহত্যাগীর সর্বই শ্রুত যথার্থ। হে পুরুষ! তুমি ইহা অবগত হইয়া এবং চরম লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া (সংযমী হইবার জন্য) উদ্যম কর। এইরূপ ব্যক্তিদের সংযম সুদৃঢ় সুপ্রতিষ্ঠিত—ইহাই আমি বলিতেছি।

৫। আমি শুনিয়াছি এবং হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিয়াছি যে—বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের শক্তি নিজের মধ্যেই আছে। সম্যগ্‌দর্শনাদিযুক্ত অনগার (গৃহত্যাগী সাধু) দিবারাত্র (কষ্টাদি আসিলে শান্তভাবে) সহ্য করিবেন। দেখ, প্রমত্ত ব্যক্তি ধর্মচ্যুত। অপ্রমত্ত ব্যক্তি সংযমে স্থির থাকেন। তীর্থঙ্করাদি কথিত এই সংযমধর্ম যথাযথভাবে পালন কর (?)—ইহাই আমি বলিতেছি।

১। অল্পমূল্য ধন ধান্যাদির সঞ্চয়কারী এবং পুত্রকলত্রাদির প্রতি মমত্ব রক্ষাকারী ব্যক্তিকে পরিগ্রহী বলা হয়। ধন ধান্যাদি ও পুত্র কলত্রাদিকে পরিগ্রহ বলা হয়।

তৃতীয় উদ্দেশক

১। এই সংসারে অনেক সাংসারিক বস্তুতে আসক্তিরহিত, তাহারা কোন বিষয়েই আসক্তি রাখে না। যিনি তীর্থঙ্করাদির উপদেশ শুনিয়াছেন এবং বুঝিয়াছেন তিনিই বুদ্ধিমান্। সেই পূজনীয় তীর্থঙ্করগণ কোনরূপ পক্ষপাত না করিয়াই নিম্নলিখিত বাক্য বলিয়াছেন—আমি এখানে (যে মার্গ[১] অবলম্বন করিয়া) যে প্রকারে কর্ম ক্ষয় করিয়াছি অন্যত্র (অন্য মার্গ) অবলম্বন করিয়া সেই প্রকারে কর্ম ক্ষয় করা দুঃসাধ্য। অতএব আমি বলিতেছি যে—(মুমুক্ষু) নিজের শক্তি গোপন করিবে না অর্থাৎ নিষ্কপটভাবে সংযম পালন ও তপস্যা করিবে।

২। কোন কোন ব্যক্তি প্রথমে সংযম গ্রহণ করে। পরে তাহারা সংযম হইতে ভ্রষ্ট হয় না। কেহ বা প্রথমে সংযম গ্রহণ করিয়াও পরে তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যায়। কেহ বা সংযমই গ্রহণ করে না, অতএব পরে তাহার তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনাও নাই। যে ব্যক্তি সংসারের স্বরূপ জানিয়াও তাহাতে আসক্ত থাকে, সেও প্রকারান্তরে তৃতীয় বর্গেরই তুল্য (এই তৃতীয় বর্গ পূর্বেও সংসারাসক্ত, পরেও সংসারাসক্ত)। মুনিগণ এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া বলিয়াছেন যে—ভগবানের আদেশপালনকারী, নিস্পৃহ ও বুদ্ধিমান্ পুরুষ রাত্রির প্রথম প্রহর ও চতুর্থ প্রহরে (চারিত্র পালনে) প্রযত্নশীল হইবেন, সংযমকে (মুক্তির সাধন) জানিয়া সর্বদা (তাহার পালন করিবেন) এবং (সংযম পালন না করিলে কি ফল হয়) তাহা শ্রবণ করিয়া কাম ও লোভ পরিত্যাগ করিবেন। ইহাদের সহিত (ইন্দ্রিয়াদি ও ক্রোধাদির সহিত) যুদ্ধ কর বাহিরের অন্য কাহারও সহিত যুদ্ধ করিবার কি প্রয়োজন? যুদ্ধের যোগ্য (এরূপ শত্রু পাওয়া) দুর্লভ (অতএব ইহাদের সহিত যুদ্ধ কর)। এই সংসারে জ্ঞানী পুরুষ মানসিক-বৃত্তি প্রভৃতির সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছেন (তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ) অজ্ঞ ব্যক্তি (সংযম হইতে) ভ্রষ্ট হইয়া নানা যোনিতে গমন করিয়া থাকে।

১। মার্গ বলিতে দর্শন জ্ঞান এবং চারিত্ররূপ মুক্তিমার্গ বুঝায়। পদার্থের অথবা তত্ত্বের যথার্থ স্বরূপ জানিবার রুচিকে সম্যগ্দর্শন বলা হয়। সম্যগ্দর্শন উৎপন্ন হইবার পর বস্তুকে যথাযথরূপে জানা যায়। বস্তুর সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানকে সম্যগ্জ্ঞান বলা হয়। বস্তুর স্বরূপ জানিবার রুচি উৎপন্ন হইলে এবং তাহার স্বরূপ জ্ঞাত হইলেও হেয়কে ত্যাগ এবং উপাদেয়কে গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি না হইলে এবং তদনুসারে আচরণ না করিলে দর্শন ও জ্ঞান ব্যর্থ হইয়া পড়ে অতএব মনুষ্যের জীবনে সম্যক্ চারিত্রের প্রয়োজন আছে। রাগদ্বেষের ত্যাগ ইন্দ্রিয়দমন পরিগ্রহ ত্যাগ তপস্যাদির দ্বারা আত্মগুণের বিকাশ এবং আত্মাতে লীন থাকাকে সম্যক্চারিত্র বলা হয়। জৈনদর্শনে সম্যগ্দর্শন জ্ঞান ও চারিত্রকে মোক্ষমার্গ বলা হইয়াছে।

৩। এখানে (ভগবৎ প্রবচনে) রূপাদি বিষয়কে এবং হিংসাদিকে (অজ্ঞ ব্যক্তির পতনের কারণ) বলা হইয়াছে। কিন্তু যিনি অনন্যসাধারণ সাধু, তিনি (মুক্তির) পথে স্বীয় পদচিহ্ন অঙ্কিত করেন, সাংসারিক বস্তু সমূহকে অন্যরূপ (অনাসক্তভাবে) দেখিয়া থাকেন, সম্যগ্‌ভাবে কর্মের স্বরূপ অবগত হইয়া হিংসা করেন না, সংযত থাকেন এবং ধৃষ্টতা প্রকাশ করেন না।

৪। সাধুত্বাভিলাষী পুরুষ প্রত্যেকের সুখের বিষয়ে বিবেচনা করিয়া জগতের কোন স্থানে পাপাচরণ করেন না একমাত্র মুক্তির প্রতিই লক্ষ্য স্থির করেন, অসংযত আচরণ করেন না, বৈরাগ্য অবলম্বন করেন এবং কোনও প্রাণীর প্রতি আসক্ত হন না। (সম্যক্‌রূপ ধ্যান) দ্বারা সেই মুনি যথার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া পাপাচরণ করা অনুচিত, ইহা অন্তরে (বুঝিতে পারেন) এবং পাপাচরণ করেন না। যাহাকে তুমি সত্য জ্ঞান বলিয়া জান, তাহাই মুনিধর্ম। যাহাকে তুমি মুনিধর্ম বলিয়া জান, তাহাই সত্য জ্ঞান। শিথিল, স্নেহার্দ্র, বিষয়লোলুপ, কুটিলাচারী, প্রমত্ত ও গৃহবাসী ব্যক্তি এই মুনিধর্ম পালন করিতে সমর্থ হয় না।

৫। মুনি সাধুধর্ম গ্রহণ করিয়া শরীর এবং (ইন্দ্রিয়াদি) দমন করিবেন। সত্যদর্শী বীর অল্প পরিমাণ রুক্ষ আহার গ্রহণ করেন। এইরূপ মুনিই সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হন। ইহাকেই উত্তীর্ণ, মুক্ত ও বিরত বলা হইয়াছে—ইহাই আমি বলিতেছি।

চতুর্থ উদ্দেশক

১ (জ্ঞানে ও বয়সে) নবীন ভিক্ষু (একাকী) গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভ্রমণ করিলে তাহার ভ্রমণ ও উত্থান দোষাক্রান্ত হইয়া পড়ে। কোন কোন মনুষ্যকে (যখন ভ্রষ্ট হয়) উপদেশ দিলে ক্রুদ্ধ হয়। অহঙ্কারী মনুষ্য মহামোহে আচ্ছন্ন থাকে।

২। অজ্ঞানী ও মোহান্ধ ব্যক্তির পুন পুন নানাপ্রকার দুরতিক্রম্য বাধা উপস্থিত হয়। (হে ভিক্ষু!) তোমার এইরূপ অবস্থা হইতে দিও না। জ্ঞানী পুরুষের এই মত। (শিষ্য) গুরুর মত স্বীকার করিবে, তাহার মাধ্যস্থ্যভাবের অনুকরণ করিবে, সমস্ত ব্যাপারে তাঁহাকে পুরোবর্তী করিয়া তাঁহার পরামর্শ লইবে, তাঁহার নিকটে বাস করিবে, সংযতভাবে থাকিবে, তাঁহার ইচ্ছানুসারে চলিবে,

তাহার গমন, আগমন, শয়ন প্রভৃতি ব্যাপারে সাহায্য করিয়া তাঁহার সেবা করিবে, তাহার অতি নিকটে থাকিবে না, (গুরু কর্তৃক প্রেরিত হইলে) প্রাণিহিংসা না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া গমন করিবে।

৩। ভিক্ষু গমন, আগমন, সংকোচন, প্রসারণ, উত্থান, উপবেশন, প্রমার্জন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য (গুরুর উপদেশানুসারে) সংযতভাবে করিবে। গুণান্বিত ভিক্ষু (অপ্রমত্তভাবে) সমস্ত কার্য করিলেও (অজ্ঞাতসারে) তাহার শরীরাদির স্পর্শে যদি কোন প্রাণী নিহত হয় অথবা বাধা প্রাপ্ত হয় তবে এই জন্মেই ফলভোগ হইয়া সেই স্বল্প পাপ ক্ষয় হইয়া যায়। (সংযমী পুরুষ যদি) কোন কারণবশতঃ জ্ঞানপূর্বক হিংসা করেন তবে তাঁহার বিবেচনাপূর্বক যথাযোগ্য প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। বেদজ্ঞ পুরুষ অপ্রমত্তভাবে কৃত প্রায়শ্চিত্তের গুণকীর্তন করিয়াছেন।

৪। বহুদর্শী, সংসারস্বরূপের জ্ঞাতা, উপশান্ত, সম্যক্ আচরণকারী, শাস্ত্রহিতে রত, নিত্য সংযত (মুনি স্ত্রী প্রভৃতিকে) দেখিয়া মনে মনে আলোচনা করেন যে—এই স্ত্রী আমার (কি উপকার) করিবে? এই জগতে স্ত্রীগণ মহা-প্রলোভনের বস্তু। মুনি (তীর্থঙ্কর) এই উপদেশ দিয়াছেন।

৫। (কোন মুনি যদি) কামবাসনার বশীভূত হইয়া পড়েন, তবে তিনি রুক্ষ বস্তু আহার করিবেন অল্প পরিমিত আহার করিবেন, ধ্যানে দণ্ডায়মান থাকিবেন, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করিবেন, অবশেষে আহারও পরিত্যাগ করিবেন কিন্তু স্ত্রীর প্রতি মনোবৃত্তিকে যাইতে দিবেন না। (ভোগে লিপ্ত হইলে) প্রথমে নানাপ্রকার কষ্ট সহ্য করিতে হয়, পরে হয়ত সুখ প্রাপ্ত হয়। পূর্বে হয়ত সুখ প্রাপ্ত হয় কিন্তু পরে যাতনা ভোগ করিতে হয় (অর্থাৎ অল্প সময়ের জন্য সুখ প্রাপ্ত হইলেও অধিকতর সময় কষ্টই পাইতে হয়)। এইরূপে এই বিষয়ভোগ কলহের কারণ হইয়া থাকে। (সংযমী পুরুষ) এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া এবং তাহার স্বরূপ ভালভাবে বুঝিয়া ভোগাসক্ত হইবেন না—ইহাই আমি বলিতেছি।

(সংযমী) নারীর কথা করিবেন না নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন না, তাহার সহিত একান্তে থাকিবেন না তাহার প্রতি মমত্ব রাখিবেন না তাহার চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্য সাজসজ্জা করিবেন না, সংযতবাক্ হইবেন,

আত্মাকে বশে রাখিবে এবং সর্বদা পাপকার্য পরিহার করিবে। এই মুনিধর্মের দ্বারা আত্মাকে অনুরঞ্জিত কর—ইহাই আমি বলিতেছি।

পঞ্চম উদ্দেশক

১। আমি এইরূপ বলিতেছি—জল-পরিপূর্ণ সমতল ভূমিতে অবস্থিত এবং ধূলি কর্দমাদি রহিত মহাহ্রদ যেমন স্বীয় আশ্রয়ে স্থিত প্রাণিগণকে রক্ষা করে, দেখ, সংসার প্রবাহের মধ্যে আচার্যও সেইরূপ। তিনি জ্ঞানাদিগুণান্বিত, সমতাযুক্ত ও ক্রোধাদি কষায়রহিত হইয়া সকল প্রাণীকে (উপদেশাদির দ্বারা) রক্ষা করিয়া থাকেন। তাঁহার ইন্দ্রিয় বিষয়াভিমুখ হয় না। দেখ, জগতের এই মহর্ষিগণ জ্ঞানী, প্রবুদ্ধ এবং পাপাচরণে বিরত। তুমি নিজেই এই সমস্ত কথা বিবেচনা করিয়া দেখ। সেই মুনিগণ মৃত্যুর অপেক্ষা করত সাধুজীবন অতিবাহিত করেন—ইহাই আমি বলিতেছি।

২। সংশয়াচ্ছন্ন ব্যক্তি সমাধি প্রাপ্ত হয় না। কোন কোন মনুষ্য সাংসারিক বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াও (সংশয় পরিত্যাগ করিয়া আচার্যের আদেশ) পালন করে। সাংসারিক বন্ধনমুক্ত সাধুও (সংশয় পরিত্যাগ করিয়া আচার্যের উপদেশ) পালন করিয়া থাকেন। অবিশ্বাসী অথবা সংশয়গ্রস্ত ব্যক্তি বিশ্বাসীদের মধ্যে অবস্থান করিলে কেন সে সংশয় ত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধা পোষণ করিবে না?

৩। জিন[1] ভগবানের কথন সংশয়ের অতীত এবং সত্য। শ্রদ্ধালু ও বৈরাগ্যশীল ব্যক্তিগণ ত্যাগমার্গ অবলম্বন করিবার সময়—ভগবৎ কথিত ধর্মই সত্য, এই শ্রদ্ধা পোষণ করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের শেষপর্যন্ত সেই রূপই শ্রদ্ধা বিদ্যমান থাকে। কয়েকজন পূর্বে শ্রদ্ধালু হইলেও পরে সংশয়গ্রস্ত হইয়া পড়ে। কাহারও পূর্বে শ্রদ্ধা না থাকিলেও পরে শ্রদ্ধা হয়। কাহারও বা পূর্বেও শ্রদ্ধা থাকে না পরেও শ্রদ্ধা হয় না। যে সাধকের শ্রদ্ধা দৃঢ়, তাহার নিকট সত্য অথবা মিথ্যা রূপে প্রতিভাত তত্ত্ব তাহার শ্রদ্ধার দৃঢ়তাহেতু শেষপর্যন্ত সত্য রূপেই পরিণত হয়। যাহার শ্রদ্ধার দৃঢ়তা নাই তাহার নিকট সত্য অথবা

১। যিনি রাগদ্বেষকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়াছেন তাহাকে জিন বলা হয়।

মিথ্যারূপে প্রতিভাত তত্ত্ব শেষপর্যন্ত মিথ্যারূপেই পরিণত হয়। সত্যদর্শী সংশয়গ্রস্ত ব্যক্তিকে বলিবেন—সংশয় ত্যাগ করিয়া সত্যকে গ্রহণ কর, সত্যকে স্বীকার করিলে কর্মসন্ততির ক্ষয় হয়।

৪। সংযম পালনে উৎসাহী ও (আচার্যের) আদেশ পালনে তৎপর ব্যক্তির অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া দেখ। (এই বিষয়ে) আত্মাকে উপহাসাস্পদ করিও না।

তুমি যাহাকে হত্যা করিতে চাহিতেছ, সে তোমারই তুল্য, (তোমার মতন তাহারও দুঃখ হইবে)। যাহার উপর আধিপত্য করিতে চাহিতেছ, সে তোমারই তুল্য। যাহাকে সন্তাপ দিতে চাহিতেছ সে তোমারই তুল্য। যাহাকে আয়ত্তে আনিতে অথবা প্রহার করিতে চাহিতেছ, সে তোমারই তুল্য। সরলচেতা ও অপরকে আত্মতুল্য বিবেচনাকারী সাধু কাহাকেও হত্যা করেন না এবং কাহারও হত্যার কারণ হন না।

৫। তিনি নিজে সেইরূপ দুঃখগ্রস্ত হইবার ইচ্ছা করেন না বলিয়া অপরকেও হত্যা আদি করিতে ইচ্ছা করেন না। যে আত্মা, সেই বিজ্ঞাতা। যে বিজ্ঞাতা, সেই আত্মা। যাহার দ্বারা জ্ঞান হয়, সে আত্মা। ইহার দ্বারাই আত্মা সিদ্ধ হয়। (যে ব্যক্তি ইহা জানে,) সে আত্মবাদী। এই বিষয় যথার্থভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—ইহাই আমি বলিতেছি।

ষষ্ঠ উদ্দেশক

১। কোন কোন ব্যক্তি (বাহ্যত) উত্তম আচরণ করে কিন্তু (ভগবানের) উপদেশ পালন করে না। কেহ বা (ভগবানের) উপদেশের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে কিন্তু উত্তম আচরণ করে না। (হে আর্য।) তুমি নিজের অবস্থা এইরূপ হইতে দিও না। জ্ঞানী পুরুষের এই অভিমত। (শিষ্য) গুরুর মত স্বীকার করিবে তাঁহার মাধ্যস্থ্যভাবের অনুকরণ করিবে, সমস্ত ব্যাপারে তাঁহাকে পুরোবর্তী করিয়া তাঁহার পরামর্শ লইবে এবং তাঁহার নিকটে বাস করিবে। (মনুষ্য পাপ, বাধা, বিপত্তি প্রভৃতির উপর) জয়লাভ করিয়া তত্ত্বকে দেখিতে পায়। (ইহাদের দ্বারা) অপরাজিত মনুষ্য সাংসারিক বস্তুর প্রতি উদাসীন হইতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি মহান্, যাহার চিত্ত সাংসারিক বস্তুর প্রতি আকর্ষিত

হয় না, সে (তীর্থঙ্করের) উপদেশ কি তাহা আচার্যের উপদেশের দ্বারা, স্বীয় জাতিস্মরণজ্ঞানের দ্বারা, অপরের উপদেশের দ্বারা, অথবা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট শুনিয়া জানিতে পারে। বুদ্ধিমান পুরুষের এবর উপদেশ উল্লঙ্ঘন করা উচিত নহে। সমস্ত (বিরুদ্ধ) মতবাদকে সমগ্রত ও সর্বতোভাবে পর্যালোচনা করিয়া এবং বুঝিয়া (পরিত্যাগ করা উচিত)। (সংযমী পুরুষ) জ্ঞানের পরমানন্দদায়ক বস্তুর (সংযমের) স্বরূপ জ্ঞাত হইয়া সতর্কভাবে ইন্দ্রিয় দমন করত সাধু-জীবন অতিবাহিত করিবেন। মুক্তিপ্রার্থী বীরপুরুষ (জ্ঞানীর) উপদেশ অনুসারে সর্বদা (মুক্তি প্রাপ্ত হইবার জন্য) উদ্যম করিবে—ইহাই আমি বলিতেছি।

২। উর্ধ্ব, অধ ও মধ্যলোকে অর্থাৎ চতুর্দিকে কর্মবন্ধনের কারণস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। এই সমস্ত কারণস্রোতের কথা বলা হইয়াছে। কর্মবন্ধনের কারণের প্রতি আসক্তিই (পাপের) কারণ, ইহা অবগত হও। বেদজ্ঞ পুরুষ রাগদ্বেষরূপ আবর্তকে অবগত হইয়া তাহা হইতে দূরেই অবস্থান করিবেন। মহান্ ব্যক্তি এই স্রোত হইতে বাহির হইবার জন্য সংসার ত্যাগ করিয়া কর্মমুক্ত হন এবং সত্যকে জানিতে ও দেখিতে সমর্থ হন। তিনি সাংসারিক বস্তুর স্বরূপ পর্যালোচনা করিয়া তাহার আকাঙ্ক্ষা করেন না।

৩। তিনি সংসারভ্রমণের ও তাহার কারণের স্বরূপ অবগত হইয়া জন্ম মৃত্যুর মার্গ ত্যাগ করেন এবং মুক্তির আনন্দ লাভ করেন। সেখান হইতে সমস্ত বাণী প্রত্যাবৃত্ত হয়, সেখানে তর্কের কোন স্থান নাই, মন তাহাকে কল্পনা করিতে পারে না। (একমাত্র রাগদ্বেষশূন্য) ওজস্বী পুরুষই সেই স্বতসিদ্ধ বস্তুকে জানিতে পারেন।

৪। (সেই মুক্ত পুরুষ) দীর্ঘও নহে, হ্রস্বও নহে, বর্তুল, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ বা বৃত্তাকারও নহে। সে কৃষ্ণ নীল, লোহিত, পীত বা শুভ্রবর্ণও নহে, সে সুগন্ধি বা দুর্গন্ধীও নহে। সে তিক্ত, কটু কষায়, অম্ল বা মধুরও নহে, সে কর্কশ, কোমল, গুরু লঘু শীতল, উষ্ণ, স্নিগ্ধ বা রুক্ষও নহে, তাহার শরীরও নাই, পুনর্জন্মও হয় না, সে সম্বন্ধিতও হয় না, সে স্ত্রী, পুরুষ বা নপুংসকও নহে। সে জ্ঞাতা, সে দ্রষ্টা কোন উপমার দ্বারা তাহাকে জানা যায় না, তাহার অস্তিত্ব আছে অথচ সে নিরাকার। নিরুপাধিক তাহার কোন উপাধি নাই, সে শব্দ, রূপ, গন্ধ, রস বা স্পর্শও নহে, এই সকলের মধ্যে সে কিছুই নহে—ইহাই আমি বলিতেছি।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত

ষষ্ঠ অধ্যায

ধুত

প্রথম উদ্দেশক

১। মনুষ্যগণের মধ্যে যিনি জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তিনিই উপদেশ দিয়া থাকেন। যিনি সমস্তপ্রকার প্রাণীর সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তিনিই অনন্য সাধারণ জ্ঞানের উপদেশ দিতে সমর্থ হন। তিনি ধর্মাচরণে উদ্যত, হিংসাত্যাগী, একাগ্রচেতা ও বিদ্বানকে মুক্তিমার্গের উপদেশ দিয়া থাকেন। কোন কোন বীরপুরুষ এইরূপে সংযম পালন করিতে সমর্থ হন। দেখ, অনেকে আবার সংযম পালন করিতে অবসাদ অনুভব করে এবং আত্মহিত কিসে হয় তাহা বুঝিতে পারে না।

২। আমি বলিতেছি যে—ঘন শৈবালদলে আচ্ছন্ন হ্রদে স্থিত লোভাসক্ত কূর্ম যেমন উন্মজ্জিত হইতে পারে না (ঝড়ে অথবা রৌদ্রে কষ্ট প্রাপ্ত হইলেও) বৃক্ষ যেমন স্বীয় স্থান ত্যাগ করিতে পারে না সেইরূপ মনুষ্যও নানাপ্রকার কুলে জন্মলাভ করিয়া বিষয়াসক্তিবশতঃ করুণ বিলাপ করিয়া থাকে, নিজের কর্মফলের জন্য সে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। এখন দেখ, সে স্বকৃত কর্মফল ভোগ করিবার জন্য নানা কুলে উৎপন্ন হইয়া (নিম্নোক্ত রোগসমূহ ভোগ করে)।

১ গণ্ডমালা, কুষ্ঠ, ক্ষয় অপস্মার নেত্ররোগ, জড়তা, হস্তপদাদির বক্রতা এবং কুব্জতাদি।

২ উদররোগ মূকত্ব, শোথ, অতিক্ষুধা, কম্প, শ্লীপদ এবং মধুমেহ।

৩ অনুক্রমে এই ষোড়শ প্রকার ব্যাধির কথা বলা হইয়াছে। ইহা ছাড়া অতিরিক্ত আরও নানাপ্রকার ব্যাধি, দুঃখ এবং কষ্ট ভোগ করিতে হয়।

৪ দেবতা হইতে নারক পর্যন্ত সমস্তপ্রকার প্রাণীর জন্ম ও মৃত্যুর সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া এবং (তাহাদের) কর্মের ফল পর্যালোচনা করিয়া যথার্থ কথা শ্রবণ কর।

---

১ কর্মক্ষয় এবং আসক্তি পরিত্যাগ না করিলে চারিত্র অর্থাৎ সংযম পালন করা অসম্ভব। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ইহাই প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

৩। বলা হইয়াছে যে, অন্ধ (সদসদ্‌বিবেকশূন্য) প্রাণিগণ (অজ্ঞানরূপ) অন্ধকারে অবস্থান করে। তাহারা একবার অথবা বারবার নানাপ্রকার রোগগ্রস্ত হইয়া, অথবা নানাপ্রকার যোনিতে উৎপন্ন হইয়া তীব্র অথবা অল্প সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। তীর্থঙ্করগণ এই কথা বলিয়াছেন।

৪। শব্দবিশিষ্ট প্রাণী, রসনেন্দ্রিয়বিশিষ্ট প্রাণী, শপকায় প্রাণী এবং জলচর, খেচর প্রভৃতি আরও নানাপ্রকার প্রাণী আছে। তাহারা পরস্পর পরস্পরকে ক্লেশ প্রদান করে। এই জগতে যে মহাভয় বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। প্রাণিগণ অত্যন্ত দুঃখী। বিষয়াসক্ত মনুষ্যগণ দুর্বল ক্ষণভঙ্গুর শরীরের দ্বারা (সুখ অন্বেষণ করিতে গিয়া) বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সেই মূর্খ মোহার্ত হইয়া দুঃখ ভোগ করিবার জন্যই (পুনরায়) বিষয়াসক্ত হয়। সে বহুপ্রকার রোগের অস্তিত্ব অবগত হইয়া রোগাক্রান্ত হইবার ভয়ে তাহার প্রতিকারের জন্য প্রাণিগণকে ক্লেশ প্রদান করে। দেখ এইরূপ চিকিৎসা দ্বারা কোন ফল হয় না, অতএব এই নিষ্ফল চিকিৎসায় তোমার কি প্রয়োজন? হে মুনি! এই মহাভয়কে দেখ। কাহাকেও হত্যা করিও না। হে আর্য! অভিনিবেশ-সহকারে চিন্তা কর, শ্রবণ করিতে উৎসুক হও, আমি ত্যাগবাদের (ধুতবাদের) উপদেশ প্রদান করিব।

৫। (হে আর্য!) এই সংসারে (মনুষ্য) স্বীয় কর্মানুসারে নানাপ্রকার পরিবারে গর্ভে উৎপন্ন হয়, পরে যথাক্রমে বর্ধিত হয়, জন্ম গ্রহণ করে, বয় প্রাপ্ত হয়, জ্ঞানলাভ করে এবং যথাক্রমে মহামুনি হইবার জন্য সংসার পরিত্যাগ করে। তাহার আত্মীয়গণ তাহাকে সেই মহান্ পথে যাইতে উদ্যত দেখিয়া বিলাপ করিতে করিতে বলে—আমাদিগকে ত্যাগ করিও না।

৬। স্বেচ্ছাচারী ও সংসারাসক্ত পিতা প্রভৃতি আত্মীয়গণ নানাপ্রকার কথা বলিয়া বিলাপ করে এবং বলে—যে ব্যক্তি মাতাপিতা প্রভৃতিকে ত্যাগ করে, সে মুনি হইতে পারে না এবং সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইতেও পারে না। কিন্তু সেই (সংসারত্যাগী) ব্যক্তি নিজের পরিবারে কাহাকেও শরণ্য বলিয়া মনে করে না, অতএব সে তাহাদের প্রতি কিরূপে আসক্ত হইবে?

সর্বদা এইপ্রকার জ্ঞানের উপাসনা করিবে—ইহাই আমি বলিতেছি।

দ্বিতীয় উদ্দেশক

১। অনেকে সংসারের প্রতিকূলতা দেখিয়া পিতামাতা প্রভৃতির সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয় দমন এবং ব্রহ্মচর্য পালনে তৎপর হইয়াও, সাধুর ব্রত অথবা গৃহস্থের ব্রত অঙ্গীকার করিয়াও এবং ধর্মের স্বরূপ জানিয়াও ধার্মিকজীবন যাপন করিতে অসমর্থ হয়। সেই দুর্বলচিত্ত ব্যক্তিরা বস্ত্র, ভিক্ষাপাত্র, কম্বল, এবং রজোহরণ পরিত্যাগ করে। তাহারা একাদিক্রমে উপস্থিত দুঃসহনীয় দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে পারে না। বিষয়ভোগে আসক্ত হইবার পরেই অথবা কিছুকাল পরে মৃত্যু হইলে অনন্তকাল পর্যন্ত (তাহাদের মনুষ্যশরীর প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব)। এইজন্য তাহারা নানাপ্রকার বাধাবিঘ্নের সহিত পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করে।

২। কেহ কেহ বা ব্রত গ্রহণ করিয়া প্রথম হইতেই দুঃখ কষ্ট সহন করত দৃঢ়ভাবে ধর্মাচরণ করেন এবং ভোগ্য বস্তুতে আসক্ত হন না। যিনি সমস্ত ভোগ্য বস্তুর স্বরূপ অবগত হন (এবং সেইগুলিকে পরিত্যাগ করেন) তিনিই বিনম্র মহামুনি। সমস্ত আসক্তি ত্যাগ করিয়া—আমার কেহই নাই, আমি একাকী—এইপ্রকার চিন্তা করত সংযমপালনে উদ্যমী সাংসারিক কার্য হইতে বিরত সেই অনগার সর্বতোভাবে মুণ্ডিত[২] হইয়া সাধুজীবন যাপন করেন। যে অচেলক* মুনি রুক্ষ আহার্য গ্রহণ করেন উদরপূর্তি করিয়া আহার করেন না, তাঁহাকে কটু বাক্য বলিলে, প্রহার করিলে, কেশোৎপাটন করিলে, তাঁহার পূর্বাচরিত কার্যের উল্লেখ করিয়া নিন্দা করিলে মিথ্যা নিন্দা করিলে এবং শব্দাদির দ্বারা মানসিক অথবা শারীরিক পীড়া দিলেও তিনি (ইহা আমারই কর্মফল)—এই ভাবিয়া অনুকূল অথবা প্রতিকূল উপদ্রবগুলির প্রতি উদাসীন হইয়া সংযম পালন করিবেন। সেই সত্যদ্রষ্টা মুনি অনুকূল অথবা প্রতিকূল উভয়প্রকার উপসর্গ†জাত

১ ধর্ম পালন করিতে অসমর্থ।

২ দ্রব্য ও ভাব-মুণ্ডিত হইয়া। কেশাদি উৎপাটন করিয়া সাধুবেশ গ্রহণ করাকে দ্রব্য মুণ্ডিত এবং মানসিক কুপ্রবৃত্তিগুলিকে দমন করিয়া সাধু হওয়াকে ভাব মুণ্ডিত বলা হয়।

* এখানে অল্প বস্ত্রধারীকে অচেলক বলা হইয়াছে। যিনি [illegible] আহার এবং বস্ত্রাদি সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছেন সেই জিনকল্পী সাধুর বিশেষণরূপে এই অচেলক শব্দ ব্যবহৃত হয় তাহার যথার্থ অর্থেই প্রয়োগ করা হয়।

† সংযম অথবা তপস্যার বিঘ্নকারক অনুকূল এবং প্রতিকূল উভয়প্রকার বস্তুকেই উপসর্গ বলা হয়। সুস্বাদু খাদ্য ধন ধান্য এবং বস্ত্র প্রভৃতির দ্বারা সাধুকে প্রলোভিত করা হইলে সেইগুলিকে অনুকূল উপসর্গ বলা হয়। প্রহার প্রভৃতির দ্বারা সাধুকে সংযমভ্রষ্ট করার চেষ্টাকে প্রতিকূল উপসর্গ বলা হয়। শারীরিক পীড়া শোক রোগ প্রভৃতিও সংযমের বিঘ্নকারক বলিয়া সেইগুলিকেও উপসর্গ বলা হয়।

আনন্দ অথবা দুঃখের দ্বারা অভিভূত না হইয়া ধীরভাবে সমস্তই সহ্য করিবেন।

৮। যিনি (সাংসারিক বস্তুতে) পুনরায় আসক্ত হন না তিনিই যথার্থ নগ্ন (সাধু)। (তীর্থঙ্কর বলিয়াছেন—) আমার উপদেশ অনুসারে ধর্ম (আচরণ করা উচিত), মনুষ্যগণের জন্যই এই উৎকৃষ্ট ধর্মের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সেই সাধু (সংযম পালনে) রত থাকিয়া কর্মক্ষয় করেন এবং কর্মের স্বরূপ অবগত হইয়া (কর্মবন্ধনের কারণ সমূহকে) ধীরে ধীরে পরিত্যাগ করেন।

এখানে (এই ধর্মমতে) কোন কোন সাধুকে একাকী থাকিয়া সাধারণ সাধুজীবন হইতে বিশিষ্টতর সাধুজীবন যাপন করিবার নির্দেশ দেওয়া আছে। সেই মেধাবী সাধু সাধারণ পরিবার হইতে শুদ্ধ গ্রহণযোগ্য খাদ্য গ্রহণ করিয়া (একাকী) ভ্রমণ করিবেন। সেই খাদ্য সুগন্ধ অথবা দুর্গন্ধযুক্ত হইলেও তাহার প্রতি লক্ষ্য করিবেন না। একাকী ভ্রমণ করিবার সময় (তাঁহার সম্মুখে) কোন হিংস্র প্রাণী অপরকে কষ্ট দিলে অথবা স্বয়ং তাহাদের দ্বারা কষ্ট পাইলেও ধীরভাবে তাহা সহন করিবেন—ইহাই আমি বলিতেছি।

তৃতীয় উদ্দেশক

১। যে মুনি যথাযথ ধর্মের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া তদনুসারে জীবন যাপন করেন, তিনি কর্মক্ষয় করেন, অথবা ধর্মসাধনের পক্ষে প্রয়োজনীয় বস্তু ব্যতীত সমস্ত বস্তু পরিত্যাগ করেন। যে ভিক্ষু অল্প বস্ত্র ধারণ করেন এবং সংযমী তাঁহার পক্ষে—আমার বস্ত্র জীর্ণ হইয়াছে আমাকে সূচ সুতা যাচনা করিতে হইবে, রিফু করিতে হইবে সেলাই করিতে হইবে, জোড় দিতে হইবে, ছোট করিতে হইবে, পরিতে হইবে, আচ্ছাদন করিতে হইবে—এইরূপ চিন্তা করিতে হয় না।

২। সংযম পালনে তৎপর নগ্ন ভিক্ষুকে তৃণের তীক্ষ্ণ স্পর্শ সহ্য করিতে হয়, শীত স্পর্শ ও উষ্ণ স্পর্শের কষ্ট পাইতে হয়, ডাঁশ ও মশার দংশন সহ্য করিতে হয়। সেই অচেলক ভিক্ষু (বস্ত্রাদির ভার এবং কর্মবন্ধন হইতে) নিজেকে

দূরে গমন করিয়া এইপ্রকার অথবা অন্যপ্রকারের কষ্ট সহ্য করিবে। (এই প্রকারে কষ্টাদি সহ্য করিলে) তাঁহার তপস্যা বর্দ্ধিত হয়, ভগবান এই কথা বলিয়াছেন। ভিক্ষু এই সমস্ত কথা বিবেচনা করিয়া সর্বতোভাবে সত্যকে অবগত হইবে। যে সকল বীরপুরুষ (তীর্থঙ্করগণ) দীর্ঘকাল ধরিয়া অর্থাৎ শত সহস্র বর্ষ ধরিয়া সংযম পালন করত এই প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। জ্ঞানীপুরুষের বাহু কৃশ এবং মাংস ও শোণিত ক্ষীণ হইয়া যায়। যিনি (সংসারের রাগদ্বেষাদিরূপ সোপানকে ক্ষমা প্রভৃতি গুণের দ্বারা) ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন এবং সমদৃষ্টির দ্বারা সকলকে দেখিয়া থাকেন, তিনিই (সংসার হইতে) উত্তীর্ণ, মুক্ত ও বিরত বলিয়া খ্যাত হন—ইহাই আমি বলিতেছি।

৩। (সাংসারিক কার্য হইতে) বিরত, দীর্ঘকাল ধরিয়া সংযমপালনে রত উত্তরোত্তর অধিক উৎকর্ষ প্রাপ্ত ভিক্ষুকে অসংযম কি করিয়া সংযমভ্রষ্ট করিতে পারে? সেই ভিক্ষুগণ সাধুজীবনে উত্তরোত্তর অগ্রসর হন এবং সংযম পালন করিতে উৎসাহী হন। ভগবদ্ উপদিষ্ট ধর্ম অপ্লাবিত দ্বীপের তুল্য (দুঃখগ্রস্ত প্রাণিগণের পক্ষে তাহা সুরক্ষিত আশ্রয়)। সেই ভিক্ষুগণ নিস্পৃহ অহিংসক, লোকপ্রিয় জ্ঞানী এবং পণ্ডিত। ভগবদ্ উপদিষ্ট ধর্মের পালনে অনুত্থানী শিষ্যকে, পক্ষী যেমন নিজের শাবককে শিক্ষিত করে, সেইরূপ দিবারাত্র উপদেশ দিয়া ধীরে ধীরে শিক্ষিত করা হয়—ইহাই আমি বলিতেছি।

চতুর্থ উদ্দেশক

১। বীরশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী আচার্য দিবারাত্র নিয়মিতরূপে শিষ্যগণকে শিক্ষিত করেন। কেহ কেহ আচার্যের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াও শিষ্টতা ত্যাগ করিয়া পরুষভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। কেহ কেহ বা নিয়ম পালন করিয়াও গুরুর পাণ্ডিত্য স্বীকার করে না। কেহ বা গুরুর উপদেশ শুনিয়া বিবেচনা করে এবং আমি লোকের পূজনীয় হইয়া জীবন নির্বাহ করিব—এই মনে করিয়া সংসার ত্যাগ করে, পরে কিন্তু মুক্তির পথে যাইতে অসমর্থ হয়, কামনান্ধ হইয়া ভোগাসক্ত ও ইন্দ্রিয়াসক্ত হয়, উপদিষ্ট ধর্মের প্রতি মনোযোগ প্রদান করে না এবং আচার্যকে কটুবাক্য বলিয়া থাকে। সেই ব্যক্তিগণ শীলবান্ শান্তচিত্ত

এবং সংযমপালনে তৎপর ব্যক্তিগণকে কুশীল—বলিয়া নিন্দা করিয়া দ্বিতীয়বার মূর্খতা প্রকাশ করে। কেহ কেহ বা সংযমভ্রষ্ট হইয়াও (অপরের সম্মুখে) আচার নিয়মের প্রশংসা করিয়া থাকে। কেহ বা গুরুর প্রতি ভক্তিমান হইলেও জ্ঞানভ্রষ্ট ও শ্রদ্ধাভ্রষ্ট হওয়ায় সংযমী জীবনকে নিন্দা করিয়া থাকে, কেহ বা সংযমী জীবনের কঠিনতা অনুভব করিয়া সুখে জীবনধারণ করিবার জন্য সংযমপালনে পরাঙ্মুখ হয়। এই সমস্ত ব্যক্তির সংসারত্যাগকে ব্যর্থ ত্যাগ (বলা যাইতে পারে)।

২। মূর্খ আত্মার যোগ্য এই ব্যক্তিগণ পুনঃপুনঃ জন্ম গ্রহণ করে। ইহারা (জ্ঞানে অথবা সংযমে) নিম্নশ্রেণীর হইয়াও আমরা বিদ্বান্—এই বলিয়া আত্মশ্লাঘা করিয়া থাকে। তাহারা উদাসীন ব্যক্তিগণকে কটুবাক্য বলে, তাহারা তাহাদিগকে পূর্বকৃত কার্যের উল্লেখ করিয়া নিন্দা করে অথবা মিথ্যা দোষারোপ করে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি ধর্মের স্বরূপ অবগত হইবেন। (হে আর্য!) তুমি অজ্ঞ যেহেতু তুমি অধর্ম করিতে হিংসা করিতে উদ্যত হইয়াছ, অপরকে প্রাণিহিংসা করিতে বলিতেছ তুমি স্বয়ং হত্যা করিতেছ এবং হত্যাকারীকে সমর্থন করিতেছ। (এইরূপ অজ্ঞ ব্যক্তি অতি কঠিন ধর্মের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে—এইকথা মনে মনে চিন্তা করে)। অতএব সে (তীর্থঙ্করাদির) উপদেশকে অবহেলা করে। এই ব্যক্তি কামাসক্ত হিংসক বলিয়া খ্যাত হয়। (অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ধর্মের স্বরূপ অবগত হইবেন)—ইহাই আমি বলিতেছি।

৩। কেহ কেহ, ইহার দ্বারা অথবা এই মনুষ্যের দ্বারা আমার কি প্রয়োজন সাধিত হইবে?—এই চিন্তা করিয়া মাতাপিতাকে এবং আত্মীয়স্বজনকে ত্যাগ করিয়া বীরের ন্যায় সংসার ত্যাগ করে, হিংসা করে না, ব্রতাচরণ করে এবং ইন্দ্রিয় দমন করে। সংযম গ্রহণ করিয়া পরে তাহা হইতে ভ্রষ্ট দীনগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করে। ইন্দ্রিয়ের বশবর্তী হইয়া এই কাপুরুষ ব্যক্তিগণ ব্রতভঙ্গ করিয়া থাকে। ইহাদের প্রশংসাও পাপের কারণ। এইরূপ শ্রমণ বিভ্রান্ত। একেবারে বিভ্রান্ত॥

দেখ! অনেকে সংযমপালনে তৎপর, বিনয়ী বৈরাগ্যবান এবং সাধুচরিত্র পুরুষগণের সাহচর্যে বাস করিয়াও অসংযমী, অবিনয়ী মমত্বপরায়ণ এবং অসাধু হয়। পণ্ডিত, জ্ঞানী ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ বীর এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া উপদেশানুসারে সর্বদা উদ্যম করিবেন—ইহাই আমি বলিতেছি।

পঞ্চম উদ্দেশক

১। গৃহ, গৃহের সমীপে গ্রাম, গ্রামের সমীপে, নগরে, নগরের সমীপে, জনপদ, জনপদের সমীপে, গ্রাম ও নগরের মধ্যে, গ্রাম ও জনপদের মধ্যে নগর নগর ও জনপদের মধ্যে অবস্থিত অথবা আগত ভিক্ষুগণ হিংসক ব্যক্তিগণ কর্তৃক আক্রান্ত হন, অথবা (সাধুজীবন যাপনের পরে) যদি নানা বাধা-বিপত্তি উপস্থিত হয় তবে বীরপুরুষগণ সেই সমস্তই সহ্য করিবেন।

২। রাগদ্বেষশূন্য, সমদর্শী ও শাস্ত্রজ্ঞ সাধু প্রাণিগণের প্রতি করুণাবশত পূর্বে পশ্চিমে দক্ষিণে ও উত্তরে (ধর্মের) উপদেশ দিবেন, বিস্তার করিয়া তাহার বর্ণনা করিবেন এবং প্রশংসা করিবেন। তিনি সাধু ও গৃহস্থ উভয়কেই উপদেশ দিবেন যাহারা ধর্মোপদেশ শুনিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকেও উপদেশ প্রদান করিবেন।

৩। তিনি বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া সকল প্রকার প্রাণীকে শান্তি, বৈরাগ্য, ক্ষমা, নির্বাণ, শৌচ সরলতা নিরভিমানতা, অপরিগ্রহ প্রভৃতি ধর্মের সম্বন্ধে যথাযথভাবে উপদেশ প্রদান করিবেন।

৪। ভিক্ষু সবিশেষ বিবেচনাসহকারে ধর্মোপদেশ দিবার সময় (অযথার্থ বস্তুর উপদেশ দিয়া) নিজের ক্ষতি করিবেন না অপরের ক্ষতি করিবেন না এবং প্রাণী, ভূত, জীব এবং সত্ত্বেরও ক্ষতি করিবেন না। সেই মহামুনি স্বয় কাহাকেও পীড়া দেন না, অপরের দ্বারাও পীড়া প্রদান করান না বলিয়া দুঃখভাবাক্রান্ত প্রাণিগণের পক্ষে সর্বদা অপ্লাবিত দ্বীপের ন্যায় শরণ্য।

৫। এইরূপ সেই সংসারত্যাগী, দৃঢ়মনা, নিস্পৃহ, অটল, ভ্রমণশীল ও সাংসারিক বিষয়ে অনাসক্ত মহামুনি সাধুজীবন যাপন করেন। সেই দ্রষ্টা মহামুনি মনোরম ধর্মকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করত নির্বাণ প্রাপ্ত হন। অতএব (হে আর্য!) সাংসারিক আসক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত কর। শারীরিক ও মানসিক বন্ধনে আবদ্ধ, সংসারাসক্ত এবং কামনার বশীভূত মনুষ্য (নির্বাণ প্রাপ্ত হয় না)। অতএব সংযম হইতে ভীত হওয়া উচিত নহে। হিংসক ব্যক্তিগণ যে ক্ষতিকর কার্য করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করে না, সেই ক্ষতিকর কার্যের স্বরূপ সর্বতোভাবে যিনি অবগত হইয়াছেন এবং সেই কার্যকে ত্যাগ করিয়াছেন তিনিই ক্রোধ, মান মায়া ও লোভ পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইনিই (সংসার বন্ধনের) ছেদক বলিয়া খ্যাত হন—এইটি আমি বলিতেছি।

৬। যিনি শরীর বিনষ্ট হইবার সময় (নিরাশাগ্রস্ত হন না এবং অবিচল থাকেন,) তিনি—সংগ্রামে অগ্রণী—এই উপাধি লাভ করেন। সেই মুনি সংসারসাগর উত্তীর্ণ হন, দুঃখ কষ্ট পাইলেও অকাতরচিত্তে কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় স্থির থাকেন। মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইলে তিনি—মৃত্যু মাত্র শরীর ধ্বংস করে—এই ভাবিয়া মৃত্যুর অপেক্ষা করেন—ইহাই আমি বলিতেছি।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত

মহাপরিজ্ঞা নামক সপ্তম অধ্যায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে
এইরূপ প্রাচীন প্রবাদ শোনা যায়।

অষ্টম অধ্যায়

বিমোক্ষ[১]

প্রথম উদ্দেশক

১। আমি বলিতেছি—সংযম পালনে শিথিল সধর্মী অথবা বিধর্মী সাধুকে অন্ন, পানীয়, ফল ও কর্পূরাদি অথবা বস্ত্র, পাত্র, কম্বল এবং রজোহরণ সাদরে প্রদান করিবে না তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিবে না বা তাহাদের সেবা করিবে না—ইহাই আমি বলিতেছি।

২। কোন বিপথগামী সাধু যদি কোন সদাচারী সাধুকে বলে—তুমি যদি আমাদের গৃহে আগমন কর তবে নিশ্চয়ই জানিও যে তুমি খাদ্যাদি অথবা রজোহরণাদি প্রাপ্ত হইয়া থাক বা না থাক, আহার করিয়া থাক বা না থাক, (আমাদের এখানে পুনরায় সমস্তই প্রাপ্ত হইবে), (তোমাকে যদি আমাদের গৃহে আসিতে) তোমার যাতায়াতের পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথ দিয়া আসিতে হয়, অথবা (অন্যান্য গৃহ) অতিক্রম করিয়া (আসিতে হয় তাহা হইলেও আসিবে, আমরা তোমাকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রদান করিব), অথবা সেই বিধর্মাচারী যদি পথ দিয়া যাইতে আসিতে সেই সদাচারী সাধুকে কিছু প্রদান করে, নিমন্ত্রণ করে অথবা সেবা করে (তথাপি তিনি সেই ব্যক্তির নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিবেন না বা তাহার বাক্যে) কিছুমাত্র শ্রদ্ধা বা আগ্রহ প্রকাশ করিবেন না—ইহাই আমি বলিতেছি।

৩। এই মানবসমাজে অনেকের সংযমধর্মের সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই। তাহারা হিংসাদি কার্য করিতে ইচ্ছুক হইয়া অপরকে প্রাণিহত্যা করিতে বলে। তাহারা স্বয় প্রাণিহত্যা করে এবং প্রাণিহত্যাকারীকে সমর্থন করিয়া থাকে। তাহারা চুরিও করে অথবা নানাপ্রকার মত প্রকাশ করে, যেমন—জগৎ আছে, জগৎ নাই, জগৎ শাশ্বত, জগৎ নশ্বর, জগতের আদি আছে, জগতের আদি নাই, জগতের অন্ত আছে, জগতের অন্ত নাই। (অথবা তাহারা নিজেদের আচারাদির সম্বন্ধেও বাদবিবাদ করে)—উত্তম কার্য করা হইয়াছে, মন্দ কার্য করা হইয়াছে,

---

১ এই অধ্যায়ে কুসঙ্গ ত্যাগ প্রলোভন ত্যাগ প্রভৃতি ত্যাগের কথা এবং মোহমুক্ত পুরুষের আচার ব্যবহারের কথা বলা হইয়াছে।

ইহা কল্যাণকর, ইহা পাপ, ইনি সাধু ব্যক্তি, ইনি অসাধু, ইহাই সিদ্ধি, ইহা অসিদ্ধি, ইহা নরক ইহা অ নরক। এইরূপ তাহারা (ভিন্ন ভিন্ন মত অবলম্বন করিয়া) বাদবিবাদ করে —আমার ধর্মই শ্রেষ্ঠ—এইরূপ বলিয়া থাকে। দেখ (এই সমস্ত মতই) যুক্তিহীন। কেননা আশুপ্রজ্ঞ, জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা ভগবান্ যে ধর্মের উপদেশ দিয়াছেন, তাহারা ভালভাবে সেই ধর্মের শিক্ষা লাভ করে নাই, সেই বিষয় উপদেশও প্রাপ্ত হয় নাই। (এই সমস্ত বাদবিবাদ উপস্থিত হইলে সাধুর বিরুদ্ধ পক্ষকে সত্যধর্মের কথা বলা উচিত) অথবা মৌনাবলম্বন করা উচিত—ইহাই আমি বলিতেছি।

৪। সর্বত্র (অর্থাৎ সমস্ত ধর্মমতে) পাপের অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে কিন্তু আমরাই সেই সমস্ত পাপ করি না অতএব ইহাই আমাদের বিশেষত্ব বলিয়া কথিত হয়। যে কোন ব্যক্তি গ্রামে অথবা অরণ্যে বাস করিয়াও অথবা গ্রামে বা অরণ্যে বাস না করিয়াও ভগবৎকথিত ধর্ম জানিতে পারে। সেই মতিমান্ ব্রাহ্মণ (ভগবান্ মহাবীর) ত্রিযাম ধর্মের (অহিংসা, অস্তেয় ও অপরিগ্রহরূপ ত্রিবিধ ধর্মের) উপদেশ দিয়াছেন। আর্যপুরুষগণ এই ধর্মের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। যিনি পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি পাপমুক্ত বলিয়া কথিত হন।

৫। উর্ধ্ব, অধ ও মধ্যদেশ সবত্রই সর্বপ্রকারে প্রত্যেকপ্রকার প্রাণীর হিংসা করা হইতেছে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহা অবগত হইয়া স্বয় এইসকল প্রাণীর হিংসা হয় এরূপ সকাম কার্য করেন না, অপরের দ্বারা করান না এবং যে এরূপ কার্য করে, তাহাকে সমর্থনও করেন না। যাহারা এরূপ সকাম কার্য করে, তাহাদের জন্য আমরাই লজ্জিত হইতেছি। জ্ঞানী পুরুষ এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করত পাপ হইতে ভীত হইয়া হিংসা বা অন্য কোন পাপাচরণ করিবে না—ইহাই আমি বলিতেছি।

দ্বিতীয় উদ্দেশক

১। কোন ভিক্ষুর শ্মশানে শূন্যগৃহে, গিরিগুহায় বৃক্ষমূলে, কুম্ভকার গৃহে অথবা অন্য কোন স্থানে ভ্রমণ, অবস্থান, উপবেশন অথবা বিশ্রাম করিবার সময়ে যদি কোন গৃহস্থ তাঁহার নিকট আসিয়া বলে—হে আয়ুষ্মন্

শ্রমণ। আমি আপনাকে দিবার জন্য অন্ন, পানীয়, খাদ্য, কর্পূরাদি মসলা, বস্ত্র, পাত্র, কম্বল এবং রজোহরণ, নানাপ্রকার প্রাণিহিংসা করিয়া, ক্রয় করিয়া, ঋণ করিয়া অপহরণ করিয়া অন্যের বিনা অনুমতিতে লইয়া আসিয়া এবং নিজের গৃহ হইতে আনিয়া, সংগ্রহ করিয়াছি। আপনার জন্য গৃহ নির্মাণ করিতেছি, আপনি এই সকল বস্তু ভোগ করুন, এই গৃহে বাস করুন।

২। হে আয়ুষ্মন্ শ্রমণ। (আপনি এই সমস্ত স্বীকার করুন)। ভিক্ষু কিন্তু সেই মনস্বী ও বয়স্ক গৃহস্থ প্রদত্ত বস্তুসমূহকে প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিবেন—হে গৃহপতি। আমি তোমার অনুরোধ সমর্থন করিতে বা স্বীকার করিতে অসমর্থ। তুমি আমার জন্য যে খাদ্য প্রভৃতি বস্তু, বস্ত্র, পাত্র, কম্বল ও রজোহরণ, নানাপ্রকার প্রাণিহিংসা করিয়া ক্রয় করিয়া, ঋণ করিয়া, অপহরণ করিয়া, বিনা অনুমতিতে লইয়া সংগ্রহ করিয়াছ বা নিজের গৃহ হইতে আনিয়া আমার সম্মুখে রাখিয়াছ, আমার জন্য গৃহ নির্মাণ করিতেছ। হে আয়ুষ্মন্ গৃহপতি। আমি এই সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছি। অতএব এই সমস্ত স্বীকার করা (আমার পক্ষ) অনুচিত।

৩। যদি কোন গৃহস্থ নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ না করিয়াই শ্মশানাদি প্রভৃতি পূর্বোক্ত স্থলে ভ্রমণকারী ভিক্ষুর সমীপে আসিয়া খাদ্যাদি ও বস্ত্রাদি প্রভৃতি বস্তু পূর্বোক্ত উপায়ে সংগ্রহ করিয়া ভিক্ষুর ভোগের জন্য তাঁহার সম্মুখে রাখে, অথবা তাঁহার বাসের জন্য গৃহ নির্মাণ করে এবং সেই ভিক্ষু যদি স্বীয় বুদ্ধিবলে তীর্থঙ্করের উপদেশে অথবা অপরের নিকট শুনিয়া জানিতে পারেন যে, এই গৃহস্থ তাঁহার জন্য পূর্বোক্ত উপায়ে খাদ্যাদি বস্তু সংগ্রহ করিয়াছে এবং তাহার জন্য গৃহ নির্মাণ করিতেছে, তবে তিনি সন্ধান করিয়া সমস্ত বিষয় অবগত হইবেন এবং গৃহপতিকে বলিবেন যে তিনি এইপ্রকারে সংগৃহীত বস্তু গ্রহণ করিতে বা ভোগ করিতে অসমর্থ—ইহাই আমি বলিতেছি।

৪। কোন গৃহপতি যদি ভিক্ষুর জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে তাঁহার জন্য প্রচুর ব্যয় করিয়া (পূর্বোক্ত উপায়ে) খাদ্যাদি সংগ্রহ করে এবং (পরে ভিক্ষু তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে) সে ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে প্রহার করে ও অন্যকে বলে—(এই ভিক্ষুকে) প্রহার কর হত্যা কর, ছেদন কর দগ্ধ কর, সিদ্ধ কর, ত্যাগ কর লুণ্ঠন কর, সর্বস্ব অপহরণ কর, ভীষণ যন্ত্রণা দাও, তথাপি সেই ধীর ভিক্ষু এই সমস্ত অত্যাচার সহ্য করিবেন, অথবা গৃহপতির স্বভাব বা ভিন্ন

প্রকৃতির বিষয় বিবেচনা করিয়া স্বীয় আচার বা নিয়ম তাহাকে বুঝাইয়া দিবেন। অথবা (যদি উপদেশ দিলে বিপরীত ফল হইবে মনে করেন তবে) মৌনাবলম্বন করিবেন এবং স্বীয় আচার যথাযথভাবে পালন করত আত্মসমাহিত থাকিবেন।

জ্ঞানী পুরুষ এই উপদেশ দিয়াছেন—সংযমী পুরুষ শিথিলাচারী সাধুকে সাদরে আহারাদি বা বস্ত্রাদি দিবেন না নিমন্ত্রণ করিবেন না অথবা সেবা করিবেন না—ইহাই আমি বলিতেছি।

৫। মতিমান্ ব্রাহ্মণ (মহাবীর) কথিত ধর্মের স্বরূপ অবগত হও। সংযমী পুরুষ সংযমী পুরুষকে সাদরে খাদ্যাদি প্রদান করিবেন, নিমন্ত্রণ করিবেন, এবং তাঁহার সেবা করিবেন—ইহাই আমি বলিতেছি।

তৃতীয় উদ্দেশক

১। কোন কোন বুদ্ধিমান পুরুষ জ্ঞানীর উপদেশ শুনিয়া এবং মনন করিয়া বোধিলাভ করত মধ্যম বয়সে সংসার ত্যাগ করে। আর্যপুরুষ পক্ষপাতরহিত হইয়া ধর্মের উপদেশ দিয়াছেন। বোধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভোগের আকাঙ্ক্ষা করেন না, প্রাণিহিংসা করেন না এবং ভোগ্যবস্তু সংগ্রহ করিয়া রাখেন না। যিনি অপরিগ্রহী, সমগ্র জগতে প্রাণিহিংসাত্যাগী, এবং পাপাচরণ হইতে বিরত, তিনি মহান্ নির্গ্রন্থ[১] বলিয়া খ্যাত হন।

২। ক্রোধাদি রহিত ও সংযমের জ্ঞাতা পুরুষ দেবতা হইতে নারক পর্যন্ত সকল জীবের জন্মমৃত্যুর স্বরূপ জ্ঞাত হইয়া (পাপ ত্যাগ করিবেন)। (হে আর্য।) আহারাদির দ্বারা শরীর পুষ্ট হয় এবং কষ্টাদিতে ক্ষীণ হইয়া যায়। দেখ, কাহারও ইন্দ্রিয়াদির শক্তি ক্ষীণ হইলে (সে গ্লানি প্রাপ্ত হয়)। যিনি রাগদ্বেষহীন, তিনি দয়ার পালন করেন। যে ভিক্ষু কর্মশাস্ত্রজ্ঞ, তিনি কাল, বল, পরিমাণ, সুযোগ, আচার এবং ধার্মিক নীতির জ্ঞাতা হন। তিনি সমস্ত বস্তুর মমত্ব ত্যাগ করিয়া যথাসময়ে সংসার ত্যাগ করেন এবং কোনপ্রকার সঙ্কল্প না করিয়া দুইপ্রকার (রাগদ্বেষরূপ) বন্ধন ছিন্ন করিয়া সংযমপালনে অগ্রসর হন।

---

১ রাগ দ্বেষ প্রভৃতি মানসিক বন্ধন এবং ধনধান্য প্রভৃতি বাহ্য বন্ধনকে যিনি ছিন্ন করিয়াছেন তিনিই নির্গ্রন্থ বলিয়া কথিত হন।

৮। কোন ভিক্ষুকে শীতে কাঁপিতে দেখিয়া যদি কোন গৃহস্থ তাঁহার নিকট আসিয়া বলে—হে আয়ুষ্মান শ্রমণ। আপনি কি বিষয়বাসনার দ্বারা পীড়িত হইয়াছেন?

—হে আয়ুষ্মন্ গৃহপতি! আমি বিষয়বাসনার দ্বারা পীড়িত হই নাই। শীত সহ্য করিতে পারিতেছি না বলিয়াই কাঁপিতেছি। অগ্নি উজ্জ্বলিত বা প্রজ্বলিত করা আমার নিয়ম বিরুদ্ধ। আমি অগ্নির দ্বারা শরীরকে উত্তপ্ত বা উষ্ণ করিতেও পারি না অন্যের আদেশেও (আমি ইহা করিতে পারি না)।

ভিক্ষুর এরূপ বলা সত্ত্বেও গৃহপতি, সেই ভিক্ষু হয়ত শরীর গরম করিতে পারিবেন এই অভিপ্রায়ে যদি অগ্নি প্রজ্বলিত করে তবে সেই ভিক্ষু অনুসন্ধান করিয়া সমস্ত বিষয় অবগত হইবেন এবং গৃহপতিকে বলিবেন যে তিনি অগ্নিসেবা করিতে অসমর্থ—ইহাই আমি বলিতেছি।

চতুর্থ উদ্দেশক

১। যে ভিক্ষু তিনটি বস্ত্র[১] ও চতুর্থ বস্ত্ররূপ একটি পাত্র রাখিবার নিয়ম করেন, তিনি—আমি চতুর্থ বস্ত্র যাচনা করিয়া লইব—এইরূপ সঙ্কল্প করিবেন না। তিনি (তাঁহার নিকট নিয়ম অনুযায়ী তিনটি বস্ত্র না থাকিলে) তাঁহার গ্রহণযোগ্য বস্ত্র যাচনা করিয়া লইবেন। যেরূপ বস্ত্র পাইবেন সেইভাবেই তাহাকে ধারণ করিবেন তাহাকে ধৌত করিবেন না। ধৌত বা রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিবেন না। গ্রামান্তরে (যাইবার সময় বস্ত্র) গোপন করিবেন না (সস্তা দামের বা কম আয়তনের) নগণ্য বস্ত্র ধারণ করিবেন। বস্ত্রধারী ভিক্ষুর ইহাই নিয়ম। পুনরায় ইহাও অবগত হও যে শীতঋতুর অবসান হইলে এবং গ্রীষ্মঋতু আসিলে ভিক্ষু (তিনটি বস্ত্রের মধ্যে) জীর্ণ বস্ত্রকে যথাস্থানে পরিত্যাগ করিবেন। একটি অন্তর্বাস ও একটি উত্তরীয় রাখিবেন অথবা বস্ত্র আয়তনে কম করিয়া লইবেন অথবা একটি বস্ত্র রাখিবেন অথবা সম্পূর্ণরূপে বস্ত্র ত্যাগ করিবেন। তিনি (ভারমুক্ত হইয়া) লঘু হইতেছেন মনে করিয়াই (এই সমস্ত কার্য করিবেন)।

---

১ জৈন সাধু অন্তর্বাস ও উত্তরীয় এই দুইটি সূতী অথবা ক্ষৌম বস্ত্র ও শীত ঋতুতে শরীর আচ্ছাদন করিবার উনী বস্ত্র এই তিনটি মাত্র বস্ত্র রাখিতে পারেন।

(এরূপ আচরণ করিলে) তাঁহার তপস্যা বর্ধিত হয়। ভগবৎকথিত এই সমস্ত বিষয় পর্যালোচনা করিয়া সর্বতোভাবে ও সর্বপ্রকারে (তাঁহার) সাম্যভাব অবলম্বন করা উচিত।

২। যদি কোন ভিক্ষুর মনে হয় যে, তিনি নানাপ্রকার দুঃখ পাইতেছেন, শীতের প্রকোপ সহ্য করিতে পারিতেছেন না, তবে সেই গুণান্বিত ভিক্ষু সম্পূর্ণ প্রজ্ঞার বলে নিজেকে পাপাচরণ করিতে না দিয়া (সংযম) অবস্থান করিবেন। যদি সেই তপস্বী (নিজেকে রক্ষা করিতে অসমর্থ মনে করেন তবে যেমন অনেকে বিষভক্ষণাদি করিয়া অকাল মৃত্যু বরণ করে) সেইরূপ অকাল মৃত্যু বরণ করিবেন (কিন্তু প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিবেন না)। এইরূপ অকাল মৃত্যুও স্বাভাবিক মৃত্যু অথবা অনশনাদির দ্বারা মৃত্যু বরণ করার ন্যায়ই নির্দোষ, এইরূপ মৃত্যুর দ্বারা মুক্তিও প্রাপ্ত হইতে পারে। মোহরহিত ব্যক্তিগণও এই প্রকারে মৃত্যুকে বরণ করিয়াছেন (অতএব) ইহা হিতকর, সুখকর, করণীয়, কর্মক্ষয়ের হেতু এবং পরজন্মে পুণ্যপ্রদ—ইহাই আমি বলিতেছি।

পঞ্চম উদ্দেশক

১। যে ভিক্ষু দুইটি বস্ত্র এবং তৃতীয় বস্ত্ররূপে একটি পাত্র ধারণ করেন তিনি—আমি তৃতীয় বস্ত্র যাচনা করিয়া লইব—এইরূপ সংকল্প করিবেন না। (যদি তাঁহার উপযুক্ত বস্ত্র না থাকে তবে) তিনি তাঁহার গ্রহণযোগ্য বস্ত্র যাচনা করিয়া লইবেন। ইহাই ভিক্ষুর আচার। পুনরায় ইহাও অবগত হও যে হেমন্তঋতু অবসান হইলে এবং গ্রীষ্মঋতু আসিলে ভিক্ষু জীর্ণ বস্ত্র যথাস্থানে পরিত্যাগ করিবেন। তিনি জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া একটি বস্ত্র ধারণ করিবেন অথবা বস্ত্রকে আয়তনে কম করিয়া লইবেন, অথবা সম্পূর্ণরূপে বস্ত্ররহিত হইবেন। তিনি (ভারমুক্ত হইয়া) লঘু হইতেছেন—ইহা মনে করিয়াই (এই সমস্ত কার্য করিবেন)। এইরূপ আচরণ করিলে তাঁহার তপস্যা বর্ধিত হয়। ভগবৎকথিত এই সমস্ত বিষয় পর্যালোচনা করিয়া (তাঁহার) সর্বতোভাবে ও সর্বপ্রকারে সাম্যভাব অবলম্বন করা উচিত।

কোন ভিক্ষু যদি মনে করে—আমি রোগগ্রস্ত হইয়া দুর্বল হইয়াছি, গৃহ হইতে গৃহান্তরে যাইতে পারি না, ভিক্ষা আনিবার জন্য গমন করিতে পারি না।

২। কোন গৃহস্থ (তাঁহার এইরূপ স্থিতি দেখিয়া অথবা) তাঁহাকে (পূর্বোক্ত কথা) বলিতে শুনিয়া খাদ্যাদি বস্তু প্রাণিহিংসা না হয় এরূপভাবে, গৃহ হইতে আনিয়া তাঁহাকে প্রদান করে তবে তিনি (এই খাদ্যাদি বস্তু সাধুর গ্রহণযোগ্য কিনা ইহা) বিবেচনা করিয়া বলিবেন—হে আয়ুষ্মন্। আমি এই আনীত খাদ্যাদি গ্রহণ করিতে, আহার করিতে বা পান করিতে পারি না, এইরূপ আনীত অন্য কোন বস্তুও (আমি গ্রহণ করিতে পারি না)।

৩। যদি কোন ভিক্ষু প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকেন যে তিনি পীড়িত হইলে কাহাকেও তাঁহার সেবা করিতে বলিবেন না কিন্তু যদি কোন নীরোগ সহধর্মী স্বেচ্ছায় তাঁহার সেবা করে তবে তিনি সেই সেবা স্বীকার করিবেন, এইরূপ তিনিও নীরোগ থাকিলে না বলিলেও স্বেচ্ছায় রোগগ্রস্ত সহধর্মীর সেবা করিবেন—(এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ভিক্ষু সেবার অভাবে প্রাণত্যাগ করিলেও প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিবেন না)।

৪। যদি (কোন ভিক্ষু) প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি (রোগগ্রস্ত সাধুর জন্য খাদ্যাদি) আনিয়া দিবেন তিনিও স্বয় (রোগগ্রস্ত হইলে অন্যকর্তৃক) আনীত (খাদ্যাদি) আহার করিবেন অথবা প্রতিজ্ঞা করেন যে তিনি (অন্যের খাদ্যাদি) আনিয়া দিবেন কিন্তু (অন্যের) আনীত (খাদ্যাদি) আহার করিবেন না। অথবা প্রতিজ্ঞা করেন যে (অন্যের জন্য খাদ্যাদি) আনিয়া দিবেন না কিন্তু (অন্যের) আনীত (খাদ্যাদি) আহার করিবেন অথবা প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি (অন্যের জন্য খাদ্যাদি) আনিবেন না বা (অন্যের) আনীত (খাদ্যাদি) আহারও গ্রহণ করিবেন না। (এইভাবে যিনি যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিবেন তাঁহার যথাযথভাবে সেই প্রতিজ্ঞা পালন করা উচিত)। এইরূপ ভিক্ষু যথোপদিষ্ট ধর্ম পালন করত (ক্রোধাদি ত্যাগ করিয়া) শান্তচিত্ত (পাপাচরণে) বিরত এবং বিষয়াসক্তিবিমুখ হইবেন। (যদি ভিক্ষু রোগাদির জন্য প্রতিজ্ঞা পালন করিতে অসমর্থ হন তবে তিনি অনশন করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন কিন্তু প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিবেন না)। তাঁহার এই মৃত্যুও স্বাভাবিক মৃত্যুরই তুল্য এবং মুক্তিপ্রদ। মোহরহিত ব্যক্তিগণও এই প্রকার মৃত্যু বরণ করিয়াছেন (অতএব)

ইহা হিতকর, সুখকর, করণীয়, কর্মক্ষয়ের হেতু এবং পরজন্মে পুণ্যপ্রদ—ইহাই আমি বলিতেছি।

ষষ্ঠ উদ্দেশক

১। যে ভিক্ষু একটি বস্ত্র ও একটি পাত্র ধারণ করেন, তিনি—আমি দ্বিতীয় বস্ত্র যাচনা করিয়া লইব—এই কথা চিন্তা করিবেন না। তিনি তাঁহার প্রয়োজনযোগ্য বস্ত্র যাচনা করিয়া লইবেন এবং যে প্রকার বস্ত্র প্রাপ্ত হইবেন, সেই প্রকারই ধারণ করিবেন। গ্রীষ্মঋতু উপস্থিত হইলে জীর্ণ বস্ত্রকে যথাস্থানে পরিত্যাগ করিবেন। (জীর্ণ না হইলে) সেই একটি বস্ত্র ধারণ করিয়া থাকিবেন অথবা সম্পূর্ণ বস্ত্রত্যাগ করিবেন। তিনি (ভারমুক্ত হইয়া) লঘু হইতেছেন—মনে করিয়াই (এইসমস্ত কার্য করিবেন) এবং সাম্যভাব অবলম্বন করিবেন। যখন কোন ভিক্ষুর মানসিক অবস্থা এই প্রকার হয় যে—আমি একাকী আমার কেহই নাই আমিও কাহারও নহি—তখন তিনি (ভারমুক্ত হইয়া) লঘু হইতেছেন মনে করিয়া নিজকে সম্পূর্ণ একাকী বলিয়া [illegible] করিবেন। এইরূপে তাঁহার তপস্যা বর্ধিত হয়। ভগবৎকথিত এই [illegible] বিষয় পর্যালোচনা করিয়া (তাঁহার) সর্বতোভাবে ও সর্বপ্রকারে সাম্যভাব [illegible] করা উচিত।

২। ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী আহার করিবার সময় আস্বাদ [illegible] (সুখকর খাদ্যবস্তুকে) বামগণ্ড হইতে দক্ষিণগণ্ডে এবং দক্ষিণ [illegible] বামগণ্ডে আনিবেন না। তাহারা বন্ধনমুক্ত হইয়া লঘু হইতেছেন—[illegible] খাদ্যাদির আস্বাদ গ্রহণ করিবেন না। এইরূপে আস্বাদ গ্রহণ না [illegible] বর্ধিত হয়। ভগবৎকথিত এই সমস্ত বিষয় পর্যালোচনা করিয়া [illegible] সর্বতোভাবে ও সর্বপ্রকারে সাম্যভাব অবলম্বন করা উচিত।

৩। যদি কোন ভিক্ষুর মনে হয়—আমি পীড়িত [illegible] এই শরীর সাধুজীবনের কর্তব্য পালন করিতে অসমর্থ [illegible] (তপস্যাদি করিয়া) ক্রমশ অল্পতর খাদ্য গ্রহণ করিয়া [illegible] করিয়া ক্রোধাদিকে ক্ষয় করিবেন। পরে শারীরিক [illegible]

কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় স্থিরবৃত্তি হইবেন। (তাহার পর) মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া শরীর ত্যাগ করিবেন।

৪। (ভিক্ষু মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া) গ্রাম, নিষ্করভূমি মৃণ্ময় প্রাচীর বিশিষ্ট নগর, ক্ষুদ্র প্রাচীরবিশিষ্ট নগর, মণ্ডপ, পত্তন, বন্দর, আকরপ্রধান স্থল, আশ্রম তীর্থযাত্রী ও বণিক্‌ প্রভৃতির বিশ্রামস্থলে অথবা রাজধানীতে গমন করিয়া তৃণ যাচনা করিবেন, তৃণ যাচনা করিয়া সেই তৃণ লইয়া নির্জন স্থানে গমন করিবেন, নির্জন স্থানে গমন করিয়া অণ্ড, ক্ষুদ্র প্রাণী, বীজ, তৃণগুল্মাদি, শিশির, জল, কীটাদি, শৈবাল, সিক্ত মৃত্তিকা এবং মাকড়শার জাল না থাকে এরূপ স্থল অন্বেষণ করিয়া সেই স্থল প্রমার্জিত করিবেন, পরে সেখানে তৃণ প্রসারিত করিয়া সেই শয্যায় (তাহার উপর অবস্থান করত) ইত্বর' (নামক মৃত্যুকে) বরণ করিবেন।

৫। এইরূপ মৃত্যুই প্রশস্ত মৃত্যু। সত্যবাদী, রাগদ্বেষহীন, (সংসার সাগর হইতে) উত্তীর্ণ, অসার কথার ত্যাগী, পদার্থের পরিজ্ঞাতা এবং সংসার মুক্ত ভিক্ষু এই নশ্বর শরীরের (মমত্ব) ত্যাগ করিয়া, নানাপ্রকার দুঃখ কষ্ট সহ্য করত ভগবৎকথিত বাক্যে বিশ্বাস রাখিয়া এই ভীষণ মৃত্যুকে বরণ করিবেন। এই প্রকারের মৃত্যুও স্বাভাবিক মৃত্যুরই তুল্য এবং মুক্তিপ্রদ। মোহরহিত ব্যক্তিগণও এই প্রকারে মৃত্যুকে বরণ করিয়াছেন, (অতএব) ইহা হিতকর সুখকর, করণীয়, কর্মক্ষয়ের হেতু এবং পরজন্মে পুণ্যপ্রদ—ইহাই আমি বলিতেছি।

সপ্তম উদ্দেশক

১। যদি কোন নগ্ন ভিক্ষুর এই চিন্তা উদিত হয়—আমি তৃণের স্পর্শ, শীতল ও উষ্ণ স্পর্শ ডাঁশ ও মশার দংশন এবং অন্য বহুপ্রকার দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে পারি, কিন্তু লজ্জা ত্যাগ করিতে সমর্থ হইব না—তবে তিনি কৌপীন ধারণ করিবেন।

---

১ অন্ন ও পানীয় ত্যাগ করিয়া অনশন ব্রত গ্রহণ [illegible] নির্দিষ্ট স্থানে [illegible] বা [illegible] সকালের করিয়া [illegible] [illegible] মরণ [illegible] হইয়া [illegible] হয়।

যদি কোন নগ্ন ভিক্ষু লজ্জা জয় করিতে সমর্থ হন, তবে তিনি বস্ত্র ধারণ না করিয়া তৃণের স্পর্শ, শীতল ও উষ্ণ স্পর্শ, ডাঁশ ও মশার দংশন এবং নানপ্রকার দুঃখ কষ্ট সহ্য করত নিজেকে লঘু মনে করিবেন। এইরূপ করিলে তাঁহার তপস্যা বর্ধিত হয়। ভগবৎকথিত এই সমস্ত বিষয় পুর্যালোচনা করিয়া (তাঁহার) সর্বতোভাবে ও সর্বপ্রকারে সাম্যভাব অবলম্বন করা উচিত।

২। কোন ভিক্ষু যদি নিম্নোক্ত কোনপ্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকেন—আমি খাদ্যাদি আনিয়া অপর সাধুকে প্রদান করিব, এবং অন্যের আনীত খাদ্যাদি ভক্ষণ করিব, আমি খাদ্যাদি আনিয়া অন্য সাধুকে প্রদান করিব, কিন্তু অন্যের আনীত খাদ্যাদি গ্রহণ করিব না, আমি খাদ্যাদি আনিয়া অন্যকে প্রদান করিব না কিন্তু অন্যের আনীত খাদ্যাদি গ্রহণ করিব, আমি খাদ্যাদি আনিয়া অন্যকে প্রদান করিব না এবং অন্যের আনীত খাদ্যাদি গ্রহণও করিব না, আমি সাধুর গ্রহণযোগ্য, যেরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইরূপই অবস্থিত স্বীয় খাদ্যাদির ভুক্তাবশিষ্ট অংশের দ্বারা স্বীয় সহধর্মী সাধুর সেবা করিব, অথবা আমিও সহধর্মীর এইরূপ ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্যাদি গ্রহণ করিব—(এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ভিক্ষুর শরীর ত্যাগ করিয়াও স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা উচিত)।

৩। তিনি বন্ধনমুক্ত হইয়া লঘু হইতেছেন মনে করিলে তাঁহার তপস্যা বর্ধিত হয়। ভগবৎকথিত এই সমস্ত বিষয় পর্যালোচনা করিয়া (তাঁহার) সর্বতোভাবে ও সর্বপ্রকারে সাম্যভাব অবলম্বন করা উচিত।

৪। যদি কোন ভিক্ষুর মনে হয়—আমি পীড়িত হইয়াছি অতএব এই শরীর সাধুজীবনের কর্তব্য পালন করিতে অসমর্থ হইয়াছে—তবে তিনি (তপস্যাদি করিয়া) ক্রমশ অল্পতর খাদ্যাদি গ্রহণ করিবেন। অল্পতর খাদ্যাদি গ্রহণ করিয়া ক্রোধাদি শম করিবেন। পরে শারীরিক ক্রিয়া সংযমিত করিয়া কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় স্থিরবৃত্তি হইবেন। (তাহার পর) মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া শরীর ত্যাগ করিবেন।

৫। (ভিক্ষু মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া) গ্রাম, নগরাদি অথবা রাজধানীতে গমন করিয়া (শুষ্ক) তৃণ যাচনা করিবেন, পরে পূর্বোক্ত নিয়মে তৃণ প্রসারিত করিবেন। তাহার পর সেই সময়ে শরীরের মমতা, (মন, বচন ও কায়ার) যোগ

এবং গমনাগমন পরিত্যাগ করিয়া স্থিরভাবে অবস্থান করত পাদপোপগম
নামক মৃত্যুকে বরণ করিবেন। এইরূপ মৃত্যুই প্রশস্ত মৃত্যু। সত্যবাদী, রা
দ্বেষহীন, (সংসারসাগর হইতে) উত্তীর্ণ, অসার কথার ত্যাগী, পদার্থের পরিজ্ঞা
এবং সংসারমুক্ত ভিক্ষু এই নশ্বর শরীরের (মমত্ব) ত্যাগ করিয়া নানাপ্রক
দুঃখ কষ্ট সহ্য করত ভগবৎকথিত বাক্যে বিশ্বাস রাখিয়া এই ভীষণ মৃত্যুকে ব
করিবেন। এই প্রকারের মৃত্যুও স্বাভাবিক মৃত্যুরই তুল্য এবং মুক্তিপ্র
মোহরহিত ব্যক্তিগণও এইপ্রকারে মৃত্যুকে বরণ করিয়াছেন, (অতএব) ই
হিতকর সুখকর করণীয়, কর্মক্ষয়ের হেতু এবং পরজন্মে পুণ্যপ্রদ—ইহাই অ
বলিতেছি।

অষ্টম উদ্দেশক

১ সত্যনিষ্ঠ বীর এবং জ্ঞানী পুরুষ অনুক্রমে সাধন করিতে করিতে অন
সাধারণ (ধার্মিক মৃত্যুর স্বরূপ) জ্ঞাত হইয়া মোহহীন এই ত্রিবিধ[২] মৃত্যুর ম
(নিজের উপযুক্ত) একটি মৃত্যুকে বরণ করিয়া (সমাধিমগ্ন হইবেন)।

২ জ্ঞানী এবং ধর্মের পরিজ্ঞাতা পুরুষ দ্বিবিধ (শারীরিক ও মানসি
বিঘ্নের স্বরূপ) জ্ঞাত হইয়া যথাক্রমে সংযম পালন করত (মৃত্যুর সময় উপস্থি
হইয়াছে) জানিয়া শরীরধারণের উপযোগী কার্য হইতে নিবৃত্ত হন।

৩ সাধু ক্রোধাদিকে ক্ষীণ করিবেন, অল্পাহারী হইবেন এবং (কষ্ট)
করিবেন। যদি সাধু পীড়িত হইয়া পড়েন তবে আহার গ্রহণ করিতে পারেন।

৪ ভিক্ষু জীবিত থাকিবার কামনা করিবেন না, মৃত্যুরও কামনা করি
না। জীবন ও মৃত্যু এই দুইটির প্রতিই আসক্ত হইবেন না।

৫ তটস্থ ও কর্মক্ষয় করিতে ইচ্ছুক সাধু চিত্তের স্থিরতা রক্ষা করিবে
তিনি বাহ্য পদার্থের মমত্ব ও আন্তরিক ক্রোধাদি পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ অধ্যা
ভাবের সাধনা করিবেন।

---

১ অনশন ব্রত গ্রহণ করত নির্দিষ্ট স্থানে শয়ন করিয়া বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চল হইয়া সমাধিপূর্বক মৃ
করাকে পাদপোপগমন নামক মৃত্যু বলা হইয়াছে।

২ খাদ্য ও পানীয় ত্যাগ করত অনশনব্রত গ্রহণ করিয়া মৃত্যুবরণ করাকে ভক্তপরিজ্ঞা অথবা ভক্ত
প্রত্যাখ্যান মৃত্যু বলা হয়। স্থান ও সময়ের নির্দেশক করিয়া ইঙ্গিত মৃত্যু পাদপোপগমন মৃত্যু এবং ভক্তপরিজ্ঞা
এই ত্রিবিধ মৃত্যু।

৬ পণ্ডিত ব্যক্তির অনশনব্রত পালন করিবার সময়ে যদি কোন রোগ উৎপন্ন হয় এবং চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, তবে তিনি স্বীয় জীবনের মঙ্গলের জন্য রোগের প্রতিকার করিবেন। পরে চিত্ত স্থির হইলে পুনরায় শীঘ্রই অনশনব্রত পালন করিতে আরম্ভ করিবেন।

৭ সাধু (অনশনব্রতের শেষে মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া) গ্রামে বা অরণ্যে শুদ্ধ ও কীটাদিবর্জিত ভূমি অন্বেষণ করিয়া সেখানে তৃণ প্রসারিত করিবেন।

৮ তিনি অনাহারে সেই তৃণের উপর শয়ন করিবেন এবং কষ্ট প্রাপ্ত হইলেও তাহা সহ্য করিবেন। মনুষ্যাদির দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হইলেও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবেন না।

৯ পশুপক্ষী ও সরীসৃপ তাঁহার মাংস ভক্ষণ করিলে বা শোণিতপান করিলেও তিনি তাহাদিগকে হত্যা করিবেন না বা (ক্ষতকে) প্রমার্জিত করিবেন না।

১০ তিনি তাহাদের দ্বারা শারীরিক কষ্ট প্রাপ্ত হইলেও সেই স্থান ত্যাগ করিবেন না। আস্রবকে (কর্মবন্ধনের হেতু হিংসাদিকে) ত্যাগ করায় তিনি আনন্দের সহিত এই সমস্ত কষ্ট সহ্য করিবেন।

১১ তিনি সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া আয়ু সমাপ্ত করিবেন।

সংযমী ও শাস্ত্রজ্ঞ মুনির জন্য পূর্বোক্ত মৃত্যু অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর (ইঙ্গিতমরণ নামক অপর একটি মৃত্যুর নিয়ম বর্ণনা করিব)।

১২ জ্ঞাতপুত্র মহাবীর এই অপর ইঙ্গিতমরণের কথা বলিয়াছেন। এই মৃত্যুবরণকারী মুনি স্বীয় শারীরিক ক্রিয়া ব্যতীত অন্য ত্রিবিধ প্রকারের ত্রিবিধ[১] ক্রিয়া পরিত্যাগ করিবেন।

১৩ তিনি তৃণাচ্ছাদিত ভূমিতে শয়ন করিবেন না, শুদ্ধ ও কীটাদিবর্জিত ভূমিতে শয়ন করিবেন। সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্য ও আহার ত্যাগ করিয়া দুঃখ কষ্ট সহ্য করিবেন।

---

১ কায়িক বাচিক এবং মানসিক ক্রিয়া করা অপরের দ্বারা করান এবং এই ত্রিবিধ ক্রিয়াকারীকে সমর্থন করা এই প্রকারে নয়টি ক্রিয়ার ত্যাগ।

১৪ এই অবস্থায় যদি ইন্দ্রিয়সমূহ শিথিল হইয়া যায় তথাপি তিনি চিত্তের স্থৈর্য রাখিবেন। যিনি (মৃত্যুর সংকল্প হইতে) বিচলিত হন না এবং স্থিরচেতা হন তিনি (শারীরিক ক্রিয়া করিলেও) নিন্দিত হন না।

১৫ তিনি শরীরের ক্লান্তি দূর করিবার জন্য (নির্দিষ্ট স্থানে) পাদচারণ করিবেন বা হস্তপদাদি সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করিবেন। (সামর্থ্য থাকিলে) অচেতন বস্তুর (ন্যায় স্থির থাকিবেন)।

১৬ তিনি (শয়নাবস্থায়) ক্লান্তিবোধ করিলে ভ্রমণ করিবেন অথবা গাত্র সঙ্কুচিত করিয়া উপবেশন করিবেন। বসিয়া বসিয়া ক্লান্ত হইলে অবশেষে শয়ন করিবেন।

১৭ এই অনন্যসাধারণ মৃত্যুবরণেচ্ছু মুনি ইন্দ্রিয়সমূহকে বশে রাখিবেন। (শারীরিক অশক্তিবশত ঠেস দিবার জন্য কাষ্ঠের প্রয়োজন হইলে) ঘুণ ও উইধরা কাষ্ঠ ত্যাগ করিয়া নিশ্ছিদ্র ও কীটাদিরহিত কাষ্ঠ অন্বেষণ করিবেন।

১৮ পাপ হয় একপ কোন কার্য করিবেন না, পাপাচরণ হইতে বিরত হইয়া আত্মার উৎকর্ষ সাধন করিবেন এবং কষ্ট সহ্য করিবেন।

১৯ এই (পাদপোপগমন নামক অন্য প্রকারের মৃত্যুর নিয়ম পূর্বোক্ত দুই মৃত্যুর নিয়ম হইতে) প্রশস্ততর। যিনি এই নিয়মের দ্বারা মৃত্যুবরণ করিবেন তিনি শারীরিক নানাপ্রকার কষ্ট প্রাপ্ত হইলেও স্থান ত্যাগ করিবেন না (পাদপ অর্থাৎ বৃক্ষের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে স্থির থাকিবেন)।

২০ পূর্বোক্ত দুই প্রকারের মৃত্যুবরণের নিয়ম অপেক্ষা এই মৃত্যুবরণের নিয়ম শ্রেষ্ঠ। (এই প্রকারে মৃত্যুবরণেচ্ছু) সাধু পূর্ববৎ নির্দোষ ভূমি অন্বেষণ করিয়া সেইস্থানে অবস্থান করিবেন এবং যথাবিধি মৃত্যুকে বরণ করিবেন।

২১ তিনি কীটাদিরহিত স্থান প্রাপ্ত হইয়া সেই স্থানে অবস্থান করিবেন —আমার শরীরের দুঃখ কষ্ট কিছুই নাই—মনে করিয়া শরীর উৎসর্গ করিবেন।

২২ শরীরত্যাগ করিতে ইচ্ছুক সেই প্রজ্ঞাবান্ ভিক্ষু—যতদিন জীবিত থাকিব দুঃখ কষ্ট আসিবেই—মনে করিয়া বেদনা সহ্য করিবেন।

২৩ অনিত্য ভোগ্যবস্তু প্রচুরতর হইলেও ভিক্ষু তাহাতে আসক্ত হইবেন না এবং মুক্তিকে ধ্রুব মনে করিয়া ইচ্ছারূপী লোভের বশীভূত হইবেন না।

২৪ কেহ (দেবতাদি) দীর্ঘকালস্থায়ী ভোগ্যবস্তুকে ভোগ করিবার

সাধুকে নিমন্ত্রণ করিলে তিনি (শরীরকে অশাশ্বত মনে করিয়া তাহার উপেক্ষা করিবেন এবং) দৈবীমায়াকে বিশ্বাস করিবেন না। সেই ব্রাহ্মণ তাহার স্বরূপ অবগত হইয়া সমস্ত ছল প্রপঞ্চ ত্যাগ করিবেন।

২৫। তিনি সমস্তপ্রকার ভোগ্যবস্তুতে অনাসক্ত থাকিয়া আয়ুষ্কাল পূর্ণ করিবেন। তিতিক্ষাকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তিন প্রকার মৃত্যুবিধির মধ্যে স্বীয় হিতকর একটিকে স্বীকার করিবেন—ইহাই আমি বলিতেছি।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত

নবম অধ্যায়

উপধান শ্রুত[১]

প্রথম উদ্দেশক

১ (হে আয়ুষ্মন্ জম্বু! ভগবান মহাবীরের তপশ্চর্যা সম্বন্ধে)
যাহা শুনিয়াছি তোমাকে সেইরূপই বলিব—শ্রমণ ভগবান্ হেমন্ত ঋতুতে স
ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াই সেই
হইতে প্রস্থান করিলেন।

২ তিনি—হেমন্ত ঋতুতে এই বস্ত্রের দ্বারা শরীর আবৃত কর
(এই কথা একবারও ভাবিলেন) না। তিনি যাবজ্জীবন দুঃখ কষ্টের উপর জ
করিয়াছিলেন। (তিনি বস্ত্রত্যাগ করিয়া) তাহার পূর্ববর্তী তীর্থঙ্করগণ
অনুসৃত নীতিরই অনুসরণ করিয়াছিলেন।

৩ চারি মাসের কিছু অধিক সময় পর্যন্ত নানাপ্রকার প্রাণী
শরীরে আরোহণ করিয়া বিচরণ করিত এবং তাহার শরীরে অবস্থান করিয়া
উৎপাদন করিত।

৪ ভগবান্ তের মাস পর্যন্ত বস্ত্র ত্যাগ না করিয়া (তাহাকে
উপর রাখিয়াছিলেন), পরে অনগার (ভগবান) সেই বস্ত্র পরিত্যাগ
অচেলক হইলেন।

৫ (ভগবান ভ্রমণ করিবার সময়) মনুষ্য প্রমাণ পথের প্রতি
রথের ধুরার ন্যায় স্থির রাখিয়া এবং আত্মধ্যানে লীন হইয়া (পথ চলিতে
বালকগণ তাহাকে দেখিয়া ভীত হইত এবং একত্র হইয়া তাহার প্রতি
নিক্ষেপ করিত, কেহ কেহ বা চিৎকার করিত।

৬ যে স্থানে নানাপ্রকার মনুষ্য আসিয়া একত্রিত হইত ভগবান্
স্থানে অবস্থান করিবার সময় স্ত্রীজাতির প্রকৃত স্বরূপ বিবেচনা
তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন না এবং আত্মাভিমুখী হইয়া ধ্যান করিতেন

৭ তিনি গৃহস্থদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখিতেন না এবং

---

১ এই অধ্যায়ে ভগবান্ মহাবীরের তপশ্চর্যা বর্ণিত হইয়াছে।

নিমগ্ন থাকিতেন তিনি জিজ্ঞাসিত হইয়াও কিছু বলিতেন না এবং ঋজুচিত্তে সংযম পালন করত স্বীয় কর্তব্য করিয়া যাইতেন।

৮ তিনি, কেহ প্রণাম করিলেও, কিছু বলিতেন না, কোন পুণ্যহীন ব্যক্তি তাঁহাকে দণ্ডাদির দ্বারা প্রহার করিলে বা অন্য কোন প্রকার কষ্ট দিলেও (তিনি কিছু বলিতেন না)। অন্য ব্যক্তির পক্ষে এরূপ আচরণ করা সহজসাধ্য নহে।

৯ সেই মুনি কাহিনী, নাটক, গীত, দণ্ডযুদ্ধ ও মুষ্টিযুদ্ধের প্রতি (কোন ঔৎসুক্য না রাখিয়া) তীব্র দুঃখ সহ্য করত সংযম পালন করিতেন।

১০ পরস্পরের সহিত কথা বলিতে নিমগ্ন মনুষ্যদের প্রতি দৃষ্টি পড়িলেও বিগতশোক জ্ঞাতপুত্র ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতেন। জ্ঞাতপুত্র এই তীব্র দুঃখের কথা বিস্মৃত হইয়াই (সংযম পালন) করিতেন।

১১ তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবার কিঞ্চিৎ অধিক দুই বর্ষ পূর্ব হইতেই কাঁচা জল ব্যবহার করিতেন না।[1] (গৃহস্থাবস্থাতেই) তিনি একত্ব ভাবনার দ্বারা ক্রোধাদি শমন করত শমিতেন্দ্রিয় ও সত্যদ্রষ্টা হইয়াছিলেন।

১২ তিনি পৃথিবীকায় অপকায়, অগ্নিকায়, বায়ুকায়, শৈবাল, বীজ প্রভৃতি বনস্পতিকায় এবং ত্রসকায় জীবের স্বরূপ অবগত হইয়াছিলেন।

১৩ তিনি—এই প্রাণীসমূহের অস্তিত্ব আছে—বুঝিতে পারিলেন এবং ইহারা চেতনাবিশিষ্ট ইহাও জ্ঞাত হইলেন। সেই মহাবীর এই সমস্ত বিষয় অনুশীলন করিয়া তাহাদের হিংসা না হয় এইভাবে বিচরণ করিতেন।

১৪ স্থাবরজীব ত্রসযোনীতে এবং ত্রসজীব স্থাবরযোনিতে উৎপন্ন হয় অথবা মূঢ় প্রাণীগণ স্ব স্ব কর্মানুসারে সমস্ত যোনিতেই ভ্রমণ করিয়া থাকে।

১৫ ক্রোধাদির বশীভূত ও সাংসারিক উপাধিবিশিষ্ট মূঢ় প্রাণী কর্মবশত নানাপ্রকার ক্লেশ অনুভব করে, ইহা ভগবান্ অবগত হইলেন এবং সর্বপ্রকারে কর্মের স্বরূপ জ্ঞাত হইয়া পাপকার্য ত্যাগ করিলেন।

১৬ মেধাবী ও জ্ঞানী ভগবান্ দ্বিবিধ (ঈর্যাপথিক[2] ও সাম্পরায়িক)

---

১ জলীয় শরীরধারী জীবকে অপকায় জীব বলা হয়। জৈন সাধুকে সেই সচিত্ত অর্থাৎ জীবযুক্ত জল ব্যবহার করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। গরম করিয়া হউক অথবা অন্য কোন প্রক্রিয়া দ্বারা হউক জল অচিত্ত অর্থাৎ নির্জীব হইলে কোন ব্যক্তি যদি সেই জল সাধুকে প্রদান করে তবে তিনি জল ব্যবহার করিতে পারেন।

২ নির্দোষ জীবনযাপন করিবার সময় আসক্তি ত্যাগ করিয়া শরীরধারণের জন্য অনিবার্য ব্যাপার যথা—গমনাগমন অশনপান আহার গ্রহণ প্রভৃতি করিবার সময় যে কর্মের বন্ধন হয় তাহাকে ঈর্যাপথিক কর্ম বলে। এই কর্ম একক্ষণে ক্ষয় হইয়া যায়। আসক্তিপূর্বক অথবা কোন শক্তির বশীভূত হইয়া কার্য করিলে যে কর্মের বন্ধন হয় তাহাকে সাম্পরায়িক কর্ম বলা হয়। এই কর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়।

কর্মের স্বরূপ জ্ঞাত হইয়া অনন্যসাধারণ ক্রিয়ার (সংযমের) উপদেশ প্রদান করিলেন, তিনি আদান স্রোত[১], অতিপাত স্রোত[২] এবং যোগের[৩] স্বরূপও জ্ঞাত হইলেন।

১৭ তিনি স্বয় শুদ্ধ অহিংসার পালন করিতেন এবং অন্যের দ্বারাও পালন করাইতেন। তিনি স্ত্রীজাতির স্বরূপ জ্ঞাত হইয়াছিলেন এবং (তাহাদের প্রতি আসক্তিই) সমস্ত পাপের কারণ, ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

১৮ ভগবান্ সাধুর পক্ষে অগ্রহণীয় খাদ্য গ্রহণ করিতেন না। (এরূপ খাদ্য গ্রহণ করিলে) কর্মের বন্ধন হয়, তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি পাপ হয় এরূপ কোন কার্য করিতেন না এবং নির্দোষ খাদ্য গ্রহণ করিতেন।

১৯ তিনি অপরের বস্ত্র ব্যবহার করিতেন না বা অপরের পাত্রে ভোজন করিতেন না। তিনি মান অপমানের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া এবং উদাসীন্য অবলম্বন করিয়া (ভিক্ষার জন্য) রন্ধনশালায় গমন করিতেন।

২০ তিনি অন্ন পানীয় প্রভৃতির পরিমাণ জানিতেন অর্থাৎ পরিমিত অন্নাদি গ্রহণ করিতেন সুস্বাদু খাদ্যের প্রতি আসক্ত হইতেন না বা পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিতেন না। সেই মুনি চক্ষু প্রমার্জন করিতেন না বা শরীর চুলকাইতেন না।

২১ তিনি (পথ চলিবার সময়) দক্ষিণে বামে বা পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিতেন না, জিজ্ঞাসিত হইয়াও মৌনাবলম্বন করিতেন অথবা অল্পই কথা বলিতেন এবং একমাত্র পথের উপর দৃষ্টি রাখিয়া সংযতভাবে পথ চলিতেন।

২২ সেই অনগার দ্বিতীয়বর্ষের অধ হেমন্তঋতু ব্যতীত হইলে বস্ত্র ত্যাগ করিলেন এবং (সেই তীব্র শীতেও) বাহু প্রসারিত করিয়া ধ্যান করিতেন। (শীতের জন্য কখনও) স্কন্ধের উপর হস্ত ন্যস্ত করিতেন না।

২৩ ব্রাহ্মণ মতিমান্ ও নিস্পৃহ ভগবান্ এইভাবে স্বীয় সংযমধর্ম পালন করিয়াছিলেন। অনেক সাধুও ভগবানের অনুসৃত নিয়ম পালন করিয়া চলেন—ইহাই আমি বলিতেছি।

---

১ ইন্দ্রিয়সমূহের দুষ্প্রবৃত্তিযুক্ত কর্মপথ (?)। ২ হিংসা মিথ্যাভাষণাদিযুক্ত কর্মপ্রবাহ। ৩ কায়িক বাচিক ও মানসিক ক্রিয়া।

দ্বিতীয় উদ্দেশক

১ (জম্বুস্বামী সুধর্মস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে আর্য।) সংযমধর্ম পালন করিবার সময় বাস করিবার জন্য অথবা বিশ্রাম করিবার জন্য কোন না কোন স্থানে অবস্থান করিতে হয়। অতএব সেই মহাবীর কোন্ স্থানে বাস করিয়াছিলেন বা কিরূপ স্থলে উপবেশন করিয়াছিলেন তাহা বলুন।

২ (হে আর্য জম্বু।) ভগবান্ কখনও শূন্যগৃহে, সভাগৃহে, জলসত্রে অথবা পণ্যশালায় থাকিতেন, কখনও বা কর্মকারগৃহে অথবা বিচালিস্তূপের মঞ্চের নীচে অবস্থান করিতেন।

৩ কখনও বা তিনি ধর্মশালায়, উদ্যানে, গৃহে, নগরে, শ্মশানে, পরিত্যক্ত গৃহে অথবা বৃক্ষমূলে অবস্থান করিতেন।

৪ সেই শ্রমণ মুনি প্রায় ত্রয়োদশ বর্ষ এইরূপ অতিবাহিত করিলেন। সেই সময় তিনি দিবারাত্রি সংযমপালনে রত থাকিয়া, অপ্রমত্তভাবে এবং সমাহিতচিত্তে ধ্যান করিতেন।

৫ ভগবান্ সংযম গ্রহণ করিবার পর কখনও প্রমাদবশতঃ নিদ্রিত হইতেন না, (নিদ্রা আসিলে) নিজেকে জাগরিত করিতেন, কখনও বা অল্প নিদ্রিত হইতেন কিন্তু ইচ্ছাপূর্বক নিদ্রিত হইতেন না।

৬ (নিদ্রা আসিলে) ভগবান্ তাহাকে প্রমাদবৃদ্ধির কারণ মনে করিয়া উঠিয়া বসিতেন, কখনও বা রাত্রে বাহিরে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মুহূর্ত মাত্র ভ্রমণ করিতেন।

৭ সেই সকল আশ্রয়স্থলে ভগবানকে নানাপ্রকার ভীষণ সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। সেই সকল স্থানে সর্পাদি ও শকুনি প্রভৃতি পক্ষীরা উপদ্রব করিত।

৮ কখনও রাত্রিচর মনুষ্যগণ তাঁহাকে বিরক্ত করিত, কখনও বা গ্রামরক্ষকগণ শস্ত্রহস্তে আসিয়া তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিত। কখনও বা কামাসক্ত স্ত্রী অথবা পুরুষ তাহাকে একাকী জানিয়া বিরক্ত করিত।

৯ তিনি মনুষ্যাদির প্রদত্ত নানাপ্রকার ভীষণ কষ্ট ও দৈব কষ্ট, অনুকূল ও প্রতিকূল গন্ধ এবং নানাপ্রকার শব্দ (সহ্য করিয়াছিলেন)।

১০ সদা সংযত তিনি নানাপ্রকার দুঃখ সহ্য করিয়াছিলেন। সেই মিতভাষী ব্রাহ্মণ রাগদ্বেষকে অভিভূত করিয়া ভ্রমণ করিতেন।

১১ কখনও বা তিনি একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে রাত্রিতে (কোন স্থলে অবস্থান করিলে) মনুষ্যেরা তাঁহাকে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিত। তিনি কোন উত্তর না দিলে তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া (তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিত)। তিনি কিন্তু প্রতিশোধের স্পৃহা না রাখিয়া সাম্যভাব অবলম্বন করিয়া (ধ্যান করিতেন)।

১২ কেহ—গৃহের মধ্যে কে রহিয়াছ ?—বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলে তিনি (যদি ধ্যানমগ্ন না থাকিতেন তবে অধিকতর অনর্থ পরিহার করিবার জন্য) আমি ভিক্ষু রহিয়াছি—বলিয়া উত্তর দিতেন। তিনি (যদি ধ্যানমগ্ন থাকিতেন তবে প্রশ্নকর্তা ক্রুদ্ধ হইলেও মৌনাবলম্বন করিয়া ধ্যান করাকেই উত্তম বলিয়া মনে করিতেন।

১৩ শীতঋতুতে হিমশীতল বায়ু প্রবাহিত হইলে অনেকে কাঁপিতে থাকে, কোন কোন অনগারও বায়ুরহিত স্থানের অন্বেষণ করিয়া থাকেন।

১৪ (কোন কোন সাধু বলেন যে)—আমরা আরও অধিক বস্ত্র পরিধান করিব, অগ্নি প্রজ্বলিত করিব ভালভাবে বস্ত্রাচ্ছাদিত হইলে আমরা এই ভীষণ শীতের কষ্ট (সহ্য করিতে) সক্ষম হইব।

১৫ এইরূপ ভীষণ শীতেও নিস্পৃহ ভগবান উন্মুক্ত স্থানে অথবা ঈষৎ আচ্ছাদিত স্থানে অবস্থান করিয়া শীত সহ্য করিতেন। কখনও বা সেই সংযমী ভগবান্ রাত্রিতে বাহির হইয়া (কিছুক্ষণ চংক্রমণ করিতেন) পরে ভিতরে আসিয়া শান্তভাবে অবস্থান করিতেন।

১৬ ব্রাহ্মণ, মতিমান্ ও নিস্পৃহ ভগবান্ এইভাবে স্বীয় সংযমধর্ম পালন করিয়াছিলেন। অনেক সাধু ভগবানের অনুসৃত নিয়ম পালন করিয়া চলেন—ইহাই আমি বলিতেছি।

তৃতীয় উদ্দেশক

১ সদা সংযমী ভগবান্ তৃণস্পর্শ, শীতস্পর্শ এবং উষ্ণস্পর্শজনিত পীড়া, ডাঁশ ও মশার দংশন প্রভৃতি নানা প্রকার কষ্ট সহ্য করিতেন।

২ তিনি দুর্গম রাঢ়দেশের বজ্রভূমি ও শুভ্রভূমি নামক দুই প্রদেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি বিপরীত কুল স্থানে অবস্থান করিতেন এবং (বালুকা ও লোষ্ট্রাদিপূর্ণ) স্থানে উপবেশন করিতেন।

৩ সেই রাঢ়দেশে তাঁহাকে অনেক কষ্ট সহ্য ... সেই

দেশের অধিবাসিবা তাহাব প্রতি অত্যাচাব কবিত। সেখানে তিনি রুক্ষ, শুষ্ক ও অল্প পরিমিত ভিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন, কুকুরেরা তাঁহাকে দংশন কবিত ও তাঁহার উপর পতিত হইত।

৪ কুকুরেবা তাহাকে দংশন করিতে আসিলে অল্পস খ্যব মনুষ্যই তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিত। কেহ কেহ বা তাহাকে দংশন করিবাব জন্য—ছুছুছুক—শব্দে কুকুর লেলাইয়া দিত।

৫ এইরূপ জনপদে তিনি বহুবাব (ভ্রমণ করিযাছিলেন) বজ্রভূমিব অধিবাসীরা রুক্ষ আহার করিত (বলিয়া নিষ্ঠুব প্রকৃতিব ছিল)। সেই প্রদেশে অন্য শ্রমণগণ (কুকুবদংশনের ভয়) লাঠি অথবা নালিকা লইয়া ভ্রমণ কবিতেন।

৬ এতৎসত্ত্বেও কুকুরেরা সেই শ্রমণগণকে দংশন করিত এবং ছিড়িয়া খাইত। সেই বাঢদেশে ভ্রমণ করা দুষ্কব কার্য ছিল।

৭ সেই অনগাব ভগবান্ প্রাণিহিংসা এব শরীরের মমত্ব পবিত্যাগ কবিয়া গ্রামবাসীব কণ্টকাঘাত অর্থাৎ অত্যাচার প্রসন্নচিত্তে সহ্য করিতেন।

৮ ভগবান্ মহাবীব স গ্রামেব পুরোভাগে স্থিত হস্তীর ন্যায় (সমস্ত দুঃখ কষ্টের উপর) জয়লাভ করিয়াছিলেন। সেই রাঢদেশে গ্রামসমূহ দূরে দূরে অবস্থিত হওয়ায় তিনি রাত্রিতে বিশ্রাম করিবাব জন্য গ্রামও প্রাপ্ত হইতেন না।

৯ কখনও বা নিস্পৃহ ভগবান গ্রামেব নিকট পৌঁছিতে না পৌঁছিতে গ্রামবাসীরা গ্রাম হইতে বাহিব হইয়া তাঁহাকে প্রহাব কবিত এবং গ্রাম হইতে বাহির হইতে বলিত।

১০ কখনও বা তাহারা দণ্ডের দ্বারা, মুষ্টির দ্বারা অথবা বল্লমের দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিত, কখনও বা লোষ্ট ও মৃত ব্যক্তির অথবা কলসের কপাল তাঁহার উপর নিক্ষেপ কবিত। অনেকে আবার তাহাকে প্রহাব করিতে করিতে চিৎকার করিত।

১১ কখনও বা তাহারা তাঁহাকে মাটিতে ফেলিয়া তাঁহার মাংস কাটিয়া লইত, কখনও বা তাঁহাব কেশ উৎপাটন কবিয়া কষ্ট দিত অথবা তাহার উপর ধূলি নিক্ষপ করিত।

১২ কখনও বা তাহারা তাঁহাকে উপরে তুলিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিত, কখনও বা আসন হইতে টানিয়া ফেলিত। শরীরের প্রতি মমত্বরহিত ও বিগতস্পৃহ ভগবান্ বিনম্রভাবে সমস্ত বাধা বিপত্তি ও দুঃখ সহ্য কবিযাছিলেন।

১৩ সংগ্রামেব পুরোভাগে অবস্থিত বর্মাবৃতগাত্র বীর যেরূপ অস্ত্রাঘাত

সহ্য করত অচল থাকে, সেইরূপ ভগবান্ মহাবীরও ধৈর্যপূর্বক সমস্ত সঙ্কট সহ্য করত অবিচলিতভাবে (স্বীয় লক্ষ্যপথে) চলিয়াছিলেন।

১৪ ব্রাহ্মণ, মতিমান্ ও নিস্পৃহ ভগবান্ এইভাবে স্বীয় সংযমধর্ম পালন করিয়াছিলেন। অনেক সাধুও ভগবানের অনুসৃত নিয়ম পালন করিয়া চলেন—ইহাই আমি বলিতেছি।

চতুর্থ উদ্দেশক

১ ভগবান্ রোগগ্রস্ত না হইলেও উদরপূর্তি করিয়া আহার করিতেন না, (মনুষ্যাদির দ্বারা) আঘাতপ্রাপ্ত হইলেও অথবা না হইলেও চিকিৎসা করাইবার ইচ্ছা করিতেন না।

২ তিনি (শরীর সর্বদাই অশুচি)—ইহা জ্ঞাত হইয়া (তাহার শুদ্ধির জন্য) বিরেচন বমন বিলেপন, স্নান অথবা দন্তধাবন করিতেন না বা অঙ্গমর্দন করাইতেন না।

৩ কামভোগে বিরত, মিতভাষী সেই ব্রাহ্মণ সংযমপালনে রত থাকিতেন, শীতঋতুতে কখনও তিনি ছায়ায় বসিয়া ধ্যান করিতেন।

৪ গ্রীষ্মঋতুতে রৌদ্র সেবন করিতেন অর্থাৎ উৎকুটুকাসনে বসিয়া সূর্যের দিকে মুখ করিয়া থাকিতেন। তিনি রুক্ষ কোদ্রব চাল, শুষ্ক বদরীচূর্ণ এবং কুল্মাষ আহার করিতেন।

৫ ভগবান্ আটমাস পর্যন্ত কেবল এই তিনটি দ্রব্য খাইয়াছিলেন। কখনও তিনি অর্ধমাস অথবা একমাস পর্যন্ত জলপান করিতেন না।

৬ বিগতস্পৃহ ভগবান্ কিঞ্চিৎ অধিক দুইমাস অথবা ছয়মাস পর্যন্ত কিছু পান না করিয়া থাকিতেন এবং অহোরাত্র (কিছু পান করিবার ইচ্ছা করিতেন না), কখনও বা পর্যুষিত অন্ন ভক্ষণ করিতেন।

৭ নিস্পৃহ ভগবান্ শারীরিক শান্তির বিষয় বিবেচনা করিয়া কখনও দুই দিন, কখনও তিন দিন কখনও চারি দিন, কখনও বা পাঁচ দিন পর্যন্ত উপবাস করিয়া পরে অন্ন গ্রহণ করিতেন।

৮ ভগবান্ মহাবীর (হেয় ও উপাদেয় বস্তুর স্বরূপ) জ্ঞাত হইয়া স্বয়ং

পাপকার্য করিতেন না, অপরের দ্বারা করাইতেন না এবং যে পাপকার্য করিত তাহাকে অনুমোদন করিতেন না।

৯ তিনি গ্রামে অথবা নগরে ভ্রমণ করিয়া অন্যের জন্য প্রস্তুত খাদ্যের অন্বেষণ করিতেন। সংযতমনা সংযতবোধ ও সংযতেন্দ্রিয় ভগবান স্বীয় গ্রহণযোগ্য খাদ্য গ্রহণ করিতেন।

১০ তিনি ভিক্ষার জন্য গমন করিলে সেখানে ক্ষুধাত বায়স অথবা পিপাসার্ত অন্য (পারাবতাদি প্রাণীকে) পুন পুন ভূমিতে উড়িয়া আসিতে দেখিয়া (ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্তন করিতেন)।

১১ তিনি ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, ভিখারী অতিথি, চণ্ডাল, মার্জার অথবা কুকুরকে সম্মুখে দেখিয়া—

১২ তাহাদের আহার প্রাপ্তির বাধা এবং কিছুমাত্র অপ্রীতি না হয় এইজন্য সেই স্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেন এবং ক্ষুদ্র প্রাণীরও হিংসা না হয় এইভাবে খাদ্য ভিক্ষা করিতেন।

১৩ কখনও তিনি আর্দ্র, শুষ্ক অথবা পর্যুষিত খাদ্য গ্রহণ করিতেন, কখনও বা পুরাতন কুল্মাষ, পুরাতন চালের ভাত অথবা পুরাতন সক্তু গ্রহণ করিতেন। তিনি যদি এইরূপ খাদ্যও না পাইতেন তবে সংযতভাবে অবস্থান করিতেন।

১৪ সেই মহাবীর নানা প্রকার আসনে বসিয়া ধ্যান করিতেন। বিগত স্পৃহ ভগবান উর্ধ্ব অধ ও মধ্যলোকে স্থিত বস্তুর সম্বন্ধে এবং মানসিক একাগ্রতার জন্য ধ্যান করিতেন।

১৫ অক্রোধী লালসাহীন এবং শব্দ, রূপ প্রভৃতি বিষয়ে অনাসক্ত ভগবান ধ্যান করিতেন। তিনি ছদ্মস্থ অবস্থায় (সাধক অবস্থায়) সর্বদা সংযমপালনে তৎপর থাকিতেন এবং কখনও প্রমাদাচরণ করিতেন না।

১৬ তিনি স্বয়ংই সংসারের স্বরূপ জ্ঞাত হইয়াছিলেন। কর্মশয়হেতু কায়মনোবাক্যে সংযত করিয়াছিলেন। ক্রোধাদিরহিত ও সমদৃষ্টা ভগবান্ যাবজ্জীবন সংযম পালন করিয়াছিলেন।

১৭ ব্রাহ্মণ মতিমান্ ও নিস্পৃহ ভগবান্ এইভাবে স্বীয় সংযমধর্ম পালন করিয়াছিলেন। অনেক সাধুও ভগবানের অনুসৃত নিয়ম পালন করিয়া চলেন— ইহাই আমি বলিতেছি।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত

প্রথম প্রতিস্কন্ধ
সমাপ্ত